শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা

৩৪নং নিয়োগীপুকুর ইষ্ট লেন, তালতলা

নবজীবন যন্ত্রে

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৫ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

যে মহান্ চরিত্রে সনক, নারদাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি জ্ঞানি-গণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে চরিত্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মহাত্মা গৌরাঙ্গদেব উন্মত্তের ন্যায় সমগ্র বঙ্গদেশে কৃষ্ণ-প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন, অদ্য আমি সেই পরম পবিত্র চরিত্র স্বধর্ম্মানুরাগী আর্য্যগণকে সমর্পণ করিলাম। কাল-চক্রে হত-গৌরব ও আত্ম-বিস্মৃত আর্য্যগণ এতৎপাঠে স্ব স্ব চরিত্রের উৎকর্ষতা সংসাধিত করিতে পারিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আর আমি সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রঙ্গপুর দিনহাটা নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস রায়চৌধুরী এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় মধ্যে পঁচিশ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা
সন ১২৯৫ সাল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র।

প্রথম অধ্যায়।

সর্ব্বেষাং সত্ত্বা-রূপায় আত্মরূপায় বিষ্ণবে।
নমোঽনন্ত স্বরূপায় জ্ঞানানন্দ প্রদায়িনে॥

দুর্জ্ঞেয় কৃষ্ণ চরিত্র বুঝিবার পূর্ব্বেই পাঠক মহোদয়গণকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে। অধুনা পরম পবিত্র কৃষ্ণ চরিত্রে সময় সময় যে সকল কলঙ্ক আরোপিত হয় তাহা কি যথার্থ কিম্বা বিদ্বেষ-মূলক, অথবা স্বার্থের প্রলোভন জাত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে ইহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত।

আক্ষেপের সহিত বলিতে হইল যে, অতি দুর্ব্বোধ—এই মহিমাময় চরিত্র—কোন এক আর্য্য শাস্ত্রেই সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত হয় নাই। ঋষিগণ কি জন্য এ বিষয়ে এরূপ ঔদাসিন্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যে নিতান্ত কঠিন এমত বোধ হয় না। মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাসই প্রাচীন-কালীয় আর্য্যগণের একমাত্র ইতিবৃত্ত লেখক। শ্রীকৃষ্ণ—মহর্ষি বাল্মীকির সমকালীন নহেন; এজন্য রামায়ণ কর্ত্তা তাঁহার চরিত্রও লেখেন নাই। বেদব্যাস, আর্য্যগণের তৃতীয়াবস্থার কবি ও ইতিবৃত্ত লেখক ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ইহারই সমসাময়িক, মহর্ষি ব্যাসদেব যে এই আর্য্যগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও ঈশ্বরাবতারের চরিত্র লিখিতে ত্রুটি করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে; তবে দুঃখের বিষয় এই যে মহর্ষি তৎপ্রণীত কোন পুরাণেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

হইতে লীলা সম্বরণ পর্য্যন্তের ঘটনাবলি শৃঙ্খলারূপে লেখেন নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধানে আমরা ইহাই বুঝিয়াছি যে, মহাভারতে কৃষ্ণচরিত্রের যে অংশ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতে সেই অংশের ঘটনাবলির অত্যন্ত সংক্ষেপ বর্ণনা আছে মাত্র। আর শ্রীমদ্ভাগবতে যে অংশের বর্ণনা বিস্তৃতরূপে আছে মহাভারতে কেবল তাহার নাম উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, জয়দেব কৃত গ্রন্থেও এই সঙ্কীর্ণতা দৃষ্টিগোচর হয়, মহর্ষি ব্যাসদেব বোধ হয় দ্বিরুক্তি পরিত্যাগ করিতেই মহাভারতের ঘটনাবলি শ্রীমদ্ভাগবতে বিশদরূপে বর্ণনা করেন নাই।

অতএব কৃষ্ণ চরিত্র বুঝিতে মহাভারত, ভাগবৎ ও হরিবংশাদি বিশেষ রূপ পর্য্যালোচনা নিতান্ত আবশ্যক। আমরাও সাধ্যানুসারে এই পন্থাবলম্বনই করিয়াছি। সে যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণতঃ চারি প্রকার মত প্রচলিত দেখা যায়। এক সম্প্রদায় বলেন কৃষ্ণ নিতান্ত লম্পট ছিলেন; তাহা না হইলে গোপিগণের সহিত এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার করিবেন কেন? দ্বিতীয় সম্প্রদায় প্রায় পঞ্চদশ কোটি হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার এবং তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা। তৃতীয় সম্প্রদায় ভুক্ত কতিপয় বিখ্যাত হিন্দু সন্তান কৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। চতুর্থ সম্প্রদায় বলেন ঈশ্বর নিরাকার অতএব তাঁহার আকৃতি ধারণ কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে;—কাজে কাজেই কৃষ্ণ একজন শ্রেষ্ঠ মনুষ্য হইবেন।

যাঁহারা কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচারের আবশ্যকতা নাই আমরা জানি, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গ, শ্রীধরস্বামী ভারতিতীর্থ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানিগণও স্ব স্ব গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রণীত গীতাভাষ্য, গৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মোপদেশ যুক্ত চৈতন্য চরিতামৃত, মহাত্মা ভারতি তীর্থের পঞ্চদশী, স্বামীকৃত গীতা ও ভাগবৎ ভাষ্য,—এই সমস্ত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ দেখা যায় এইক্ষণ আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

(১) শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র মিথ্যা ও লম্পটতায় কলুষিত কি না।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র মিথ্যা লম্পটতায় কলুষিত কি না।

(২) শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য কি ঈশ্বরাবতার।

(৩) নিরাকার ঈশ্বরের অবতার যুক্তিযুক্ত কি না।

প্রথম আপত্তির উত্তরে আমরা বলিতে চাহি যে, যেরূপ শৈশবাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ গোপিগণের সহিত বৃন্দাবন লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ বয়সে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতারূপ কুৎসিত ভাবের উদ্রেকই হইতে পারে না। * বিশেষতঃ গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে দেখিতেন এবং যে ভাবে ভক্তি করিতেন তাহাতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার সম্পর্কই থাকিতে পারে না। তাঁহারা এরূপ কৃষ্ণগত চিত্ত ও আত্মবিস্মৃত ছিলেন যে, স্বামী, পুত্র, গৃহ, ধন, এমন কি স্বীয় শরীরেও তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র আসক্তি ছিল না। তাঁহারা কৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে এরূপ তন্মনা হইতেন যে সকল বিষয়েই কৃষ্ণের অনুকরণে প্রমত্তা ছিলেন। পাঠক মহোদয়গণ! ইহা কি ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

---

* বৃন্দাবন লীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ বালক ছিলেন কি না ইহা দেখাইবার নিমিত্ত হরিবংশের অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায় হইতে একটী স্থান উদ্ধৃত করা যাইতেছে "কংস উগ্রসেন প্রমুখ যাদবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন দেবতুল্য সহায় সম্পন্ন হইয়াও আমি এক্ষণে যেন অমাত্যহীন শূন্য হৃদয় হইয়া শত্রু ভয়ে অবসন্ন হইতেছি। হা ধিক্ সেই শত্রু আবার নন্দগোপতনয় বালক কৃষ্ণ। সেই হীনসত্ত্ব গোপশিশু দিন দিন উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া যদুকুল নির্ম্মূলনের হেতুভূত হইতেছে।—সেই গোপ কুমার কোন মায়ারূপী দেবকুমার কি না তাহাও অবধারণ করিতে অক্ষম। সেই সামান্য গোপবালক সর্ব্বলোক বিজয়ী প্রলম্বাসুরকে এক মুষ্ট্যাঘাতে সামান্য লোষ্ট্রের ন্যায় বিচূর্ণিত করিয়াছে। অনন্তর বাম হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া ত্রিলোকাতীত পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রের সমস্ত প্রয়াস বিফল করিয়াছে সামান্য গোপ শিশুর এতাদৃশ অলৌকিক বিক্রম অবগত হইয়া আমার অন্তঃকরণে দারুণ শঙ্কা ও সন্দেহের আবির্ভাব হইতেছে।" দৈত্যপতি কংসের এই বাক্য পরম্পরায় বারংবরই সুনিশ্চিত হইতেছে যে, যখন কংস মহামতি অক্রূরকে নন্দালয়ে প্রেরণ করিবার জন্য যাদবগণের উপদেশ লইতে এক মহতী সভা আহূত করেন শ্রীকৃষ্ণ তখন নিতান্ত কোমল মতি বালক ছিলেন। এই সমস্ত কথা বার্ত্তার পর দিবসেই অক্রূর নন্দালয়ে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে লইয়া পুনর্ব্বার মথুরায় গমন করেন। এই স্থানেই বৃন্দাবন লীলা শেষ হইয়া যায় অতএব বৃন্দাবন লীলার সময় যে কৃষ্ণ নিতান্ত বালক ছিলেন ইহাতে কোনরূপ সংশয় হইতে পরে না।

লক্ষণ বা সমাধিভাব নহে? অহো! এই সর্ব্বোচ্চ ভক্তির বিকাশেও কি ইন্দ্রিয়পরতা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে?

দ্রোণাচার্য্যের বধের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। হে রাজন্ তুমি দ্রোণাচার্য্যকে বল "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ"। যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া প্রথম সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছেন। হইবারই কথা, কারণ তিনি গীতাতে বলিয়াছেন,—

অবজানন্তিমাং মূঢ়া মানুষীন্তনু মাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তঃ মম ভূত মহেশ্বরং॥

সমস্ত চরাচর বিশ্বের ঈশ্বর, আমি কি উদ্দেশে কোন্ কার্য্য করিয়া থাকি মূঢ় ব্যক্তিরা তাহা জানিতে পারে না। আমি ভক্তগণের ইচ্ছাধীন নানারূপ

শ্রীকৃষ্ণ কংসাদি বধের পর আর বৃন্দাবনে যাইয়া কোনরূপ লীলা করেন নাই কেবল প্রভাস তীর্থে বৃন্দাবনবাসিগণের সহিত তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

(এই স্থলে হরি বংশের যে অংশ উদ্ধৃত করা হইল তাহা শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র দেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত গ্রন্থ হইতে।)

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতির পাণিগ্রহণের পরেও কৃষ্ণ "কিশোর বা অপ্রাপ্ত যৌবন" ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুসারেও জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যেই বৃন্দাবন লীলা সমাপ্ত করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দ হইতে ইহার একটি স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে—মহাত্মা বিদুর ও উদ্ধব সংবাদে মহামতী উবদ্ধ বিদুরকে বলিতেছেন

ততো নন্দ ব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বি বিভ্যতা
একাদশ সমস্তত্র গূঢ়ার্চ্চি সবলোহবসৎ॥ ২৬॥ (ভাগবৎ তস্ক। ২ অ)

ততঃ কৃষ্ণস্য জন্মানন্তরং পিত্রা হেতু ভূতেন নন্দস্য ব্রজং ইতঃ গতঃ। তত্র ব্রজে একাদশ সমাঃ সমবৎসরান্, গূঢ়ার্চ্চি—গূঢ়তেজা সবলো বলদেবেন সহ বর্ত্তমানঃ সন্ অবসৎ প্রত্যুবাস কৃষ্ণ ইতি শেষঃ।

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহার পিতা বসুদেব কংস হইতে ভীত হইয়া কৃষ্ণকে নন্দের ব্রজে রাখিয়া আইসেন, তাহাতে তিনি একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গূঢ়তেজা হইয়া অর্থাৎ কংসাদির অলক্ষিত ভাবে বলরামের সহিত সেই ব্রজধামে বাস করিয়া ছিলেন॥ পাঠক মহোদয়গণ ইহার বিস্তার বর্ণনা ইচ্ছা হইলে মূল গ্রন্থে দেখিবেন।

সত্বময় কলেবর ধারণ করি বলিয়া ঐ সকল ব্যক্তিরা আমাকে নিন্দা করিয়া থাকে। রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিলে দুষ্টকে দমন করিবার জন্য কখন কখন শঠতা অবলম্বন করাও যে অধর্ম্ম নহে পাঠকগণ কি ইহা স্বীকার করেন না? কেবল ধর্ম্ম রক্ষার্থ বা সমস্ত জীবের মঙ্গলার্থ—নিঃস্বার্থ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের বধের জন্য এইরূপ শঠতাবলম্বন যদি ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও কৃষ্ণ-চরিত্রের কলঙ্ক হয় তবে ক্ষত্রিয়রাজগণের কোনক্রমেও রাজ্য প্রতিপালিত হইতে পারে না। "ধর্ম্মদ্বেষী প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে যেরূপেই হউক বিনাশ করিবে" এই রাজধর্ম্ম অনুসারেই শ্রীকৃষ্ণ কার্য্য করিয়াছিলেন তিনি ব্রাহ্মণ বা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় কার্য্য করেন নাই যদি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে কার্য্য করাতে শ্রীকৃষ্ণের দোষ হইয়া থাকে তবে উহা ক্ষত্রধর্ম্মের দোষ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের দোষ নহে।

শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য ছিলেন কি না এই দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর করিতে আমাদিগকে প্রথমতঃ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে যে "আদর্শ মনুষ্য" কথাটার অর্থ কি? পূর্ব্বপক্ষ কর্ত্তার মতে "যাঁহার শারীরিক, মানসিক ও আন্তরিক বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই আদর্শ মনুষ্য"। যদি পাঠকগণ এতদ্দ্বারাও পরিষ্কার বুঝিতে না পারিয়া থাকেন তবে সংক্ষেপে বলিতেছি, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্, উন্নতমনা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক তিনিই মনুষ্য মধ্যে আদর্শ সন্দেহ নাই। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ ছিলেন কি না? পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তা বলেন এবং আমরাও বলি—"ছিলেন"; তবে আমাদের আদর্শ এবং পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তার আদর্শ মূলে স্বতন্ত্র এবং নমুনায়ও স্বতন্ত্র। পূর্ব্বপক্ষ কর্ত্তার আদর্শ মনুষ্য একজন প্রবীণ যোদ্ধা, প্রথম শ্রেণীর নীতিজ্ঞও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক হইলেই হইল কিন্তু আমাদের আদর্শ—ঐ দরের হইলে চলিবে না তাঁহাতে ধর্ম্মের—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ—এই দশবিধ গুণের এরূপ পূর্ণবিকাশ থাকা চাই যে, যদ্দ্বারা ঐ চরিত্র যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মাগণ অপেক্ষাও উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে। (২) তাঁহাতে এত বীর্য্য থাকা আবশ্যক যে, তিনি জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্ব, ভীষ্ম, ভীমেরও ভয়ের কারণ হন। (৩) তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য

এইরূপ থাকা আবশ্যক যে ঐ যোগ বিভূতি, কপিল, নারদ, ব্যাস, শুক, জনক প্রভৃতি পরম যোগিগণের যোগৈশ্বর্য্য অতিক্রম করিতে পারে। তাঁহার সৌন্দর্য্য এত থাকা চাই, যেন সকলেই ঐরূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন। (৫) তাঁহার এরূপ বৈরাগ্য থাকিবে যে, পরম বৈরাগ্যবান্ শুকদেব, নারদ ও তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। (৬) তাঁহার জ্ঞান এরূপ থাকা প্রয়োজন যে, পরম জ্ঞানী ব্যাসাদি মহর্ষিগণও যেন তৎসদৃশ না হন। ঈদৃশ গুণ থাকিলে কোন পুরুষ সমগ্র হিন্দুর আদর্শ হইতে পারেন অন্য কথায় তাঁহাকে ঈশ্বর হওয়া চাই। ঈশ্বর না হইলে কাহারও শারীরিক, মানসিক ও আন্তরিক বৃত্তি সকল "সম্পূর্ণ" স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

যে বংশে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ কপিল, বামদেব, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পরাশর, ব্যাস, জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ যে আর্য্যবংশে মান্ধাতা, পুরুর, বা যযাতি, ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথিগণ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন সেই হিন্দুগণের আদর্শ হওয়া কি মনুষ্যের কর্ম্ম? ব্রহ্মসদৃশ তেজস্বী আত্মারাম শুকদেব, জনক, ব্যাস প্রভৃতি পরম যোগিগণের আদর্শ পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কে হইতে পারে? মহাভারতে যদি শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের ও অণিমাদি যোগ বিভূতির পরিচয় না থাকিত তবে হিন্দুগণ তাঁহার উপাসনা করিবেন কেন? "কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য" হইলে পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তার কিম্বা আমাদের পূজনীয় হইতে পারেন; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগবিভূতিপূর্ণ ঋষিগণের নিকট তিনি কে? আপত্তকারীর প্রবীণ যোদ্ধা ও নীতিজ্ঞকে শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গ এবং শ্রীধরস্বামী ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবেন কেন? এই সমস্ত মহাত্মারা কি পূর্ব্বপক্ষ কর্ত্তার অপেক্ষা অজ্ঞান বা অদূরদর্শী ছিলেন! না মহাভারতের সার মর্ম্মই ইহাঁরা বুঝিতে পারেন নাই?

আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে লৌকিক, অলৌকিক যাহা বর্ণিত আছে তৎসমস্তই সত্য। মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রক্ষিপ্ত দোষে দূষিত নহে, বস্তুতঃ আমাদের মনই সঙ্কীর্ণতা দোষে দূষিত। আমরা যাহা অলৌকিক মনে করি যোগিগণের পক্ষে তাহাই লৌকিক। যাহা অপ্রাকৃতিক মনে করি তাহাই প্রাকৃতিক; অতএব পাঠক মহোদয়গণ! গোবর্দ্ধনগিরি

ধারণ, কুরুসভায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন প্রভৃতি কৃষ্ণচরিত্রে যাহা অলৌকিক দেখিবেন যোগিগণের পক্ষে উহা লৌকিক মনে করিয়া চমৎকৃত হইবেন না। শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর তাঁহাতে সমগ্র যোগ বিভূতি বর্ত্তমান ছিল—শুকদেব, বামদেব, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ যেরূপ যোগৈশ্বর্য্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণও জন্মমাত্রই ততোধিক ঐশ্বর্য্যবান্ ছিলেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে; নতুবা তিনি আদর্শ হিন্দু হইবেন কিরূপে?

যোগিগণের যে কিরূপ বিভূতি বা অলৌকিক শক্তি জন্মে বর্ত্তমান হিন্দু বংশীয়েরা দুর্ভাগ্যবশতঃ তৎসমুদায়ই ভুলিয়াছেন। যদি কোন পাঠকের উহা জানিতে ইচ্ছা হয় তবে পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদ পাঠ করুন।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য আর যোগিগণের যোগ বিভূতিতে তারতম্য এই যে, অণিমা লঘিমাদি ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরে অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছে; যোগিগণ ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা তদীয় প্রসন্নতা লাভ করিয়া ঐ অণিমাদি বিভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; পরন্তু কোন যোগী পুরুষই ঈশ্বরের তুল্য সৃষ্টি স্থিতি লয়াদির শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন না; এজন্য মুক্ত পুরুষগণের সম্বন্ধেও শাস্ত্র বলিতেছেন

„মুক্তাঽপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ।”

মুক্ত পুরুষেরাও আপন ইচ্ছানুসারে হরির উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোনরূপ বিধি নিষেধ শাস্ত্রের বশবর্ত্তী নহেন; সামান্য জীবের সহিত তাঁহাদের উপাসনার এই মাত্র প্রভেদ।”

“ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ” ॥ ২৯ ॥ (বেদান্ত দর্শন, ৩য় অধ্যায়, ৩য় পাদ) এই শারীরক সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাস বলিতেছেন যে মুক্ত পুরুষেরাও ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা কোনরূপ বিধি নিষেধ বাক্যের বশবর্ত্তী নহেন।

তৃতীয় আপত্তি অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরের অবতার যুক্তিযুক্ত কি না ইহার প্রকৃত উত্তর বাহুল্যরূপে দিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া উঠে তবে যখন আপত্তি উঠিয়াছে তখন অন্ততঃ সংক্ষেপেও ইহার মীমাংসা

করা চাই। পৃথিবীস্থ কোন কোন মনুষ্যসম্প্রদায় ঈশ্বরকে নিরাকার নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী, বলিয়া বিশ্বাস করেন; কোন সম্প্রদায় বা তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট স্বর্গলোকবাসী, সর্ব্ব-শক্তিমান্ এবং সকল শ্রেষ্ঠ গুণের আধার বলিয়া জানেন। কোন কোন সম্প্রদায় এক ঈশ্বরে, কোন সম্প্রদায় বা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, কোন সম্প্রদায় বা ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। অতএব ঈশ্বর নিরাকার কি আকৃতিবান্ যখন ইহার কোন অতর্ক্য প্রমাণ নাই। এমতাবস্থায় আপত্ত-কারিগণ কিরূপে জানিলেন যে ঈশ্বর নিরাকার? তবে এখন বিচার করিতে হইল যে ঈশ্বর নিরাকার কি সা-কার। বিষয়টী অতি গুরুতর আমাদের বিদ্যা, সময় ও গ্রন্থ অতি সংকীর্ণ বিশেষতঃ কৃষ্ণভক্ত এই বিচার শুনিতে ভালবাসিবেন কি না সন্দেহস্থল অথচ প্রশ্নটীর উল্লেখ করিয়া উত্তর না দেওয়াও সঙ্গত নহে অতএব যত সংক্ষেপে হয় বলিতেছি।

যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসক, যাঁহারা ঈশ-প্রেমে মুগ্ধ-চিত্ত, যাঁহারা বিষয়রস ভুলিয়াছেন ঐ শ্রেষ্ঠ মানবগণ সমস্ত সদ্গুণ সম্পন্ন এক এবং অদ্বিতীয় আদর্শ পুরুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। ইহাঁদের ঈশ্বর সকল পুরুষাপেক্ষা অধিক গুণবান্ এবং অধিক ঐশ্বর্য্যশালী। প্রহ্লাদ ও ধ্রুব হরিকে, হনুমান রামকে, গোপিগণ কৃষ্ণকে, এই উচ্চ ভাবের ভক্তি করিয়াছিলেন। তাঁহারা এত নিঃস্বার্থভাবে ভক্তি করিতেন যে অতি দুর্লভ নির্ব্বাণ মুক্তির জন্যও লালায়িত ছিলেন না পরন্তু ঈশ্বরের চরণ সেবা, দাস বা সহচরের ন্যায় সর্ব্বদা ঈশ্বরের চিত্তরঞ্জন করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। যাহা হউক আমরা তাঁহাদিগকে দেখি নাই, তাঁহাদের ভাবও সাধারণকে বুঝাইতে পারিব না অতএব সে বিষয়ের অধিক আলোচনাও করিতে চাহি না।

এখন পাঠকগগণকে জিজ্ঞাসা করি ঈশ্বর যদি নিরাকার হন তবে তাঁহার ধারণা, ধ্যান বা পূজা কিরূপে সম্ভবে? নিরাকারের চরণ কোথায় যে তুমি তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে? নিরাকারের রূপই বা কিরূপ যে তুমি সেই রূপের ধারণা বা ধ্যান করিবে অথবা সেরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে? নিরাকার ঈশ্বরের দয়া, ভকতবৎসলতা এবং রূপাদি কল্পনা করা নিরর্থক মাত্র। যদি বল "বেদে" ঈশ্বর নিরাকাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন তদুত্তরে মনে করি তাহাহ [illegible]

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার।

বলিতেছি বেদের যেস্থলে ঈশ্বর নিরাকার, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, সেইখানে কোনরূপ উপাসনা নাই। সেইখানে চরণ নাই, পুষ্পাঞ্জলিও নাই। সেই খানে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, সেই খানে "অদ্বৈত জ্ঞান" সেইখানে উপাস্য উপাসক ভাব নাই; সেইখানে কেবল "সমাধি।" সেইখানে প্রেমময়কে পুষ্প দিবার বিধি নাই।

অতএব যেখানে ভক্তি, যেখানে ভালবাসা, বা অনুরাগ সেইখানেই ঈশ্বর সাকার, পরম রূপবান্, পরম গুণবান্ ও পরম প্রেমাস্পদ। তিনি হিরণ্য গর্ভ বা বিরাটই হউন, তিনি বিষ্ণু, ব্রহ্মা বা রুদ্রই হউন, তিনি সূর্য্য ভগবতী; স্ত্রী বা পুরুষ যাহাই হউন তিনি সাকার তিনি ভক্তের হৃদয়ের ধন। ভক্ত বলেন, আমি নিরাকারকে ভাল বাসিতে পারি না, নিরাকারের মধুর হাসি, সুমিষ্ট কথা, প্রেমময় মূরতি দেখিতে পাই না; আমার ঈশ্বর নিরাকার হইলে আমার হৃদয় শূন্য হয়। বিশেষতঃ নিরাকার ঈশ্বরের কোনরূপ চরিত্র নাই যে, আমি সেই চরিত্র দেখিয়া আমার এই অসম্পূর্ণ চরিত্রকে পূর্ণ করিব, আমার এই নিষ্ঠুর স্বভাবকে প্রেমময় করিব! যদি আমার ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া করিয়া মনুষ্য শরীর ধারণ এবং আমাকে আচার, ব্যবহার, প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষা না দেন তবে আমি দেব দুর্ল্লভ এই সমস্ত ধন কোথা হইতে প্রাপ্ত হইব? মনুষ্যের এমন কি শক্তি আছে যে, সেই অচিন্ত্য অগম্য ও দুর্ল্লভ জগৎপতিকে স্বীয় শক্তি দ্বারা খুঁজিয়া লইবে? তাহাদের এমন বা কি সামর্থ্য আছে যে, অতি দুজ্ঞেয় ঐশ্বরিক কার্য্যপ্রণালী অথবা তাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিয়মাদি তাঁহার নিকট শিক্ষা না করিয়া স্বয়ং বুঝিতে পারিবে? এই যে মানব-বুদ্ধি অসীম আকাশ, অসংখ্য-নক্ষত্র, ও অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি-চাতুর্য্য দেখিয়া, স্তম্ভিত ও হতাস হইয়া ফিরিয়া আসিল! কৈ বুদ্ধিত আর অগ্রসর হইতেছে না; এই স্থানে আসিয়াই যে, দাঁড়াইল আর যাইবার শক্তি নাই। তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর জীবগণ মৃত্যুর পরে পুনশ্চ জন্মে কি না? বুদ্ধি বলিবে—"আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। নক্ষত্রগণের দূরত্ব কত? "সে বলিবে আমি জানি না। আকাশের সীমা আছে কি না? বুদ্ধি বলিবে আমি ইহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। এই অসংখ্য-পৃথিবী-যুক্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা আছেন কি না? সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

উন্নত বুদ্ধি বলিবে” জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন? তবে তিনি কোথা থাকিয়া কিরূপ ভাবে ক্রিয়া করিতেছেন তাহা আমি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিতে বা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। অতএব দেখা গেল মানব বুদ্ধির গতির সীমা আছে। সে যতই সূক্ষ্ম ও উন্নত হউক না কেন একটী নির্দ্দিষ্ট প্রদেশের অতীত স্থানে কখনই যাইতে পারে না।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া ভক্ত বলেন পরম কারুণিক জগৎপতি, স্বীয় পুত্র, জীবগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সাকার হন এবং সময় সময় নরশরীর ধারণপূর্ব্বক মনুষ্যগণকে আচার, ভক্তি, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও চরিত্রগঠন শিক্ষা দিয়া থাকেন। কোন কোন মানব সম্প্রদায় ভক্তগণের এই কথা বিশ্বাস করেন না অথচ সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ কেন যে সাকার রূপ ধারণ করিতে অক্ষম হইবেন তাহারও কোন অবিতর্ক্য প্রমাণ দিতে পারেন না অতএব আমরা ভক্তগণের মতকে স্বীকার করিয়া বিষয়টী উপসংহার করিব।

ব্রহ্ম, সর্ব্বব্যাপী, নিগুর্ণ, নির্ব্বিকার হইলেও তিনিই সর্ব্বগুণাধার সর্ব্বশক্তিমান্ এবং অদ্বিতীয় জগৎকর্ত্তা। এই অনন্ত বিশ্ব তাঁহারই শক্তিতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহারই শরীর সদৃশ। স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক, পৃথিবী কটিদেশ এবং অধস্তন পাতাল তাঁহার পদ স্থানীয়। সেই অনন্তদেব, পরব্রহ্মের চারি প্রকার অবস্থা আছে;—নিগুর্ণ, নির্ব্বিকার ভাব প্রথম স্বরূপ; হিরণ্যগর্ভ ভাব দ্বিতীয় অবস্থা বা স্বরূপ; বিরাট অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং মৃত্তিকা তাঁহার তৃতীয় স্বরূপ বা আকৃতি; ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্ত্তা) বিষ্ণু (পালন কর্ত্তা) এবং রুদ্র (সংহার কর্ত্তা) তাঁহারই চতুর্থ স্বরূপ বা আকৃতি।

এই অনন্ত বিশ্ব এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষের শক্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহারই শক্তিতে প্রতিপালিত হইতেছে। সেই সর্ব্বশক্তিমানের “শক্তিই”—হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে প্রকাশ পাইয়া অসংখ্য জগৎ উৎপন্ন ও লয় করিতেছে। তিনি নিগুর্ণ নির্ব্বিশেষ হইলেও যখন তিনি স্রষ্টা বা জগৎপ্রতিপালক, যখনই তাঁহার সৃষ্টি স্থিতি ও লয়াদি কার্য্য দেখিব তখনই মনে করিব তিনি সাকার, তিনি রূপ ধারণ করিয়াছেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিগণও সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্ত্তাকে সাকার এবং সকলের

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার।

মূল কারণ ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্গুণ এবং বাক্যমনের অগোচর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা "অশব্দ-মস্পর্শ-মরূপ-মব্যয়ং" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ব্রহ্ম সমস্ত বাক্যের অতীত, কোন বাক্যই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না এজন্য ব্রহ্ম অশব্দ; কোন ইন্দ্রিয়ই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না এজন্য ব্রহ্ম অস্পর্শ; তিনি সর্ব্বপ্রকার রূপবিহীন কিন্তু অব্যয় অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ।

শ্রুতিঃ সকল সেই ব্রহ্মই পুনশ্চ সৃষ্ট্যাদির সময় সগুণ বা সাকার রূপ-ধারণ করেন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"অধ্যস্ত রূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব"
॥২১॥ সাঙ্খ্য দর্শনম্। ৪র্থ অধ্যায়ঃ।

ইহার ভাষ্য যথা—ননুসগুণোপাসনায়া অপি জ্ঞানহেতুত্ব শ্রবণাৎ তত এব জ্ঞানং ভবিষ্যতি কিমর্থং দুষ্করসূক্ষ্মযোগচর্চ্চা ইতি তত্রাহ। অধস্তরূপৈঃ পুরুষাণাং ব্রহ্ম-বিষ্ণুহরাদীনাং উপাসনাৎ, পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি-ক্রমেণ সত্বশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাননিষ্পত্তিঃ; ন তু সাক্ষাৎ। যথা—যাজ্ঞি-কানামিত্যর্থঃ॥

যখন স-গুণ ঈশ্বর উপাসনাতেই মুক্তি হয়,—তখন দুষ্কর যোগানুষ্ঠানের আবশ্যকতা কি? সাঙ্খ্যকর্ত্তা তদুত্তরে বলিতেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহা-দেবাদি, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় যজ্ঞকারিগণের ন্যায় ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় তৎপরে ঐ সমস্ত পুরুষের নিকট জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া উপাসক, মোক্ষলাভ করিতে পারেন সত্য কিন্তু যখন ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিয়াও জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই এমতাবস্থায় এই মনুষ্যলোকে থাকিয়াই জ্ঞান লাভের জন্য যোগানুষ্ঠান করা বুদ্ধিমান সাধকের কর্ত্তব্য।

(২) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদীয় দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাষ্যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"প্রথমং মায়িরূপেণাবতিষ্ঠতে ব্রহ্ম
স পুন মূর্ত্তিরূপেণ ত্রিধাবতিষ্ঠতে।
তেন চ রূপেণ সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মাদি কার্য্যং করোতি।"

অর্থাৎ যখন সৃষ্টি থাকে না তখন ব্রহ্ম কেবল স্বীয় মায়াকে (জগৎসৃজন শক্তিকে) অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন ; তখন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু কিছুই থাকে না ; সকলই সেই "পরম-ব্যোম কারণে" লীন হইয়া যায়। সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পুনশ্চ সৃষ্টির প্রথমে স্বীয় অনির্ব্বচনীয়-শক্তি-প্রভাবে সৃষ্টিকর্ত্তা (ব্রহ্মা) ; পালনকর্ত্তা (বিষ্ণু) ; এবং সংহারকর্ত্তা (রুদ্র) এই ত্রিবিধ দিব্যরূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। এক্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরব্রহ্মের সাকারত্ব এবং ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখা যাক্।

"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭॥ গীতা (১৪অ)

যেমন সূর্য্যমণ্ডল কেবল প্রকাশের ঘনতাপ্রযুক্ত মূর্ত্তিমান দেখা যায় সেইরূপ আমিই ঘনীভূত ব্রহ্ম, নিত্যমুক্তির ও সনাতন ধর্ম্মের এবং নিত্যসুখের প্রতিমূর্ত্তি (অর্থাৎ প্রতিমা) স্বরূপ।

তেজ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও ঘনতা প্রযুক্ত সূর্য্যমণ্ডলে বা অগ্নিতে যেমন তাহার প্রকাশ দেখা যায় সেইরূপ শুদ্ধ সাত্বিক কলেবর—আমাতে ব্রহ্মের সমস্ত গুণ ও ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তিমানরূপে বর্ত্তমান আছে ॥ ২৭ ॥

"অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥
যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহং ॥৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" ॥৮॥

গীতা (৪র্থ অধ্যায়)

মহাত্মা শ্রীধরস্বামীকৃত গীতা ভাষ্যানুসারে এইসকল শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ "আমি জন্ম মৃত্যু ও পুণ্য পাপ রহিত এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়াও আপন মায়া বশতঃ স্বীয় সত্ত্ব স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান, বল,

পরাক্রমাদির সহিত ইচ্ছাধীন শরীর ধারণ করি। হে অর্জ্জুন, যে যে সময়ে ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয় সেই সেই কালে আমি আপনিই আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। সাধু প্রতিপালন ও দুষ্ট দমন করিয়া সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।”

অনেক কথা পড়িলাম, তর্ক ভিন্ন মীমাংসা খুঁজিয়া পাইলাম না, শান্তি, প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান কিছুই পাইলাম না; পাঠকগণ বোধ হয় এই বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তার উপরে নিতান্ত হতশ্রদ্ধ হইবেন, কি করি ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে বৃদ্ধ মুনিগণের বাক্যেই মত দিলাম এবং বুঝিলাম “জগত-প্রতিপালক”—জগদীশ্বর সাকার সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোকবাসী কমলাপতি বিষ্ণু; তিনি চতুর্ভুজ, উজ্জ্বল, নবনীরদ বরণ, তাঁহার পরিধানে দিব্য পীতবসন এবং সর্ব্বাঙ্গ নানারূপ দিব্য ভূষণে বিভূষিত। তিনি প্রেমময় তাঁহার মূর্ত্তি স্মরণ করিলেও ভক্তের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়; সেই সুচারু চিত্র, যাঁহার চিত্রপটে একবার, অঙ্কিত হইয়াছে, এই দুঃখময় সংসারে তাঁহাকে আর আসিতে হয় না। এই পরম কারুণিক মহিমাময় পুরুষই পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে, অগ্নি, হস্তিপদতল, সমুদ্র আরও অনেকানেক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাৎসল্য ভাবে ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, এই পুরাণ পুরুষই বালক ধ্রুবকে বন মধ্যে দেখা দিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন; এই আদিদেবই সনক, ও নারদাদি ঋষিগণের আরাধ্য দেবতা; এই দয়াময় বিষ্ণুই লোক শিক্ষা ও সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিবার জন্য সময় সময় মানব শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। ইনিই রামায়ণের নায়ক রাম এবং মহাভারতের মূল শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, প্রেম, জ্ঞান প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ গুণগুলির এইরূপ অলৌকিক সামঞ্জস্য ছিল যে, ঐরূপ আদর্শ চরিত্র সমগ্র পৃথিবীতে অপর একটী দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবনে নন্দ ও যশোমতির স্নেহের মূর্ত্তিস্বরূপ, যশোমতির নবনীত চোর গোপাল, জীবনের এক মাত্র সম্বল। পিতা নন্দের আদর্শ পুত্র ও জীবনের জীবন। শ্রীদাম, সুদাম রাখালগণের রাখাল রাজা ভাই। প্রেমার্থিনী গোপিগণের রসিক রসময় প্রেমময় আদর্শ উপাস্যদেব; যাঁহার সহবাসে তাঁহারা জীবিতা ও বিরহে

মৃতা হন। প্রেমময়ী রাধিকা ঐ আদর্শ-মানবদেহ ধারী ঈশ্বরের, আদর্শ ভক্তির প্রতিমা। যশোদার ঐ নবনীত চোর বালক কৃষ্ণই পূতনা, বকাসুর, প্রভৃতি দৈত্যগণের কালান্তক কাল। গোপিগণের সেই রসিক রসময়ই কেশী, কংস, জরাসন্ধ শিশুপাল, প্রভৃতি মহা পরাক্রান্ত রাজগণের সাক্ষাৎ মৃত্যু। শ্রীদাম সুদামের সেই রাখাল রাজা ভাইই, ভীষণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান অধ্যক্ষ, কুরুসভায় বিপন্না দ্রৌপদীর লজ্জানিবারক ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপ। রাজা যুধিষ্টিরের কখন তিনি পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা কখনও পরম নীতিজ্ঞ মন্ত্রী কখন বা মোক্ষ ধর্ম্মোপদেশক পরম কারুণিক গুরু। অর্জ্জুনের তিনি কখন সখা, কখন সারথী, কখন বা নিষ্কাম-ধর্ম্ম শিক্ষা-দাতা ইষ্টদেব। শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ঐশিক গুণ, অন্যান্য পুরুষাপেক্ষা পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল এজন্য তিনি পরব্রহ্মের মূর্ত্তিমান প্রতিমা বা পূর্ণাবতার। তাঁহার তুল্য বিশুদ্ধ-সত্ব, বীর্য্যবান পুরুষ দ্বিতীয় দেখা যায় না এজন্য তিনি পুরুষোত্তম বা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

এই সৃষ্টিতে যেসকল দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, মানব, জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইতিহাসে কি ধর্ম্মশাস্ত্রে যাঁহাদের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তৎসমস্তেরই জীবন ভিন্ন ভিন্ন। এ সংসারে এক আকৃতি ও এক প্রকৃতির দুইটী পুরুষ নাই এবং হইতে ও পারে না।

কোন কোন জীবে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য পূর্ণ মাত্রায় দেখা যায় যথা শুকদেব, নারদ, কপিল, বেদব্যাস, বুদ্ধদেবাদি মহাত্মাগণের জীবনে। কোন কোন জীবে বল, বীর্য্য, পরাক্রমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয় যথা রাবণ, কংশ জরাসন্ধ শিশুপাল দুর্য্যোধন প্রভৃতির জীবনে। কোন কোন জীবনে বা ধর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলির সবিশেষ বিকাশ দেখা যায় যথা নহুষ যযাতি, রঘু, নল, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জ্জুন প্রভৃতির জীবনে। "এই মহাত্মাগণের জীবনে ঐ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ গুণ সকল এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল যে ইহাঁরা পরাক্রান্ত রাজা হইয়াও অনায়াসে সর্ব্ব-বিষয় ভোগ ত্যাগ করিয়া বনে বনে সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনাতিপাত করিতে পারিয়াছেন। ইহাঁরা প্রবীন যোদ্ধা হইয়াও বেদ-বেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন এবং বিষয় সুখে পরিবেষ্টিত হইয়াও

জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী। কিন্তু এই সকল মহাত্মার চরিত্রাপেক্ষা ও আর্য্য-শাস্ত্রে আব একজন মহাপুরুষের চরিত্রের বর্ণনা দেখা যায় যে চরিত্রের আলোর নিকট পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের জীবনদীপ হীন-প্রভ হইয়া পড়ে; যাঁহার জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য দেখিলে উল্লেখিত মহাত্মাগণের জীবনের মাহাত্ম্য কমিয়া যায়। যাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী নারদাদি মহর্ষিগণও পূজা করিয়াছেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির, ভীষ্ম এবং অর্জ্জুন যাহার উপাসক মাত্র।" চলুন পাঠকগণ একবার সেই বিমল কৃষ্ণ চরিত্রের উজ্জ্বল আলো যাইয়া দর্শন করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

কৃষ্ণপক্ষ শুভ অষ্টমী তিথিতে রজনী দুই প্রহরের সময়,ভুবন মঙ্গলকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেবী দৈবকীর গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইলেন। মাতা দৈবকী কংস ভয়ে ভীত ছিলেন; ভুবনমোহনও ভক্তগণের একান্ত আশ্রয় ভগবান্, পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেও অধিক আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না। একবার সুকোমল পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হন; তৎক্ষণাৎই অহো! কিরূপে দুষ্ট কংসের হস্তে এইরূপ অমূল্য রত্নকে সমর্পণ করিব এই ভাবিয়া কান্দিতে আরম্ভ করেন বস্তুতঃ তিনি শোকে ও আহ্লাদে একবারে অভিভূত হইতে লাগিলেন। এদিকে পিতা বসুদেব জ্ঞাননেত্রে অবলোকন করিলেন—বালক চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী তাঁহার গলদেশে জ্যোতির্ম্ময়, কৌস্তভ মণি দোলিতেছে; পরিধানে পীত বসন মস্তকে অত্যুজ্জ্বল দিব্য কিরীট এবং সর্ব্বাঙ্গ অনেকানেক দিব্যাভরণে

সুচারুরূপে অলঙ্কৃত। বসুদেব, পুত্রের এই অলৌকিক রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং প্রেমে পুলকিত হইয়া বালককে বিষ্ণু মনে করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বিবিধ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন—হে প্রভু! তুমি প্রকৃতির পরপারে অবস্থান করিয়াও তোমার অজ্ঞান পুত্রগণকে শিক্ষা ও জগতে সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত সময় সময় প্রাকৃতিক দেহ ধারণ করিয়া থাক; তুমি কি উদ্দেশে কোন্ কার্য্য করিতেছ তাহা এক মাত্র তোমারই বিদিত আছে অন্যের তাহা জানিবার শক্তি কোথায়? তুমি কেবল অনুভব ও জ্ঞান নেত্রেরই দৃষ্টিগোচর হও তোমার এই পরমরূপ জ্ঞানী ও ভক্তগণ ভিন্ন অন্যের দৃষ্টিপথের অগোচর। তোমার জগৎ সৃজন বাসনা কিছু কালের নিমিত্ত ক্ষান্ত থাকিলে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একবারে লয় হইয়া যায় সেই সময় তুমিই "শেষ" সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া একামাত্র অবস্থান কর। তুমি সমস্ত শক্তির আধার, সমস্ত বিশ্ব তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। তোমার ভক্তগণ এই সমস্ত অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের বিষয় আলোচনা করিয়া সর্ব্বদা অতুলানন্দে ভাসিতে থাকেন। *

বসুদেব এবং দৈবকী জ্ঞান দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ দর্শন করিলেন উহা সাধারণের দৃশ্য নহে তথাপি তাঁহারা কৃষ্ণের মায়ায় আত্ম বিস্মৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন "হে প্রভু! কংস দূত যেন তোমার এই পরম রূপ দর্শন না করে তাহারা এরূপ দেখিলে নিশ্চয়ই তোমাকে হিংসা করিবে। সর্ব্ব-শক্তি-সম্পন্ন যোগেশ্বর কৃষ্ণ মাতা পিতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন পিত! আমার এই অমানুষিকরূপ সকলে দেখিতে পাইবে না তাহারা আমাকে সামান্য বালকের ন্যায়ই দেখিবে অতএব আপনি সেই জন্য ভীত না হইয়া আমার বাক্যানুসারে একটি কার্য্য সম্পাদন করুন। আমার মায়া প্রভাবে কংসের অনুচরগণ সকলই এখন নিদ্রিত হইয়াছে এবং আপনার হস্ত পদাদির শৃঙ্খলও খুলিয়া গিয়াছে আপনি হস্ত দেওয়া মাত্র

মহাভারত হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ঊনশষ্টিতম অধ্যায়; ভাগবত দশম স্কন্দ দ্রষ্টব্য।

* মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগতের প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র, ও গদা পদ্মাদি ধারী——দেখিতে পাই। ভাগবৎ ৩ স্কন্ধ ২ অধ্যায়ে মহাত্মা

লোহার কপাট সমস্ত নিজে মুক্ত হইবে। আপনি অবিলম্বে আমাকে ব্রজপুর নিবাসী গোপগণের রাজা নন্দেরপত্নী অদ্য এক কন্যা প্রসবকরিয়াছেন সেই সূতিকাগৃহে রক্ষা করিয়া উক্ত কন্যাকে মাতা দৈবকীর নিকট অর্পণ করুন। নবপ্রসূত বালকের এই অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণকরতঃ বসুদেব ভাল মন্দ বিচার না করিয়া কৃষ্ণের বাক্যানুসারে তাঁহাকে ক্রোড়ে করতঃ রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন। অতঃপর নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন গোপ ও গোপিগণ সকলেই কৃষ্ণের যোগমায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন। কৃষ্ণকে যশোদার পার্শ্বদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক যশোমতি-প্রসূতা কন্যাকে দৈবকীর নিকট সমর্পণ করিলেন।

এদিকে কংসের দ্বাররক্ষকগণ জাগ্রত হইয়া দৈবকীর সূতিকাগৃহে কন্যার রোদনধ্বনী শ্রবণ করিয়া সত্বরে রাজ সমীপে নিবেদন করিল; কংস ব্যাকুল চিত্তে আদেশ করিলেন হে অনুচরগণ! প্রসূত শিশুকে শীঘ্র আনয়ন কর। অনন্তর দৈবকী করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কংসকে কহিতে লাগিলেন হে ভ্রাতঃ! আমি শুনিয়াছি আমার অষ্টম গর্ভের পুত্র হইতেই আপনার মৃত্যুভয় কিন্তু এই কন্যা হইতে ভয়ের কারণ কি? হে ভ্রাতঃ এই অনাথা ভগ্নীকে এই সর্ব্বশেষ কন্যা সন্তানটী ভিক্ষা দিতে সম্মত হউন। কংস তাহাতে

উদ্ধব, বিদুরের নিকট, শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বরণ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেন, তাহাতেও চতুর্ভুজ মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। গীতার ১১ দশ অধ্যায়েও মহাত্মা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ উপসংহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বৃন্দাবন লীলার বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ ছিলেন, অতএব এইরূপ মতভেদের কারণ কি? তদুত্তরে বলিতে চাহি যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ "লীলাময়।" যোগিগণ যেমন ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ করিতে পারেন শ্রীকৃষ্ণের ও "শরীর ধারণ" ঐরূপই জানিবে। শ্রীকৃষ্ণের শরীর যে "লীলাময়" ছিল তাহার প্রমাণ এই যে, ঐ শরীর এক সময়ে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ কখন কখন দ্বিভুজ, কখন বা চতুর্ভুজরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যে ভক্ত তাঁহাকে যে ভাবে চিন্তা করেন তিনি সেই ভাবেই তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হন।

কর্ণপাত না করিয়া কন্যাটীকে গ্রহণকরতঃ সজোরে ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিলেন পরে তাহাকে পাষাণোপরি নিক্ষেপ করার উপক্রম করিবামাত্র ঐ বালিকা কংসের হস্ত হইতে ঊর্দ্ধে গমন করিল এবং সহসা অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রে নির্ব্বোধ! আমি এক্ষণেই তোরে পাপের শাস্তি প্রদান করিতাম কিন্তু তুই আমার বধ্য নহিস, তোর বিনাশকর্ত্তা নন্দালয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন। এই বলিয়া দেবী আকাশে লীন হইলেন। কংস পরদিবস সমস্ত মন্ত্রিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন হে অমাত্যগণ! আমি দৈববাণী শুনিয়াছি যে, আমার শত্রু, ব্রজপুরস্থ নন্দগোপগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব তাহার বিনাশের জন্য দৈত্যগণ প্রেরিত হউক অমাত্যগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া নন্দালয়ে দৈত্যগণকে প্রেরণ করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে গোপরাজপত্নী যশোদা, নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া দেখিলেন এক পরম রূপবান্ অনেক দিব্য চিহ্নধারী পুত্র, সূতিকা গৃহ আলো করিয়া শোভা পাইতেছে। তাঁহার শরীরের জ্যোতি এরূপ প্রভাযুক্ত যে, ঐ জ্যোতিতে গৃহস্থ প্রদীপ যেন নির্ব্বাপিতের ন্যায় হইয়াছে। বালকের রূপ দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। গোপরাজ নন্দ, ঐ মঙ্গলদায়িনী রজনী সুপ্রভাত হইবামাত্র পুত্র-মুখাবলোকন ও পুত্রের জাতকর্ম্মাদি যথাবিধি সমাপন করিয়া সমস্ত ব্রজবাসীর সহিত আনন্দস্রোতে ভাসিতেলাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেবের আদেশানুসারে পুরোহিত গর্গ, ব্রজধামে গমন করিয়া বালকের সমস্ত অবয়ব নিরীক্ষণ করতঃ যোগ—প্রভাবে প্রত্যক্ষ করিলেন যে, আদিপুরুষ সৃষ্টি সামঞ্জস্য ও সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যোগমায়া সমাশ্রয় পূর্ব্বক লীলাময় তনু ধারণ করিয়াছেন। যিনি ত্রিলোকীর বর্ণাশ্রম ও নামদাতা, মহাত্মা গর্গ বহুপুণ্যবলে আজ তাঁহার নামকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্ব সুখাস্পদ সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষের পরমমঙ্গলময় "কৃষ্ণ"* নামটী এক মাত্র উপযোগী বিবেচনা করিয়া বালককে ঐ সর্ব্ব পাপ বিনাশক নামে অভিহিত করিলেন।

---

* "কৃষ্ণ,"—কৃষির্ভূর্বাচ্যকঃ শব্দো "ণশ্চ" নির্বৃত্তি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরব্রহ্ম "কৃষ্ণ" "ইত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ কৃষ—সংসার; 'ণ'—মুক্তি; যিনি

শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দৈত্যপতি কংস, পূতনা নামক এক নিশাচরীকে নন্দালয়ে প্রেরণ করিলেন। কাম-চারিণী পূতনার আয়ুঃশেষ হইলে ঐ নীচাশয়া দৈত্যস্ত্রী, নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া মিষ্ট বাক্যে যশোদাকে কহিলেন অয়ি যশোদে! শুনিলাম তোমার একটী পরম রূপবান্ পুত্র জন্মিয়াছে; আমি চিরকালই তোমার হিত-কামনা করিয়া থাকি তাই অদ্য তোমার পুত্রকে দেখিতে আসিলাম। হে ভগ্নি! কোথায় তোমার সেই সুকুমার পুত্রটী কোথায়? যশোদা পূতনার দূরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে তাহার ক্রোড়ে দিলেন। পূতনা স্বীয় দুষ্ট অভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার মানসে বাহিরে অত্যন্ত আদর দেখাইয়া স্ত্রী স্বভাবানুসারে বিষাক্ত স্তন কৃষ্ণের মুখে সমর্পণ করিল। শমনেরও শাসনকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ, মহারোষে পূতনার দুগ্ধপানছলে প্রথমতঃ বিষ পরে স্তনের দুগ্ধ অবশেষে রক্ত শোষণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। পূতনা দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া "ছাড়্ ছাড়্" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না, অনন্তর পূতনার সমস্ত রক্ত আকর্ষণ করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন। যশোদা প্রভৃতি গোপরমণিগণ; বালক কৃষ্ণ ও নিশাচরীর ঐ অদ্ভুত ও অতি-মানুষ কার্য্য দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন কিন্তু উহার তাৎপর্য্য কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

নিশাচরী পূতনা এইরূপে নিহতা হইলে দুর্ম্মতি কংস ঐ বার্ত্তা শুনিয়া শকট নামক দৈত্যকে নন্দালয়ে পাঠাইলেন। শ্রীকৃষ্ণও সাতাস দিন বয়ঃক্রমের সময়েই ঐ মহা পরাক্রান্ত দৈত্যকে এক পদাঘাতে নিহত করিয়া কংসের প্রয়াস বিফল করিলেন।

এইরূপে কংস প্রেরিত দৈত্যগণ নিহত হইলে ব্রজবাসিগণের হর্ষ ও

জীবকে সংসার হইতে মুক্ত করেন তিনিই "কৃষ্ণ"। (২) কৃষ্—কলুষ ণ—বহ্নি; যিনি বহ্নির ন্যায় পাপ দহন করেন তিনিই কৃষ্ণ। (৩) কৃষিশ্চ পরমানন্দঃ 'ণ'শ্চ তদ্দাস্য কর্ম্মণি, যিনি আনন্দ ও তাঁহার দাস্য প্রদান করেন তিনিই কৃষ্ণ। (৪) কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ কালরূপেণ যঃ স "কৃষ্ণঃ"। যিনি কালরূপে সমস্ত জগৎকে আকর্ষণ করেন (বা লয় করেন) তিনিই কৃষ্ণ।

বিস্ময় বৃদ্ধির সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে উভয় ভ্রাতা জানুগমনের উপযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, সাহস, পরাক্রমের কিছুই বিভিন্নতা রহিল না। তাঁহারা কখন ভস্ম, কখন বা গোময়, কখন ধূলি, কখন বা কর্দ্দম শরীরে মাখিয়া অপরাপর বালকের ন্যায় বিবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ঐ ক্রীড়া দর্শনে রোহিণী ও যশোমতী অত্যন্ত আনন্দানুভব করিলেও দুর্জ্জয় বালকদ্বয়ের উপদ্রবে সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে নিরতিশয় অস্থির হইতে হইল। প্রতিবাসিগণ সান্ত্বনা করিলেও সর্ব্বজনপ্রিয় ঐ ভয়বিহীন বালকদ্বয় সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া পরম কৌতুকে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কোমল-মতি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ক্রমে এরূপ দুর্নিবার হইয়া উঠিলেন যে, মাতা পিতা বহু যত্ন করিয়াও তাঁহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে যশোমতী একদিন ক্রোধান্বিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা এক উদুখলের সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া গৃহকার্য্যে স্থানান্তরে গমন করিলেন। অতুল্য বীর্য্যবান্ কৃষ্ণ, বাল্যলীলা প্রচার ও গোপগণকে স্বীয় মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতেই যেন ঐ সুবৃহৎ কাষ্ঠযন্ত্রকে এরূপ সবলে আকর্ষণ করিলেন যে, উহা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই গমন করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ ঐ কাষ্ঠযন্ত্রসহ গমন করিলে উহা যমলার্জ্জুন নামক অতি প্রকাণ্ড দুই বৃক্ষ মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া ভগবান্ বালক-সুলভ ক্রোধ প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ পথরুদ্ধকারী বৃক্ষদ্বয়কে শত্রুর ন্যায় গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে এরূপ আকর্ষণ করিলেন যে, তাহারা ছিন্নমূল ও ভয়ঙ্কর শব্দ করতঃ মৃত্তিকাশায়ী হইল। ক্রীড়াপরায়ণ নারায়ণ, তদ্দর্শনে আরও অধিকতর আনন্দিত হইয়া—বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক করতালির সহিত হাস্য করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কতিপয় ব্রজমহিলা, যমুনাতীরে গমন করিতে ছিলেন তাঁহারা কৃষ্ণকে তদবস্থ দেখিয়া ভয় ও বিহ্বলের সহিত সত্বর যশোদার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন অয়ি যশোমতি! শীঘ্র আগমন কর। তোমার কৃষ্ণ অদ্য ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। বৃন্দাবনে যে যমলার্জ্জুন নামে দুই প্রাচীন বৃক্ষ ছিল অকস্মাৎ তাহারা ছিন্নমূল হইয়া তোমার পুত্রের গাত্রে নিপতিত হইয়াছে।

পূতনা ও শকট বধ।

আহা! বাছা যেন রজ্জুবদ্ধ অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আপন ভাবে আপনিই হাসিতেছে।

গোপিগণের মুখে এইরূপ বিপদের কথা শুনিয়া যশোদা ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। অনন্তর আলুলায়িত কেশে হাহাকার করিতে করিতে যমলার্জ্জুন তলে উপনীত হইয়া দেখিলেন সেই প্রকাণ্ড তরুদ্বয় বহুদূর আচ্ছাদিত করিয়া বীর-পুরুষের ন্যায় ধরাশয়ন করিয়াছে এবং কৃষ্ণ সেই বিটপীদ্বয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভয়ে হাসিতেছেন। বৃক্ষ পতনের শব্দ শুনিয়া সভয়ান্তঃকরণ গোপগণ সত্বর শব্দোদ্দেশে প্রধাবিত হইল। গোপ ও গোপিগণ বৃক্ষদ্বয়কে নিপতিত ও কৃষ্ণকে তন্মধ্যগত অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল ঝড়, বৃষ্টি বা অন্য কোন উপদ্রবই দেখিতেছি না কিরূপে কাহার কর্ত্তৃক এই অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল? সামান্য-বুদ্ধি-গোপগণ চক্রপাণির চক্র বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বন্ধন মোচন পূর্ব্বক গোপরাজ নন্দকে অগ্রে করিয়া স্ব স্ব গৃহেরদিকে প্রতিগমন করিল। (*)

ইহার পর মহামতী নন্দ, অবকাশ মতে সমস্ত গোপগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—হে গোপবৃন্দ এই ব্রজধামে ক্রমে যেরূপ উৎপাৎ আরম্ভ হইল ইহাতে এস্থলে বাসকরা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না; চল আমরা, নানা প্রকার কুঞ্জ-নিকুঞ্জ-পরিশোভিত-বন, উপবন যাহার চতুর্দ্দিকে বিরাজিত রহিয়াছে, যে স্থানে স্বর্গের নন্দন-কাননের ন্যায় বসন্ত ঋতু, সদাকাল বিরাজ করিতেছে, যে বনে গমন করিবা মাত্র স্বর্গীয় ভাব আপনা আপনিই হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে, যেস্থানের বায়ু কখনই দূষিত হয় না ও বিহগগণ যেস্থানে সর্ব্বদাই মধুর ধ্বনী করিতেছে, যে স্থান স্বর্গের ন্যায় সহজ সুখে পূর্ণ বলিয়া মনে হয়, যে স্থানে নব নব তৃণাবৃত মাঠ সকল প্রেমিকের হৃদয়ে পবিত্র সুখ উদ্দীপিত করে, পবিত্র সলিলা যমুনানদী যাহার বক্ষদেশ প্লাবিত করিতেছে, চল আমরা সেই বৃন্দাবনে গমন করি। সেই পরমশান্তিময়, অতি মনোরম বৃন্দাবনই আমাদিগের বাসের

(*) মহাভারত হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়। শ্রীমদ্ভাগবৎ দশমস্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

উপযুক্ত স্থান। হে গোপগণ!—তোমরা সত্বর প্রস্তুত হও। অধিককাল বিলম্ব না করিয়া আগামী কল্যই আমরা আপন আপন গো,ধন ও পরিবার বর্গ সঙ্গে করিয়া সুখময় বৃন্দাবনে গমন করিব।

গোপগণের ঘরে ঘরে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সমস্ত ব্রজপুরবাসী নরনারী স্ব স্ব ধন ধান্য খাদ্যজাত ও গো প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণসঙ্গে মহানন্দে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অধিক বিলম্ব না করিয়া সকলেই উৎসাহের সহিত সুদীর্ঘ পথ গমন করিতে লাগিল। গোপরাজ নন্দও সমস্ত রাজকোষ এবং কৃষ্ণ, বলরামকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে গমন করিলেন। প্রত্যুত জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইতে হইলেও কৃষ্ণসহগামী কোন ব্যক্তিকেই দুঃখিত হইতে দেখা গেল না। তাঁহারা আনন্দময়ের সহিত আনন্দ করিতে করিতেই গমন করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ব্রজবাসিগণ আপনাপন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলেন। পরম পবিত্র ব্রজধাম স্বর্গতুল্য হইলেও বৃন্দাবনের মনোহর নূতন নূতন দৃশ্যসকল গোপ গোপিগণের হৃদয় হইতে ব্রজের স্মৃতি একবারে লুপ্ত করিয়া দিল। স্বর্গত্যাগী কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ গমন করিলে যেমন তাঁহার দুঃখ না হইয়া পরন্তু সুখই হইয়া থাকে, ব্রজবাসিগণের পক্ষেও সেইরূপই ঘটিল।

লীলাময় দামোদর ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ এবং রাখালগণকে সঙ্গে করিয়া রমণীয় বৃন্দারণ্যে নূতন নূতন লীলার অবতারণা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রীড়া কৌতুকে দিন যাইতেছে ইতিমধ্যে একদিন বনমালী বন ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনাপুলিনের অনতিদূরে বহুযোজন বিস্তৃত নির্ম্মল-জলপূর্ণ, সাগরের ন্যায় নিশ্চল ও প্রশান্ত, এক হ্রদ দেখিতে পাইলেন। হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ নীচ তমাল, তাল, হিন্তাল, বট, অশ্বথ, কদম্ব, পলাশ প্রভৃতি বনস্পতিগণ নৃপালয়ের চতুর্দ্দিকস্থ প্রহরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ হ্রদের তীর-ভূমি বিবিধ কুঞ্জ ও লতাময়ী বনস্থলী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন কুঞ্জবিহারী শ্রীহরির বিহারের জন্যই বিধাতা উহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হ্রদ একান্ত চিত্তরঞ্জক হইলেও দুর্জ্জয় কালিয়নাগের দৌরাত্ম্যে কোন প্রাণীই উহার তীরে গমন করিত না।

কালিয় দমন।

অনন্তর দুষ্ট দমন মধুসূদন কালিয়ের দর্পচূর্ণ করিবার নিমিত্ত ঐ হ্রদ তীরস্থ কোন এক কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং তথা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রশান্ত যমুনাহ্রদের নীলজলে নিপতিত হইলেন। বিশ্বম্ভরের গাত্রাঘাতে হ্রদের সমস্ত জল প্রকম্পিত হইলে দুষ্টমতি কালিয়নাগ ঐ পতন-শব্দ লক্ষ্য করিয়া সত্বর গমনে কৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইল। ক্রীড়াপরায়ণ জনার্দ্দনকে প্রস্ফুটিত নীলপঙ্কজের ন্যায় হ্রদ বক্ষে ভাসিতে দেখিয়া ঐ দুষ্ট নাগ, বিষাক্ত নিশ্বাসাগ্নি নিঃসরণপূর্ব্বক আরও বহুসংখ্যক নাগের সহিত কৃষ্ণাঙ্গ আচ্ছাদন করিল। ভুজঙ্গগণ মহারোষে শ্রীকৃষ্ণকে দংশন ও আকুঞ্চন করিলেও অমিত পরাক্রম ত্রিবিক্রম ক্লান্ত বা বিচলিত হইলেন না। বিশ্বম্ভর অবলীলাক্রমে উহা সহ্য করিয়া অচলের ন্যায় নীল সলিলোপরি ভাসমান রহিলেন।

এ দিকে কৃষ্ণ-সহচরগণ ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ব্যাকুলিত-হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের দিকে দৌড়িতে লাগিল। হায়! আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে দুষ্ট কালিয় ভক্ষণ করিল এইরূপ চীৎকার ধ্বনীতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়া কৃষ্ণসখা গোপবালকগণ, গোপরাজ-ভবনে উপস্থিত হইল। অনন্তর গোপরাজ নন্দ, রাখালগণের মুখে ঐ নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলরাম এবং অন্যান্য গোপগণের সহিত হ্রদতীরে উপনীত হইলেন। অনন্তর নীল সলিলোপরি নীরদবরণ শ্রীকৃষ্ণকে নাগবেষ্টিত ও স্পন্দহীন দর্শনপূর্ব্বক গোপ ও গোপিগণের সহিত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রোহিণী ও যশোদা প্রভৃতি গোপকামিনিগণ উন্মাদিনীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। সকলেই হা কৃষ্ণ! হা বৎস! হায় কি হইল! হে ব্রজ-জন-জীবন! একবার গাত্রোত্থান কর, কেন ঐরূপ ভাবে শয়ান রহিলে? আমরা ত তোমাকে ঐরূপ দেখিয়া মৃত প্রায় হইয়াছি—একবার উঠ—একবার তীরে আগমন কর। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

"গোপ, গোপিগণ এইরূপ ভয়াকুলচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলে রোহিণী-তনয় হলধর, সঙ্কেত বচনে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ব্রজানন্দবর্দ্ধন! আত্ম মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের এইরূপ প্রশস্ত সময়

পাইয়াও কি নিমিত্ত অবহেলা করিতেছ? বিশেষতঃ গোপগণকে এতাদৃশ শোকাকুল দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত প্রাকৃত বালকের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইতেছ? হে মহাবাহো! শীঘ্র স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া দুরন্ত কালিয়কে দমন কর।" *

রিপু-বিমর্দ্দন জনার্দ্দন ভ্রাতা সঙ্কর্ষণের ঐ সকল যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া দেহ-বেষ্টিত নাগগণকে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং ভুজঙ্গরাজ কালিয়ের সমুন্নত ফণা নিম্নগামী করিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মদগর্ব্বিত কালিয়, দামোদরের ভারে একান্ত কাতর হইয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল। অনন্তর নিতান্ত কাতরতার সহিত এদিক ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিনয়াবনত বদনে যেন কৃষ্ণকে কহিতে লাগিল হে দয়াময়! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি আপনার যোগমায়া প্রভাবে অভিভূত হইয়া আপনাকে চিনিতে পারি নাই। হে দর্পহারিন্! আমার দর্প খর্ব্ব হইয়াছে এক্ষণ ইচ্ছা হইলে এ দাসের জীবন রক্ষা করুন।

শরণাগত বৎসল বাসুদেব, কালিয়ের মনোগতভাব অবগত হইয়া তদুপরি প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর কালিয়কে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন হে কালিয়! তুমি অদ্যই এই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে গমন কর। নাগরাজ কৃষ্ণাদেশ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক নাগগণের সহিত সর্ব্ব-সমক্ষেই সমুদ্রের দিকে গমন করিতে লাগিল।

---

* মহাভারত হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবৎ দশম স্কন্ধ দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণের এই অমানুষিক কার্য্যটী প্রকৃত পক্ষে অমানুষিক নহে, কারণ যোগবলযুক্ত ঋষিগণ ইহা অপেক্ষাও অনেক অদ্ভুত কার্য্য সচরাচর দেখাইয়াছেন। এই লীলাটীতে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের পরিচয় না থাকিলেও অসামান্য যোগবলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এস্থলে বলরামের বাক্যগুলি শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র দেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত হরিবংশ হইতে উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম স্বীয় মাহাত্ম্যের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন। তবে কেবল লোক শিক্ষার জন্য সামান্য বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিয়াছেন মাত্র।

কালিয় দমন।

এইরূপে ভীষণ কালিয়সর্পের ভয় অপনোদন করিয়া ভয়ভঞ্জন নারায়ণ হ্রদের তীরে উত্থিত হইলেন। অনন্তর মাতা পিতা ও অপরাপর গোপ-গোপিগণের আনন্দ ও বিস্ময় জন্মাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

বাল্যক্রীড়ার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ তৃণাবর্ত্ত, বক, ধেনুক, অঘাসুর, প্রলম্ব, শঙ্খচূড়, বৃষ প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া বৃন্দাবন বাসীর শত্রুভয় অপনোদন করিলেন।

শরৎকালে এক দিবস বালক-বেশধারী শ্রীহরি দেখিলেন বৃন্দাবনবাসী গোপগণ ইন্দ্র-মহোৎসবে নিতান্ত প্রমত্ত হইয়া সকলেই দেবরাজের প্রীতির নিমিত্ত দধি দুগ্ধ নবনীত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পূজোপহার যথাসাধ্য আহরণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ, গোপগণের ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়া গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে গোপগণ! তোমরা কোন্ দেবের অর্চ্চনার নিমিত্ত এইরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছ? এই পূজা দ্বারা তোমাদের কি শুভ হইবে এবং এই পূজার অনুষ্ঠান না করিলেই বা ক্ষতি কি? কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া একজন বৃদ্ধ গোপ উত্তর করিল হে বৎস! আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত এ সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তু আহরণ করিয়াছি ইহা তাঁহারই উৎসবে প্রদত্ত হইবে। ইন্দ্র, দেবগণের অধিপতি এবং জলদগণের অদ্বিতীয় অধীশ্বর তাঁহারই অনুগ্রহে পৃথিবীতে যথা সময়ে বৃষ্টি হইয়া থাকে ঐ বৃষ্টি বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা ও ফল, ফুল, তৃণ, শস্যে পরিপূর্ণ করে। দেবরাজের কৃপায়ই আমাদের গাভী সকল মাঠে নব নব ঘাস সকল ভক্ষণ করিয়া আমাদিগকে প্রভূত দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে, কেবল আমরাই যে, দেবরাজকে অর্চ্চনা করি এমত নহে, পরন্তু পৃথিবীস্থ রাজগণ ও সেই বজ্রধারীর মহিমা সবিশেষ অবগত হইয়া নিরন্তর তাঁহার নিমিত্ত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ কহিলেন হে গোপগণ! যে ব্যক্তি যাহা হইতে উপকার প্রাপ্ত হয়, তাহার তাহাকে পূজা করাই কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রই অর্চ্চনীয়, ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্র ও বৈশ্যগণের বাণিজ্যোপকরণই পরম পূজনীয় এবং গোপগণের পক্ষে গো-গণই একান্ত সেব্য সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি একের নিকট হইতে

উপকার প্রাপ্ত হইয়া অন্যের সেবাতৎপর হয়, সেই জ্ঞানহীন ইহকাল কি পরকাল কুত্রাপিও সুখভোগ করিতে পারে না। ইন্দ্র, দেবগণের রাজা দেবগণই তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন, আমরা গোপজাতি আমাদের গোই এক মাত্র ধন অতএব সর্ব্বদা যে দেবতা সেই গো-গণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন আমাদের সেই দেবতার অর্চ্চনা করাই কর্ত্তব্য। দেখ এই গিরিগোবর্দ্ধনের উপত্যকায় আমরা সর্ব্বদা গোচারণ করিয়া থাকি এই গিরিবরও ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর হস্ত হইতে আমাদের গো, বৎসাদিকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, তোমরা এই পরম মিত্র পর্ব্বতদেবের পূজা, পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য দেবরাজের পূজার আয়োজন করিতেছ? যদি আমার উপদেশানুসারে কার্য্যকরা তোমাদের অভিপ্রেত হয় তবে অদ্য হইতে ইন্দ্রের উৎসব পরিত্যাগ করিয়া, পর্ব্বত দেবের উৎসবে প্রবৃত্ত হও। ঐরূপ না করিলে পর্ব্বতরাজ রুষ্ট হইয়া তোমাদের সমস্ত গোধনাদি বিনাশ করিয়া ফেলিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সরল-হৃদয় গোপগণ উত্তর করিল হে বৎস! আমরা তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত এবং কখনও তোমার কথার অন্যথা করিনাই অতএব তুমি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া যাহা অনুমতি করিবে আমরা নিশ্চয়ই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। তোমার বিবেচনায় যদি পর্ব্বত রাজের পূজা করাই কর্ত্তব্য বোধ হয় তবে আমরা অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর কৃষ্ণের আদেশানুসারে গোপগণ ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি দ্বারা আনন্দে পর্ব্বত দেবের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে দেবরাজ অবগত হইলেন যে কৃষ্ণের উপদেশে বৃন্দাবনে তাঁহার অর্চ্চনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুরপতি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য পরীক্ষা করিতে বৈকুণ্ঠোপম বৃন্দাবনে ভয়ানক শিলা, বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীষণ বজ্র সকল হৃদয় বিদারক শব্দ করিয়া নিপতিত এবং প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, বৃক্ষাদি উৎপাটিত করিয়া প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহাপ্রলয়ের আরম্ভে দিক সকল যেরূপ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় বৃন্দাবনও তাদৃক ভয়াবহ উৎপাতে নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। ভয়াকুল গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া একান্ত দীনভাবে কহিতে লাগিলেন হে

গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ।

কৃষ্ণ! ঐ দেখ গাভী ও বৎসগণ এই ভয়ঙ্কর উৎপাতে নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে, ইহারা অনাহারে অবসন্ন হইয়া যেন পরিত্রাণের জন্যই তোমাকে মনে মনে কি বলিতেছে। বালক বালিকাগণ ঐ দেখ উৎকট বজ্রনিনাদ বারংবার শ্রবণ করিয়া চমকিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিতেছে। গোপগণের গৃহাদি বায়ুর প্রচণ্ডবেগে কোথায় উড়িয়া যাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। দেবরাজের অর্চ্চনা পরিত্যাগ করাতেই অধুনা আমরা ঈদৃশ বিপদে পতিত হইয়াছি। হে বৎস! শীঘ্র তোমার আশ্রিত এই গোপগণকে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের ঐরূপ বাৎসল্য পূর্ণ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে গোপগণ! ভয় পরিত্যাগ কর, আমি অবিলম্বে এ বিপদ নিবারণের উপায় বিধান করিতেছি।

গোপগণকে এইরূপে আশ্বস্ত করতঃ ভগবান্ কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনন্তর বহুবিস্তৃত গোবর্দ্ধন গিরিকে সমূলে উৎপাটন করিয়া বাম হস্তে ঊর্দ্ধে ধারণ করিলেন। পরে গোপগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে গোপগণ! তোমরা স্ব স্ব গো, ধন, স্ত্রী, পুত্রাদি লইয়া নির্ভয়ে এই পর্ব্বতের নিম্নে অবস্থান কর। ঝড়, বৃষ্টি হইতে আর কোন রূপ ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা নাই। দেবরাজ সাত দিবস অবিশ্রাম ঐরূপ বর্ষণ করিয়া অবশেষে লজ্জিত ও বিফল মনোরথ হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।

অনন্তর বৃষ্টি-বর্ষণ ও বজ্রপাত ক্ষান্ত হইলে ব্রজবাসিগণ পর্ব্বত নিম্ন হইতে বাহির হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন—কেশবও গিরিবরকে যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া তত্রেত্য বনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

বালক বেশধারী আদি পুরুষের সেই অদ্ভুত ও অতি-দেব পরাক্রম দেখিয়া দেবরাজ প্রফুল্ল মনে লজ্জাবনত বদনে আনন্দময়ের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র কহিলেন হে কেশব! আমি অবিরল বারি ও বজ্র বর্ষণ করিলে, তুমি গিরি গোবর্দ্ধনকে শূন্যে ধারণ পূর্ব্বক বৃন্দাবন রক্ষা করিয়াছ; এই অলৌকিক কার্য্যে ত্রিলোকবাসী সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। তুমি মানব দেহ ধারণ করিয়াও যে স্বীয় ঐশ্বর্য্য কিছুমাত্র পরিত্যাগ কর নাই ইহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইল যে, দেবগণের কার্য্য

অবিলম্বেই সুসিদ্ধ হইবে। তুমি সমগ্র বিশ্বের ভার ধারণ করিয়া রহিয়াছ, এই গোবর্দ্ধন গিরিধারণ তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য জনক নহে। হে আদি দেব! তুমি জন্মগ্রহণ করিলে আমার মনে অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিয়াছিল, যে তুমি সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য লইয়া মানবদেহ ধারণ করিয়াছ কি না? তোমার পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন, প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিয়াও মনের ঐ সন্দেহ দূর করিতে পারি নাই, অদ্য তোমার গোবর্দ্ধন ধারণ কার্য্যে আমার সে সন্দেহ একেবারে দূর হইল। হে নাথ! তুমি সমস্ত দেবগণের আশ্রয়, দেবগণ কংসাদি দৈত্য ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। হে শরণাগত বৎসল! দেবগণ যেন অবিলম্বে দৈত্য ভয় হইতে মুক্ত হন আমি এই অভয় প্রাপ্ত হইতেই তোমার নিকট আসিয়াছি। হে অচ্যুত! তুমি গোলোকের ঈশ্বর। সেই "মহাকাশময় গোলোকধামে" সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাক। হে বাসুদেব! আমার বাঞ্ছা হয়, অদ্য তোমাকে এই বৃন্দাবনের বনময় সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া বিবিধ বন পুষ্পে তোমার ঐ মোহন মূর্ত্তি সুসজ্জিত করি।

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন হে শচীপতে! তুমি যাহা যাহা অভিলাষ কর আমি সর্ব্বদাই তাহা পূর্ণ করিয়া থাকি, কখনও তাহার অন্যথা করি নাই। পরন্তু দেবগণের ভক্তি ডোরে আমি সর্ব্বদাই বদ্ধ আছি এবং কেবল দেব ও ভক্ত মনুষ্যগণের বিপদ উদ্ধার করিতেই জন্মাদি ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকি।

দেবরাজ দয়াময়ের সেই আশ্বাস পূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পবিত্র যমুনা-জলে শ্যামল কলেবর অভিসিঞ্চন করিয়া নানা বর্ণের বনফুলে বনমালীকে সুসজ্জিত করিলেন, অনন্তর প্রেম পুলকিত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন হে পুরুষোত্তম! গোলোক তুল্য এই বৃন্দাবনে আমি যে এইরূপ উৎপাৎ করিলাম, এজন্য আমি তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি, অতএব হে দেব-শরণ! আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করিয়া আমাকে অভয় প্রদান কর।*

---

* প্রেমিক পাঠকগণ! সাধারণ মনুষ্যের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাটী সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া বোধ হইবে কিন্তু রাজসূয়-যজ্ঞের সভায় শিশুপাল এই

ব্রহ্মমোহন।

ভগবান্ কৃষ্ণ কহিলেন হে দেবরাজ! আমি তোমার উপর কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট হইনাই। তুমি নিশ্চিন্ত চিত্তে দেবলোকে গমন কর। তুমি অমরগণকে আশ্বস্ত বাক্যে কহিবে আমি মানবরূপী কংসাদি দৈত্যগণকে বধ করিতে যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটী করিব না, সময় উপস্থিত হইলেই কার্য্যক্ষেত্রে যাহা যাহা করিতে হয় করিব। দেবরাজ, কৃষ্ণের এইরূপ মধুর বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দ হৃদয়ে সুরপুরে প্রস্থান করিলেন। বৃন্দাবন বিহারীও গৃহে গমন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন ভগবান্ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য মায়া প্রভাবে কানন-বিহারী শ্রীহরির সমস্ত ধেনু, বৎস ও রাখালগণকে পর্ব্বত গহ্বরে লুক্কাইয়া রাখিলেন। অনন্তর কিছু কাল বৃন্দারণ্যে অতিবাহিত করিয়া কেশবের ক্রীড়া কৌতুক দর্শনে পরম প্রীত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। গোপবালক সকল এবং অপহৃত গাভী ও বৎসগণ ব্রহ্মার-মায়ায় অচেতন প্রায় হইয়া গিরি গহ্বরে নিদ্রিত রহিল।

এদিকে বনমালী সন্ধ্যা আগত প্রায় দেখিয়া স্বীয় সখা রাখালগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; কেহই উত্তর প্রদান করিল না এবং বৎস ও ধেনু সকলেরও কোনরূপ শব্দাদি শ্রবণ গোচর হইল না। অনন্তর ব্রহ্মাপহৃত রাখাল ও ধেনুগণের দর্শন না পাওয়াতে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন, ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহার ঐশ্বর্য্য পরীক্ষা করিতে রাখাল ও ধেনুগণকে অপহরণ করিয়াছেন। বাসুদেব ব্রহ্মার নিকট গমন বা গহ্বরে মোহিত রাখাল ও গাভিগণকে সচেতন করিলেন না, পরন্তু স্বীয় যোগমায়া প্রভাবে নূতন রাখাল ও ধেনু, বৎস, সৃজন করিয়া পূর্ব্ব মত যথা সময়ে বৃন্দাবনে গমন

বলিয়া ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়াছিলেন যে "হে ভীষ্ম! শ্রীকৃষ্ণ যে বল্মীকপিণ্ড সদৃশ গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাতেই কি তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ" অতএব যখন শত্রু মুখ হইতেও ঐ প্রকার বাক্য বাহির হইয়াছে তখন এই লীলাটী কাল্পনিক নহে, পরন্তু ইহা শ্রীকৃষ্ণের অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন মাত্র।

করিলেন। যোগমায়া প্রসূত রাখাল ও ধেনু বৎসগণের আকৃতি প্রকৃতি পূর্ব্ব গাভী ও রাখালগণের এমত অনুরূপ হইল যে, রাখালগণ আপন আপন মাতা ও বন্ধুগণের নিকট গমন করিলেও কেহই তাঁহাদিগকে মায়া-সৃজিত বলিয়া বোধ করিতে পারিল না। কেশবও পূর্ব্ব মত ঐ সকল যোগমায়া প্রসূত রাখাল ও গাভিগণ সঙ্গে লইয়া আনন্দে গোচারণ করিতে লাগিলেন।*

এইরূপে এক বৎসর অতীত হইলে ভগবান ব্রহ্মা পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। প্রজাপতি দেখিলেন মায়াধীশ হৃষিকেশ ঐ সকল রাখাল ও গাভী লইয়াই পূর্ব্বমত বিহার করিতেছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা বিস্মিত হইয়া পর্ব্বত-গুহার নিকট গমন করতঃ দেখিতে পাইলেন অপহৃত রাখাল ও গাভিগণ মায়া প্রভাবে অচেতন হইয়াই রহিয়াছে, পুনর্ব্বার কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া ঐ সকল রাখাল ও গাভিগণকেই দর্শন করিলেন। বারম্বার এইরূপ যাতায়াত করিয়া তাঁহার মনে হইল যে, আদি পুরুষ স্বীয় অনির্ব্বচনীয় যোগমায়া প্রভাবেই এই অপূর্ব্ব "লীলা" প্রকাশ করিয়াছেন।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা মোহিত গাভী, বৎস ও রাখালগণকে চেতন করিয়া লজ্জা ও বিস্ময়ের সহিত কৃষ্ণ-সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ সকল অপহৃত বস্তু উপহার দিলেন এবং বিবিধ স্তোত্রে বাসুদেবকে প্রসন্ন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

ব্রহ্মার মায়ায় মোহিত—রাখালগণ মনে করিলেন তাঁহারা যেন কিছু কাল নিদ্রিত ছিলেন অনন্তর স্বীয় সখা শ্রীহরিকে ঐ অপরাধ ক্ষমা করিতে

---

* পাঠক মহোদয়গণ! এই লীলাটী শ্রীকৃষ্ণের অতুল্য ঐশ-বিভূতির পরিচয় দিতেছে। যোগিগণেরও যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে ইহা পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদ অধ্যয়ন করিলে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। ইহা আশ্চর্য্যজনক হইলেও অসম্ভব নহে, আমরা যাহা অসম্ভব মনে করি যোগিগণ অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন।

বস্ত্রহরণ।

বারম্বার, অনুরোধ করিয়া—আনন্দে বনে বনে গোচারণ করিতে লাগিলেন।*

---

* বৃন্দাবনে পরম ভক্ত গোপিগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলক্ষণা বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তির যে সমস্ত লীলা প্রকটন করিয়াছেন তন্মধ্যে "বস্ত্রহরণ ও রাসই" প্রসিদ্ধ। এই বস্ত্রহরণ ও রাসের ভাব সকল ব্যক্তি সমানভাবে গ্রহণ করেন না। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে একজন প্রবীণযোদ্ধা, নীতিজ্ঞ পুরুষ বা অতুল্য মহিমা সম্পন্ন "আদর্শ মানব" মনে করেন তিনি কাযে কাযেই এই "বস্ত্র হরণ বা রাস"কে কৃষ্ণ চরিত্রের কলঙ্ক মনে করিবেন। যদি,তিনি বলেন তাঁহার আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কখনই ঐরূপ কার্য্য করেন নাই উহা ভাগবৎ কর্ত্তার মিথ্যা কল্পনা মাত্র তবে তৎপক্ষে সমস্ত বিবাদই মিটিয়া যায়। যিনি কৃষ্ণকে পরম পবিত্র, পরম দয়াল সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহার নিকটও এই দুইটী লীলা ভাল বোধ হয় না তিনি হয় ত মনে করিবেন ঈশ্বর কি পরস্ত্রীকে বিবসনা দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন? কখনই নহে। এজন্য তাহার পক্ষেও এই দুইটী লীলা অলীক বলিয়া প্রতীত হইবে। যিনি বিষ্ণুপরায়ণ ব্রহ্মচারী, সংযত স্বভাব, গৃহী বা সন্যাসী তিনিও বোধ করি এই দুইটী লীলাকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে স্থান দিতে চহিবেন না। তিনি স্ত্রী দেখিলেই ভীত হন, স্ত্রী সঙ্গ বিষময় মনে করেন কাযে কাযেই তাঁহার উপাস্য দেবের গোপিগণ লইয়া লীলাখেলা ভাল বোধ করিবেন কেন? তবে তিনি বৈষ্ণব এবং ভক্ত এজন্য মহাভারত ও ভাগবতের কথা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাকে ঐ দুইটী লীলার সামঞ্জস্য করিবার জন্য উপায় খুঁজিতে হইল; অধিক পরিশ্রম করিতে না করিতেই "নব্য শাস্ত্র ব্যাখ্যার" অনুগ্রহে আবিষ্কার করিলেন যে বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা প্রকৃত নহে উহা "আধ্যাত্মিক।" সরল বিশ্বাসী ভক্ত, এবার পরাস্ত হইলেন। অনুরাগী ভক্তগণের আর একটী কথা বলিবারও সুযোগ রহিল না। অবশেষে যিনি সমস্ত পুরাণ ও বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও স্বীয় সাধন-বলে ঐ সকল দুর্ব্বোধ গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন, ঐ সকল ঋষিবাক্যে যাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস আছে,যিনি এক গ্রন্থের সহিত অন্য গ্রন্থের সামঞ্জস্য সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন, যিনি সমাধি সম্পন্ন, প্রেমলক্ষণা-ভক্তি-সমন্বিত কৃষ্ণ প্রেমে যাঁহার হৃদয় গলিয়াছে, যিনি বিন্দাবনের মাধুর্য্য ভাব স্ব-হৃদয়ে উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছেন,জ্ঞান চক্ষু যাঁহার প্রস্ফুটিত হইয়াছে—তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, পালন কর্ত্তা ভগবান বিষ্ণু লীলাময়ী যোগমায়া সমাশ্রয় করিয়া প্রথমতঃ বৃন্দাবনে পরে মথুরায় অবশেষে দ্বারাবতীতে বহুবিধ লীলা করিয়া

বস্ত্রহরণ—অবিদ্যা,জীবগণকে যে অষ্ট পাশ দ্বারা সংসার বৃক্ষে বদ্ধ করিয়া রাখে লজ্জা তাহার একটী প্রধান পাশ, শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ভক্ত গোপিগণ লজ্জা-পাশ চ্ছেদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি না ইহা পরীক্ষা করিবার

ছিলেন। অসুর ও আসুরিক বুদ্ধি বিশিষ্ঠ মানবগণ, ঐ সকল লীলা দর্শন করিয়ামোহিত হন ও তাঁহাকে নানারূপ নিন্দা করিয়া স্বীয় কর্ম্মফলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়; আর ভক্তগণ ঐ সকল লীলার বিষয় শ্রবণ ও পরস্পার কথোপকথন করিয়া নিত্যানন্দে ভাসিতে থাকেন। প্রেমিক বৈষ্ণব বলেন—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম দ্বারাবতীতে পূর্ণতর এবং মথুরায় পূর্ণ। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের যত বিকাশ দ্বারাবতীতে তদপেক্ষায় ন্যূন এবং মথুরায় তাহা হইতে আরও ন্যূন। বৃন্দাবনে তাঁহার ব্রহ্মভাবের বিকাশ, দ্বারাবতীতে হিরণ্যগর্ভ ভাব এবং মথুরায় বিরাট ভাব। বৃন্দাবনে মাধুর্য্য লীলা—"বস্ত্রহরণ রাস প্রভৃতি"—বাদ দিলে শ্রীকৃষ্ণের "কৃষ্ণত্ব" থাকে না সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা মাধুর্য্য ভাবের ভক্তগণের হৃদয় শূন্য হইয়া যায়। যে বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার মহর্ষি নারদ ও ভুয়োভুয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন, মহাত্মা গৌরাঙ্গদেব যে লীলা লইয়া উন্মত্ত, সেই পরম পবিত্র লীলাদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের কলঙ্ক হইলে আলো পাইব কোথায়? অবশেষে এই বলিয়া ক্ষান্ত হইতে চাহি যে, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে দেখিবেন তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাবাপন্ন। যিনি তাঁহাকে লম্পট মনে করেন তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ লম্পট, যিনি পরম পবিত্র, নির্ম্মল স্বভাব, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, পরম দয়াময়, জগদীশ্বর মনে করেন তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বর। যিনি তাঁহাকে শত্রু মনে করেন তাঁহার পক্ষে তিনি পরম শত্রু যিনি মিত্র মনে করেন তৎপক্ষে পরম মিত্র। একথা তিনি স্বয়ংও স্বীকার করিয়াছেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে স্তাংস্তথৈব ভজাম্যহং—গীতা। আমরা শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করিয়া যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে মাধুর্য্য ভাবের উপাসক গোপিগণের "বস্ত্র হরণে লজ্জা চ্ছেদনের এবং রাস লীলাতে কাম-জয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই তবে আমরা ভক্তির ঐ উচ্চ সোপানে উত্থিত হই নাই এজন্য ঐ ভাব সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারি না। গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিত কি না তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে রাসরজনীতে গোপবালাগণ যে সকল বাক্যে স্তব করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে তাহার অনুবাদ দেওয়া হইল। ঐ স্তব অতি বিস্তৃত এজন্য সমস্ত উদ্ধৃত করা হয় নাই।

নিমিত্তই—ভগবান্ বস্ত্রহরণ লীলার অবতারণা করেন। একদিন হেমন্ত-কালের প্রথম মাসে গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য মহামায়া কাত্যায়নীর ব্রতে দীক্ষিতা হইয়া ব্রত সমাপনান্তে কালিন্দী সলিলে স্নানার্থ গমন করিলেন। গোপিগণ স্ব স্ব বসন সরোবরের তীরে রাখিয়া জল কেলি করিতেছেন, এমন সময়ে কোমলমতি শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিতে করিতে বংশীরবে সকলের মন হরণ করিয়া সেই সরোবর তটে উপস্থিত হইলেন এবং বাল্যকাল-সুলভ চপলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক গোপিগণের বস্ত্র সকল হরণ করিলেন। গোপি-গণ কাত্যায়নীর নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ মনে জল বিহার করিতে-ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বসন চুরী করিলেও তাহা জানিতে পারিলেন না। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোপিগণকে কহিলেন অয়ি কুমারিগণ! তোমাদের বস্ত্র কোথায়? ক্রীড়াশক্তমনা বিবসনা স্ত্রীগণ সহসা কৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বিস্মিতের ন্যায় তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ বসন হরণ করিয়া আপনার ভাবে আপনিই হাস্য পরিহাস্য করিতেছেন। গোপিগণ, অন্তরে অন্তরে আনন্দানুভব করিলেও প্রকাশ্যে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কহিতে লাগিলেন হে কৃষ্ণ! তুমি রাজকুমার হইয়া কেন তস্করের কার্য্য করিলে? বিশেষতঃ তুমি বিজ্ঞ, শ্লাঘ্য ও সর্ব্ব-গুণাধার। তোমার ঈদৃশ কার্য্য করা উপযুক্ত হয় নাই। আমরা তোমাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসি আমাদিগকে এরূপ লজ্জা প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে ব্রজ-জনজীবন! অদ্য হইতে আমরা দাসীর ন্যায় তোমার পরিচর্য্যা করিব আমাদিগকে সত্বর বস্ত্র প্রদান কর। উৎকৃষ্ট খাদ্য বস্তু প্রদানের অঙ্গীকার করিলে বালকগণ সহজে যেরূপ বাধ্য হয় গোপিগণও প্রথমতঃ স্তুতি বাক্যে বালকরূপী ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ সামান্য বালক নহেন এজন্য কেবল দুই চারিটী মিষ্ট কথায় ভুলিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তোমরা বিবসনা হইয়া জলে নিমজ্জিত হওয়ায় জল-দেবতার অবমাননা করিয়াছ অতএব তোমাদিগকে ইহার উপযুক্ত ফল প্রদান না করিয়া আমি কিছুতেই বস্ত্র দিব না। হয় তোমরা ঐ অবস্থায় এস্থানে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর, না হয় যাহা অভিরুচি করিতে পার।

গোপিগণ, কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক

কহিলেন হে কৃষ্ণ! যদি তুমি সহজে বস্ত্র প্রদান না কর তবে আমরা তোমার মাতা পিতার নিকট এই দৌরাত্ম্যের সংবাদ নিশ্চয়ই জানাইব।

কুমারিগণ জলমধ্যে কম্পিত হইতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন হে ব্রজ কামিনিগণ! তোমরা আমার পিতার নিকটই বল বা অন্য যাহা অভিরুচি তাহাই কর, আমি সহজে বস্ত্র দিব না; তোমরা জলদেবতা ভগবান্ বরুণের নিকট অপরাধী হইয়াছ অতএব অগ্রে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর পরে বস্ত্র পাইবে।

এই প্রকার কথোপকথনে ক্রমে সময় অতীত হইতে লাগিল গোপিগণ, অনেক ক্ষণ আকণ্ঠ পর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিলেন এজন্য শীতে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তাঁহারা একবার মনে করিলেন কৃষ্ণ আমাদের রাজকুমার অতএব ইহাঁর নিকট এ অবস্থায় কিরূপে যাইব? পরক্ষণেই ভাবিলেন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, যেহেতু মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের অধীশ্বর অন্তর্যামী ও সর্ব্বনিয়ন্তা; তাঁহার পূতনা ঘাতন, বকাসুর ও প্রলম্ব বধ কার্য্যে ঐ ঋষি-বাক্যের সত্যতা প্রতীত করিতেছে। অতএব অন্তর্যামী কৃষ্ণের নিকট লজ্জা করিব কেন? এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সমর্পণ-পূর্ব্বক ব্রজবালাগণ, ভক্তিভরে আত্মবিস্মৃত হইয়া আনন্দিত মনে তীরে উত্থিত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া ভক্তি-অসিদ্বারা লজ্জা-বসন চ্ছেদনপূর্ব্বক পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ ও ভক্তগণের ঐ উচ্চভাব দর্শন করিয়া প্রীত মনে বনান্তরে প্রস্থান করিলেন!

রাস।—পশ্চিমে দিবাকর অস্তাচল গতপ্রায়, পূর্ব্বদিকে চন্দ্রিমা স্বকীয় মনোহারিণী মূর্ত্তি প্রকাশিত করিলে, গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সমর্পণ করিয়া বিমনার ন্যায় আপন আপন গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন। নব-প্রসূতা গাভিগণ, তৃণ-ভক্ষণ করিবার সময় যেরূপ চিত্তকে বৎসের প্রতি নিযুক্ত রাখে, গোপিগণের দেহ, গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহারা স্ব স্ব চিত্তকে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুপম রূপাস্বাদনে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। রজনী, পূর্ণচাঁদের আলোকে অন্যত্র যেরূপ শোভা ধারণ করেন অদ্য গোলোক তুল্য বৃন্দাবনে তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক বলিয়া প্রতীত

হইল। পক্ষী সকল ঐ পূর্ণমাসী নিশাকে, সুখময়ী উষা মনে করিয়া ক্ষণে ক্ষণে সুমধুর রব করিয়া উঠিতে লাগিল। বৃন্দাবন স্বভাবতঃই নানারূপ কুঞ্জ, নিকুঞ্জ ও ফল-পুষ্পযুক্ত মনোহর কাননে পরিশোভিত ছিল, তাহাতে গোলোকবিহারী শ্রীহরির আবির্ভাব হাওয়ায়, গোলোক বলিয়াই ভ্রম হইত। বৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই আনন্দে পরিপূর্ণ, মানবগণের প্রকৃতি-সুলভ হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, বিবাদ, বিসম্বাদ—বৈকুণ্ঠবাসী মুক্ত পুরুষগণের ন্যায় কৃষ্ণ-গুণ-গানে-উন্মত্ত বৃন্দাবনবাসিগণের হৃদয়েও কিছুকালের নিমিত্ত স্থান প্রাপ্ত হইত না ; পরন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা সকল পরস্পর কথোপকথন করতঃ অবকাশ সময় অতীত, কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের রূপ গুণ সম্বন্ধে শ্রবণ-সুখকর গীতাদি করিয়া পরমানন্দে সময় যাপন করিতেন। বিমলানন্দদায়িনী ঐ পূর্ণিমা রাত্রিতে সমগ্র বৃন্দাবনই যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দ স্রোতে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে রজনী গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, সংসারাশক্ত জীবগণ দিবসীয় শ্রম দূর করিবার নিমিত্ত নিদ্রাদেবীর ক্রোড় আশ্রয় করিল। দুষ্ট নিশাচরগণ সেই শান্তিপূর্ণ প্রকৃতিকে কলুষিত করিয়াই যেন স্বকার্য্য সাধনে চতুর্দ্দিকে বাহির হইতে লাগিল। ঈশ্বরপরায়ণ যোগিগণ সেই নিস্তব্ধ প্রকৃতিতে চিত্তস্থির করিয়া মহাধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

কৃষ্ণার্পিত-চিত্ত গোপিগণ, স্ব স্ব গৃহকার্য্য সমাপ্তনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার ঐ উপযুক্ত সময় উপস্থিত দেখিয়া মনোহর বংশীরব লক্ষ্য করতঃ কাননাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যে সকল গোপবালা পিতা, ভ্রাতা, কিম্বা স্বামী কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া গৃহে অবস্থান করিতে ছিলেন, তাঁহারাও ধ্যানযোগে অন্তরে অন্তরে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া এক সময়েই আনন্দ ও বিরহে অভিভূত হইলেন। আর যাঁহারা প্রভূত সঞ্চিত-পুণ্য-বলে কৃষ্ণ সমীপে সমাগত হইয়া ছিলেন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ কহিতে লাগিলেন হে গোপিগণ! ইহা তোমাদের কিরূপ ব্যবহার তোমরা আর্য্যকুলরমণী হইয়া স্ব স্ব স্বামী, পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি জন্য এই নিশীথ সময়ে অরণ্যে আগমন করিলে? তোমাদের কি রমণী-কুল-সুলভ লজ্জা ভয় নাই? আর্য্যা রমণিগণের একমাত্র রত্ন সতীত্বকেও রক্ষা করিবার

জন্য তোমাদিগকে ব্যস্ত দেখিতেছি না! নিশাকালে দুর্বৃত্তগণ স্বীয় কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবকাশ পায়, এজন্য কুলরমণিগণ, গৃহ ত্যাগ করিয়া কখনই রজনীতে বিহার করিতে বাহির হন না। তোমাদের কি জাতি কুলের ভয় নাই? গুরুজনের গঞ্জনার ভয়ও কি একবারে পরিত্যাগ করিয়াছ? আর্য্য-রমণিগণ সতীত্ব ও পুত্রাদির ভরণপোষণকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া থাকেন তোমরা দেখিতেছি ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মেও অনাদর প্রকাশ করিতেছ। যাহা হউক, তোমাদের বন-শোভা পরিদর্শন হইয়াছে অতএব আর বিলম্ব না করিয়া গৃহে প্রতিগমন কর। যদি বল তোমরা আমার সঙ্গাভিলাষিণী হইয়া আসিয়াছ তাহাও আমার দর্শনেই পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিশেষতঃ স্বামী সেবাই স্ত্রীগণের পরম ধর্ম্ম। যে স্ত্রী, পতিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে ভজনা করে, সে ইহকালে অকীর্ত্তি ও পরকালে দারুণ নরক প্রাপ্ত হয়। অতএব শীঘ্র পতি পুত্রাদির নিকট গমন কর। তোমরা দূরে থাকিয়া আমার শ্রবণ কীর্ত্তন কর; যেহেতু দূরে থাকিয়া আমার রূপ-চিন্তন, গুণগানে যত সুখ অনুভূত হয়, নিকটে থাকিলে সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

রসময় কৃষ্ণ এইরূপ নিরস বাক্য কহিলে গোপিগণ নিরাস সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অধর শুষ্ক, বাক্য রোধ ও দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। গোপিগণ কৃষ্ণের জন্য গৃহ, ধন, মান, কুল, লজ্জা, ভয় সমস্তই বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ছিলেন অধুনা সেই প্রিয়াস্পদের নিতান্ত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া নেত্রজলে হৃদয় প্লাবিত করিলেন। অনন্তর বিরহ ব্যাকুলিত চিত্তে গদ্ গদ্ স্বরে কহিতে লাগিলেন "হে বিভো! তোমার প্রেমময় সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গৃহ পুত্রাদিতে যে আসক্ত হইতে বলিতেছ ইহা তোমার উপযুক্ত হয় নাই। অতএব আদিপুরুষ যেরূপ মুমুক্ষুগণের মনাভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন অনন্য-শরণ আমাদিগের প্রতিও তুমি সেইরূপ দয়া প্রকাশ কর। হে সর্ব্ব ধর্ম্মবিৎ! "স্ত্রীদিগের পতি-শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম" এইরূপ যে বলিলে ইহা সত্য স্বীকার করি; কিন্তু তুমি সমস্ত দেহধারীর আত্মা-স্বরূপ অতএব পতিরও পতি হইতেছ এজন্য বলি তোমার সেবা করিলে বিশ্বস্থ তাবতেরই সেবা

করা হয়। অত্যন্ত সুকৃতিবান্ ব্যক্তিগণ, সমস্ত দুঃখের মূল পতি, পুত্র, গৃহ, ধনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র তোমারই শরণাপন্ন হন অতএব তোমার সেই শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের ন্যায় এই গোপিগণের মনস্কাম পরিপূর্ণ কর। তুমি যে বারম্বার আমাদিগকে গৃহে যাইতে বলিতেছ আমাদের পদদ্বয় তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহের দিকে একটুকও চলিতেছে না এবং অবোধ নির্লজ্জ মনও তোমার এই সমস্ত নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া তোমার প্রতি দ্বেষ বা তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছে না বরং আরও অধিকরূপে তোমাতে অনুরক্তই হইতেছে। হে মাধব! অদৃশ্যভাবে আমাদের পদদ্বয় ও মনকে এস্থলে অবরুদ্ধ রাখিয়া প্রকাশ্যে আমাদিগকে গৃহে যাইতে বলিতেছ। যদি তুমি একান্তই আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবে তবে আমরা ধ্যান-যোগানলে কৃষ্ণোপেক্ষিত এই অকৃতকর শরীরকে ভস্মীভূত করিয়া নিশ্চয়ই তোমার অভয়পদে আশ্রয় গ্রহণ করিব।”

গোপিগণের—এইরূপ অনুরাগ-সূচক অথচ পবিত্র ভক্তি-মাখা স্তোত্র শ্রবণ করিয়া পরম দয়াল কেশব আর মনের ভাব গোপন করিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর কৃপাবলোকনে তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভগবান্, পরম ভক্ত গোপিগণের সহিত যমুনাপুলিনে গমন করিয়া পরমানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। গোপবালাগণ কৃষ্ণকে কখন মধ্যে কখন পার্শ্বদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রেম-ভরে কৃষ্ণ গুণ-গান করিতে করিতে অবসাঙ্গ শিথীল-কবরী ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। কোন কোন গোপী, প্রাণ প্রিয়তমকে দৃঢ় আলিঙ্গন ও অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে, কেহ বা প্রেমভরে উন্মত্ত প্রায় হইয়া করতালি-প্রদান-পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন।

একান্তানুরক্ত গোপিগণ, এইরূপ প্রেমানন্দে মত্ত হইলে রসরাজ সহসা তাঁহাদের মধ্য হইতে অদৃশ্য হইলেন। মহানন্দের সময় এই প্রকার দারুণ বিচ্ছেদ সমুপস্থিত হওয়ায় সরলা গোপবালাগণ, মনস্তাপে একান্ত অধীর হইয়া করুণ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, হে গোপী-জন-বল্লভ? আমাদের কোন্ অপরাধে এইরূপ বিমল-সুখের সময় এরূপ বিচ্ছেদ

ঘটাইলে? আমরা জ্ঞানতঃ এমন কোন অপ্রিয় কার্য্যই করি নাই, যে অপরাধে একান্ত অনুগত এই দাসিগণকে এইরূপ সময় পরিত্যাগ করিতে পার? হে নাথ! আমরা তোমর অদর্শনে যে, কিরূপ অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছি একবার আসিয়া দেখিয়া যাও। যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করাই তোমার অভিমত ছিল তবে অনুরাগের এত বৃদ্ধি করিলে কেন? হে প্রেমময়! আমরা তোমার উপযুক্ত পরিচর্য্যা করিতে পারি নাই বলিয়াই বোধ হয় এই সেবিকাগণকে অকস্মাৎ এইরূপ বিচ্ছেদানলে দগ্ধ করিলে। হে ব্রজজন-জীবন! একবার দেখা দাও। আমরা যে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই জানিনা। হে শ্রীহরি! ভগবান্ কি ভক্তগণকে এইরূপ ভাবেই বিড়ম্বিত করেন? অথবা তুমি কি আমাদের ভক্তি-পরীক্ষা করিতেছ?

গোপিগণ, এবম্বিধ পরিতাপ সূচক বাক্য বলিতে বলিতে বিরহ যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণ-প্রেমে-আত্মবিস্মৃত কোন এক গোপী কহিলেন তোমরা কে? কাহার অন্বেষণ করিতেছ? ঐ ভাবাপন্ন অন্য গোপী উত্তর করিলেন আমরা কৃষ্ণের সহচরী সেই মনচোর কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেছি। প্রথমোক্ত সখী কহিল কৃষ্ণ কে এবং তোমরা কেন তাঁহার অন্বেষণ করিতেছ? দ্বিতীয় সখী বলিল কৃষ্ণ আমাদের জীবন; আমরা সেই জীবন হারাইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতেছি! অন্য এক সখী উচ্চৈঃস্বরে বলিল অয়ি সহচরিগণ! এই যে কৃষ্ণ এস্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এই বলিয়া অন্য এক সখীকে দেখাইয়া দিল।

এইরূপ ভাবে গোপিগণ বন মধ্যে অগ্রসর হইতেছেন ইত্যবসরে একজন গোপবালা কহিল সখিগণ! দেখ এইস্থানে ধূলীর উপর শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন রহিয়াছে, বোধ হয় নিষ্ঠুর মাধব আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া এই পথে পলায়ন করিয়াছে। এই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া গমন করিলে নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে ধরিতে পারিব। সখিগণ! সত্বর অগ্রসর হও। হে সখি! এই দেখ এইস্থানে কৃষ্ণের পদচিহ্নের পার্শ্বে একজন রমণীর পদচিহ্নের ন্যায় দেখা যাইতেছে; বোধ হয় ইহা আমাদের প্রধান গোপীর

পদচিহ্ন।* এই কি হায়! আমাদের প্রাণ সহচরী যে এইস্থানে মূর্চ্ছিতা হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। বোধ হয় শঠ-চূড়ামণি আমাদের ন্যায় ইহঁাকেও বঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

অনন্তর মূর্চ্ছিতা সখীকে ভূমি হইতে তুলিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক অপরাপর সখিগণ কৃষ্ণ-গুণগান করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা সহসা চৈতন্য লাভ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন প্রাণনাথ কোথা গেল? জীবিতেশ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, সখিরে! কোন্ বনে লুকাইল? হায় সখি! কেন এরূপ হইল? হে জীবন-বল্লভ! এ দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া কি কৌতুক দেখিতেছ? শীঘ্র দর্শন দাও। প্রেমের কি এই পুরস্কার? হে সখি! কি হল কৃষ্ণ কোথা গেল?

গোপিগণ শ্রীরাধাকে অগ্রে করিয়া বনে বনে বনমালীর অন্বেষণ করিতেছেন এমত সময় দেখিলেন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী, চতুর্ভুজ, নবনীরদবরণ বৈকুণ্ঠপতি, বনমালা বিভূষিত কলেবরে সমগ্র বন উজ্জ্বল করিয়া এক বিশাল পাষাণোপরি শান্তভাবে আসীন রহিয়াছেন। গোপিগণ সেই অনুপম রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়া বিস্মিতের ন্যায় কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনয়াবনত বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবন্! আপনি কি আমদের কৃষ্ণকে এই পথে যাইতে দেখিয়াছেন? সেই বংশীধারী কি গোপিগণের মনঃহরণ করিয়া এই পথে পলায়ন করিয়াছে? *

---

* প্রেমিক পাঠকগণ! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিগণের কীদৃশ অনুরাগ ছিল। প্রেম লক্ষণা ভক্তির ইহাই লক্ষণ যে, বহু পুণ্য বলে ঐ শ্রেষ্ঠ ভক্তির উদ্রেক হইলে ভক্ত, উপাস্য দেবতা ভিন্ন অন্যরূপ দেখিতে ভালবাসেন না এবং অন্য কথা শুনিতে পারেন না পরন্তু ঐ অবস্থায় উপাসক, উপাস্য বস্তুতে ভিন্ন, অন্য কিছুতেই প্রীতি বা আনন্দানুভব করিতে পারেন না। এই শ্রেষ্ট ভক্তিযুক্ত ভক্তগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হন। (১) দাস্য ভাবের ভক্ত—প্রহ্লাদ, ধ্রুব, হনূমান্ এই ভাবের ভক্ত ছিলেন। (২) সখ্য ভাবের ভক্ত—ব্রজ বালকও অর্জ্জুন এই ভাবের দৃষ্টান্ত স্থল। (৩) শান্ত-ভাবের ভক্ত—নারদাদি ঋষিগণ (৪) বাৎসল্য ভাবের ভক্ত—নন্দ, বসুদেব, দৈবকী এবং যশোদা। (৫) মাধুর্য্য,

গোপাঙ্গনগণের সেই আশ্চর্য্য ভাব দর্শন করিয়া গোবিন্দ কহিলেন হে কৃষ্ণ-সঙ্গিনিগণ! তোমাদের চিত্তবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এই বনেই গোপনে রহিয়াছেন। আর বৃথা বনে বনে ভ্রমণ করিও না। যমুনাতীরে গমন করিয়া পূর্ব্বমত কৃষ্ণগুণ-গান কর, ঐরূপ করিলে সেই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইবে।

সরলা গোপবালাগণ ভগবান্ বিষ্ণুর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া পুনর্ব্বার যমুনাতীরে আগমণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ-গুণ-গান এবং কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বংশীধারী গোপিগণের মধ্যে সহসা আবির্ভূত হইয়া কহিলেন হে সঙ্গিনিগণ! কেন এত বিষণ্ণ হইয়াছ? দেখ! বিরহ না হইলে অনু-

---

ভাবের ভক্ত—ব্রজ-গোপিগণ বিশেষতঃ প্রেমময়ী শ্রীরাধা এই ভাবের আদর্শ।

এক ভক্তিই পাত্র বিশেষে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যেমন একই জল, কূপে কটুরস, মহাসমুদ্রে লবণ রস এবং নারিকেলে মিষ্ট রস যুক্ত হয়, ভক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। যে ভক্ত ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া ডাকিলে প্রভুর ন্যায় ভয়-যুক্ত-ভক্তি করিলে আনন্দ পান সেই ভক্তের ভক্তি দাস্য ভাবের বুঝিতে হইবে। (২) যিনি ঈশ্বরকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলে এবং বন্ধুর ন্যায় ভাল বাসিলে শান্তি পান তিনি ঈশ্বরের সখ্যভাবের ভক্ত। (৩) যিনি ঈশ্বরকে জগতের আত্মারূপে জ্ঞান দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি স্বীয় সত্বাকে ঈশ্বর সত্বায় বিলীন ভাবিতে পারিয়াছেন, যিনি জগৎকে ঈশ্বরময় জানিয়া সর্ব্বত্র প্রেমময় হইয়াছেন, তিনিই ঈশ্বরের শান্তভাবের ভক্ত। (৪) যিনি মাতা পিতা সন্তানকে যেরূপ স্নেহ করেন সেইরূপ তীব্র স্নেহের সহিত—ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন তিনি ভগবানের বাৎসল্য ভাবের ভক্ত। (৫) সর্ব্বশেষ যিনি পুরুষ প্রকৃতির স-হজ অথচ পবিত্র অনুরাগের তুল্য অনুরাগের সহিত জগৎপতিকে ভাল বাসিতে পারেন অর্থাৎ সতী ও পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্বীয় স্বামীকে যেইরূপ সহজ পবিত্র এবং মধুরতার সহিত ভাল বাসিয়া থাকেন, কোন জীব যদি জগৎ-পতিকে ঐরূপ অনুরাগের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হন তবে তিনিই তাঁহার মাধুর্য্য ভাবের ভক্ত।

রাগের বৃদ্ধি হয় না এজন্য আমি কিছুকাল অন্তরালে ছিলাম। * ইহাতে তোমরা এরূপ মনে করিওনা যে, আমি তোমাদের উপর রুষ্ট বা স্নেহশূন্য হইয়াছি। ভক্তের ভক্তি, অনুরাগীর অনুরাগ, বিচ্ছেদ-যুক্ত না হইলে তাহাতে মাধুর্য্য থাকে না। শীতের পর গ্রীষ্ম, উত্তাপের পর বারিবর্ষণ যত মিষ্ট কেবল শীত বা কেবল গ্রীষ্ম কি তত মিষ্ট বোধ হয়? বিচ্ছেদের পর সম্মিলনে যত সুখ, নিরন্তর সম্মিলনে কি সেইরূপ সুখের আশা করা যায়? ভক্তির মূর্ত্তিমতীপ্রতিমা গোপিগণকে এইরূপ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সনাতন ধর্ম্ম-গোপ্তা ভকতবৎসল বাসুদেব, গোপিকাগণের সংখ্যানুসারে স্বীয় রূপকে বিভক্ত করিলেন। অনন্তর গোপিগণের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক "দুইজন গোপীর মধ্যস্থলে একএকটি স্বীয় দেহ সংস্থাপিত করিয়া অতুল আনন্দে রাসচক্রে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন"। আনন্দময়ের নৃত্য দর্শন করিয়া শূন্যস্থিত দেবগণ সস্ত্রীক পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

---

* "রাসও বস্ত্রহরণ" সম্বন্ধে আমরা যাহা বর্ণনা করিলাম ইহা ব্যতীত ভাগবতে আরও কিছু অধিক পরিমাণে আদিরস নিহিত আছে। পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ গোপিগণের ন্যায় মাধুর্য্য ভাবের ভক্ত থাকেন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ বর্ণনা বিশ্বাস করেন করুন যদি ততদূর যাইতে না পারিয়া থাকেন তবে তিনি উহা ভাগবৎ কর্ত্তার মাধুর্য্যরস বর্ণনার "উপকরণ" বোধে পরিত্যাগ করিবেন। যেমন একটী স্ত্রী-রূপ বর্ণনা করিতে হইলে কবিগণ তাহার কোনও অঙ্গ পরিত্যাগ করেন না সেইরূপ ভাগবৎ-কর্ত্তাও মাধুর্য্য ভাবের সমস্ত অঙ্গ বর্ণনা করিতে দেখাইয়াছেন যে, ঐ শ্রেষ্ঠ ভাবের ভক্তগণ কিরূপ লজ্জা, কাম, ক্রোধ, মোহ এবং গৃহ-পুত্রাদিতে মমতাবিহীন হইলে ভক্তির ঐ উচ্চ স্থানে উঠিয়া জগৎপতির সহিত পবিত্র প্রেমরসে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতে পারেন। যে সহজ প্রণয়ে আসক্ত হইয়া প্রকৃতি পুরুষ (ঈশ্বরও যোগমায়া বা আদ্যাশক্তি) এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া অনন্ত লীলায় অনাদিকাল হইতে মগ্ন আছেন জগদীশ্বরে সেই অকৃত্রিম অনুরাগ উদ্দীপন করিতে যে যে সামগ্রীর আবশ্যক হয় শ্রীমদ্ভাগবত-কর্ত্তা রাস, বস্ত্রহরণ এবং গোপিগণের অন্যান্য লীলায় তাহাই সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কুৎসিত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে এই সমস্ত লীলা করেন নাই; কেবল ভক্তগণকে কাম, লজ্জা, গৃহ পুত্রাদিতে আসক্তি বিহীন হইয়া একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিতে শিক্ষা দিবার জন্য উহা করিয়াছিলেন।

এইরূপে নৃত্য গীতাদিতে পরিশ্রান্ত ভগবান্, পরম সৌভাগ্যবতী প্রেমময়ী গোপিকাগণের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করতঃ তাঁহাদের সহিত জলক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একমাত্র ঐকান্তিক বিশুদ্ধ ভক্তি-বলে অদ্য গোপিগণ ভগবান্‌কে যেরূপ বাধ্য করিল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণও উৎকট তপস্যায় তাঁহাকে সেইরূপ বশীভূত করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। গোপিকাগণ কৃষ্ণের এই অসামান্য প্রসাদ লাভ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং রজনী অবসান প্রায় দেখিয়াও গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে চেষ্টা করিলেন না। কেশব

আর ইহাও শিক্ষা দিয়াছেন যে, হীন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, জ্ঞান বিহীন হইলেও যদি কোন ব্যক্তি গোপিগণের ন্যায় অনুরাগের সহিত তাঁহাকে সেবা করিতে পারেন তবে তিনিও নারদাদি পরম জ্ঞানীও পরম ভক্তগণের গতি প্রাপ্ত হইবেন। জগৎকে শিক্ষা দেওয়া ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের অন্য কিছুই উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা এই গ্রন্থে (৪ পৃষ্ঠায় ২৩ | ২৮ পংক্তিতে) শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, রাসাদি লীলার সময় ভগবান্ ৯ | ১০ বৎসর বয়স্কের অধিক ছিলেন না, পরন্তু তখন তিনি কোমল-মতি বালক ছিলেন মাত্র। ঐ বালকরূপী ভগবানের লোক শিক্ষা ভিন্ন ঐ সকল লীলায় অন্যভাব থাকা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের সেই অনুপম রূপমাধুরী, সুমধুর বাক্য, মনোহর বংশীরব এবং পূতনা-ঘাতন, কালিয় দমন প্রভৃতি অলৌকিক ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই গোপিগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন অন্য কোন নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে তাঁহারা কৃষ্ণের উপাসনা করেন নাই। এ সম্বন্ধে মহর্ষি নারদ ও ভক্তি সুত্রে বলিয়াছেন—"অন্যথা জারবৎ।" "আদর্শ ভক্ত গোপিগণ যদি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর ভাবে পূজা না করিয়া অন্যভাবে সেবা করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা ব্যভিচার দোষে দূষিত হইতে পারেন কিন্তু তাহা নহে; গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর জানিয়াই ভাল বাসিয়াছেন সামান্য একজন সুন্দর পুরুষ বলিয়া সেবা করেন নাই।" লৌকিকেও দেখা যায় যে, যদি কোন বালক অত্যন্ত রূপবান্ ও সুশীল হয় তবে স্নেহের প্রতিমা স্ত্রীগণ, স্বভাবতঃই তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকেন কিন্তু যেই মনোহর রূপে সনকাদি ঋষিগণ ও মুগ্ধ, যাঁহার লীলাময় চরিত্র, সর্ব্বত্যাগী শুক ও নারদাদি ঋষিগণের মন ও আকর্ষণ করিয়াছে সেই প্রেমময় রূপও অমৃত মাখা চরিত্রে যে সরলা অবলা গোপিগণ মুগ্ধ ও আত্মহারা হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

রাস।

রাসলীলা সমাপন করিয়া ভক্তিমতী গোপিগণকে স্বস্ব গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ংও বৃন্দাবনে গমন করিয়া সুখে বিহার করিতে লাগিলেন (১)

---

(১) "বস্ত্র হরণ ও রাস" প্রভৃতি মাধুর্য্য-পূর্ণ বৃন্দাবন লীলা, মহাভারতে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা না থাকায় আজকাল কেহ কেহ মনে করেন যে, উহা মিথ্যা কিন্তু আমরা এইমাত্র বলিতে চাহি যে, মহাভারতে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র প্রসঙ্গ ক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন উহা রাজগণের চরিত্রের সহিত আনুসঙ্গিক মাত্র। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পূর্ণ রূপে বর্ণনা করা বেদব্যাসের উদ্দেশ্য নহে বস্তুতঃ কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ বর্ণনাই ঐ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের নেতা, বিধাতা ও রঙ্গভূমির প্রধান নায়ক এজন্য তদীয়-চরিত্র প্রাসঙ্গিক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে ভারত হইতেও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার সঙ্কেত সংগ্রহ করা যায় যথা—কুরু সভায় বিপন্না দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে "গোপিজন-বল্লভ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ঐরূপ নন্দ-নন্দন, কালিয়-দমন, কংসারে, রাধানাথ, ব্রজমোহন" প্রভৃতি নামে মহাভারতের স্থানে স্থানে কৃষ্ণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। বৃন্দাবন লীলা কৃষ্ণ চরিত্রের অংশীভূত না হইলে ঐ সমস্ত নামের কোন অর্থই থাকে না। বস্তুতঃ সবিশেষ বিবেচনা ও গ্রন্থের প্রত্যেক বাক্যের ভাবও উদ্দেশ্য গ্রহণ না করিয়া স্বেচ্ছামত বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। রাজসূয় যজ্ঞের সময় অর্ঘ প্রদানকালে শিশুপালের বাক্যে এবং উদ্যোগ পর্ব্বে মহাত্মা বিদুরের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের পুতনা বধ, গোবর্দ্ধনগিরিধারণ, পারিজত হরণ প্রভৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের ৬ অধ্যায় এবং ৮ অধ্যায়ে ঐ সকল স্থান উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

—*-ঃ-*—

তৃতীয় অধ্যায়।

একদিবস দেবর্ষি নারদ কংসের নিয়তি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই যেন কংসের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঋষিকে দর্শন করিয়া কংস সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাত্মজ দিব্যাসনে আসীন হইলে দৈত্যরাজ তদীয় আগমন বার্ত্তা ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নারদ কহিলেন মহারাজ! কুশল আর কি বলিব তোমার পরম শত্রু নন্দতনয়ের কার্য্যাদি জানাইতেই অদ্য এথা আগমন করিলাম। সংপ্রতি তাঁহার অদ্ভুত কার্য্য শুন। তুমি ইতি পূর্ব্বে কৃষ্ণের বিনাশের নিমিত্ত যে বৃষাসুরকে পাঠাইয়াছিলে ঐ মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যকে কৃষ্ণ অনায়াসে নিহত করিয়াছেন। আমি ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তোমার মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হইলাম। মহারাজ! আমি সর্ব্বদাই তোমার কুশল চিন্তা করিয়া থাকি এজন্য কৃষ্ণ-বধের উপায় বলিতে অদ্য তোমার নিকট আসিলাম। কংস, ঋষির মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তদীয় বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহাত্মন! আমি সবিশেষ জানি আপনি আমার পরম বন্ধু অতএব যাহাতে কৃষ্ণ, ভ্রাতার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয় এরূপ উপায় বলুন। আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক নিশ্চয়ই তদনুযায়ী কার্য্য করিব। মহর্ষি নারদ কহিলেন হে দৈত্যরাজ! কোনরূপ ছল করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে এস্থানে আনিতে হইবে। তৎশ্রবণে কংস কহিলেন আমি তবে ধনুর্যাগের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে নিমন্ত্রণ করিব। তাহারা যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া নিশ্চয়ই এখানে আগমন করিবে, তারপর মল্লগণ দ্বারা অনায়াসে দুই ভাইকে বিনাশ করিয়া বৈরতা চরিতার্থ করিব।

এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া কংস অক্রূরকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন। অনন্তর অক্রূর যথোচিত আসন পরিগ্রহ করিলে দৈত্যপতি কহিতে লাগি-লেন হে অক্রূর! তোমার সমান আর আমার অন্য বন্ধু দেখি না। তুমি সর্ব্বদাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাক। আমি তোমাকে আশ্রয়

করিয়াই এই রাজ্যাদি করিতেছি। অধুনা আমার মঙ্গলের নিমিত্ত তোমাকে একটি কার্য্য করিতে হইবে। আমি দৈববাণীতে এবং নারদ মুখে নিশ্চয় অবগত হইয়াছি যে, আমার পরম শত্রু বসুদেব-তনয় কৃষ্ণ ও বলরাম, নন্দালয়ে বাস করিতেছে। অতএব তুমি ব্রজে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে ধনুর্যাগের নিমন্ত্রণ করতঃ শীঘ্র এস্থানে আনয়ন কর। আমি চানুর মুষ্টিক প্রভৃতি দৈত্যগণের সাহায্যে অনায়াসে সেই শত্রুদ্বয়কে নিহত করিব।

কংসের আদেশে মহামতি অক্রূর সেই রাত্রী মথুরায় অতিবাহিত করিয়া পর দিবস প্রাতে রথে আরোহণ পূর্ব্বক নন্দালয়ে গমন করিলেন। পথিমধ্যে অক্রূর স্বগতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন অহো! অদ্য আমার কি শুভ দিন। যে চরণ যোগিগণ ও অমরগণ নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন, যে চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া লক্ষ্মীও আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করেন, সকল ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আবাস সেই চরণকে অদ্য আমি দর্শন করিব। অদ্য আমি সেই মায়াতীত পরম গুণধামকে সাক্ষাতে দেখিয়া জীবন সফল করিব। ত্রিলোকের সমস্ত কমনীয় বস্তু হইতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ অধিক কমনীয়, সেই পরম সুন্দর কলেবর জগন্মোহিনী লক্ষ্মীরও মন হরণ করিয়া থাকে। অহো! যে হস্তে ভগবান্ ভক্তগণকে অভয় দিয়া থাকেন, অদ্য প্রভু সেই অভয়প্রদ হস্ত আমার মস্তকে অর্পণ করিবেন। অক্রূর এই প্রকার বহুবিধ চিন্তা করিতে করিতে আনন্দে আনন্দময়ের বৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন।

অক্রূরের রথ বৃন্দাবনে উপস্থিত হওয়া মাত্র পরম দয়াল রাম ও কৃষ্ণ রথ সমীপে আগমন করিলেন। অক্রূর, স্বীয় রথ হইতে বাসুদেব ও অনন্তদেবের আনন্দবর্দ্ধন রূপ সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রেমে বিহ্বল হইয়া নিম্নে অবতরণ এবং স্বগতঃ উভয়কে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত এবং প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভগবান্, ভক্তের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন। অনন্তর উভয় ভ্রাতা পরমভক্ত অক্রূরের দুই হস্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক দিব্যাসনে বসাইলেন এবং তাঁহার শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত পদ

প্রক্ষালন জল ও মধুপর্কাদি প্রদান করিয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। মহাত্মা অক্রূর ভগবৎপ্রদত্ত ঐ অন্নাদি ভোজন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ভোজনান্তে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ অক্রূর পালঙ্কোপরি সমাসীন হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কংসের কার্য্য সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে খুল্লতাত! বল বল অদ্য কি মনে করিয়া এথা আগমন করিলে? মথুরায় মাতা পিতা ও জ্ঞাতি বন্ধুগণ কুশলে আছেনত? দুর্বৃত্ত কংস তাঁহাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট দিতেছে। যতদিন কংস জীবিত থাকিবে ততকাল যদুকুলের কুশল জিজ্ঞাসা অনর্থক। অহো! দুর্ম্মতি আমার মাতা পিতার সমস্ত সন্তানগণকে নিতান্ত নৃশংসের ন্যায় হত্যা করিয়া তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ রাখিয়াছে। তাঁহারা আমার জন্যই এত কষ্ট পাইতে-ছেন। হে তাত! আমি লোক মুখে এইসমস্ত সংবাদ শুনিয়াছি অদ্য তুমি সাক্ষাতে সমস্ত বিষয় যথার্থ বল। কৃষ্ণের বচন শুনিয়া অক্রূর কংসের ব্যবহার সকল নিবেদন করিলেন এবং অধুনা কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই যে, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন তাহাও জানাইলেন। কৃষ্ণ রাজ-নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া নন্দাদি গোপগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে গোপবৃন্দ! অদ্য আমাদের পরম সৌভাগ্য; যেহেতু রাজা কংস ধনু-র্যজ্ঞে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অতএব তোমরা রাজভেট—দধি দুগ্ধাদি—প্রস্তুত কর। অদ্য রাত্রী প্রভাত হইলে রাজধানী মথুরায় গমন করিতে হইবে।

কংসের আদেশ ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে প্রচারিত হইলে সকল গোপই উৎসাহের সহিত রাজভেট প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোপিগণ কৃষ্ণ-বিরহ-ভয়ে নিতান্ত বিমর্ষ হইলেন। রাত্রী প্রভাত হইলে মধুসূদন অক্রূরের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক ভ্রাতা বলরামের সহিত রথে আরোহণ করিলেন রথ ধীরে ধীরে মথুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। গোপবৃন্দও আপ-নাপন শকটে উঠিয়া কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যশোমতী গোপরাজের অনুরোধে কৃষ্ণ ও বলদেবকে মথুরায় যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন সত্য, কিন্তু কৃষ্ণকে বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া শোকে

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় যাত্রা।

এরূপ অধীর হইলেন যে, রোদন সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া হা কৃষ্ণ! হে বলদেব! তোমাদিগের অদর্শনে আজ এই বৃন্দাবনে কিরূপে বাস করিব এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের সেই বাল্য-লীলা সকল ক্রমে স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতে লাগিল। যশোদা কহিলেন বৎস কৃষ্ণ! আমি সামান্য নবনীর জন্য তোমার ঐ সুকোমল করে দৃঢ় বন্ধন করাতে তুমি বেদনায় অধীর হইয়া বন্ধন মোচন করিবার জন্য আমাকে বারংবার অনুরোধ করিলেও আমি তৎসময় দুষ্ট ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার বন্ধন মোচন করি নাই। হায়! বোধ হয় তুমি সেই অপ-রাধেই এই দুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করিলে। বৎস! মহর্ষি দুর্ব্বাসাও নারদ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি আদিপুরুষ ও জগতের ঈশ্বর কিন্তু আমি পুত্রস্নেহে অভিভূত হইয়া মহর্ষিগণের ঐ বাক্য ক্ষণে ক্ষণেই বিস্মৃত হইয়াছি এজন্য তোমাকে ঈশ্বর বোধে পুজা করিতে পারি নাই। হে কৃষ্ণ! বোধ হয় আমার নিকট উপযুক্ত পূজাও সম্মান প্রাপ্ত না হওয়াতেই তুমি ভাগ্যবতী দেবকীর নিকট গমন করিতেছ। বৎস! আমি তোমাকে কত অনাদর করিয়াছি উহা স্মরণ করিয়া কি বৃন্দাবনে আর আসিবে না? বৎস! আমাকে কি চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতেছ? যশোমতী এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অন্য গোপিগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন হে সখিগণ! বিধাতা নিতা-ন্তই দয়াহীন তাহা না হইলে আমাদিগকে কৃষ্ণধনে কখনই বঞ্চিত করিত না। সখিরে! যাঁহার বিচ্ছেদ আমরা ক্ষণকালও সহ্য করিতে পারি না, মুহূর্ত্তকাল যাঁহাকে না দেখিলে জগৎ, শূন্য বলিয়া বোধ হয় সেই প্রাণ প্রিয়তম বহুদূরে অবস্থান করিলে কিরূপে জীবন ধারণ করিব? হে নির্দ্দয় বিধাতঃ! আমাদিগকে কৃষ্ণধনে বঞ্চিত করাই যদি তোমার অভি-প্রেত ছিল তবে ঐ ধন কেন প্রদান করিয়াছিলে? বিধাতঃ তুমি অদ্য গোপিগণকে হত্যা করিতেই বোধ হয় "অক্রূর" রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছ? দেখ সখি! ইহার নাম অক্রূর কিন্তু জগতে ইহার ন্যায় ক্রূর আর দ্বিতীয় দেখিতে পাই না। হায়! এই অক্রূরের স্ত্রীহত্যা পাপেও কিছুমাত্র ভয় নাই। হে সখি! আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে?

আমরা আপন কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিতেছি। পূর্ব্বেই মনে করিয়াছিলাম যে, কৃষ্ণের সহিত আমাদের স্থায়ী প্রণয়ের আশা নাই; এক্ষণ অযোগ্য প্রণয়ের ফল ভোগ করিতে হইল। হে সহচরিগণ! আমাদের প্রতি কৃষ্ণের প্রকৃত অনুরাগ নাই কৃষ্ণের ভালবাসা কেবল মৌখিক মাত্র। দেখ! সেই নিষ্ঠুর মাধব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করিতেছে না। সখিগণ! আমরা বারংবার জানিতে পারিয়াছি যে, কৃষ্ণের চিত্ত কিছুতেই আসক্ত নহে। দেখ! সেই রাসের দিন কিরূপ নিষ্ঠুরের ন্যায় সহসা অদৃশ্য হইয়াছিল। হায়! আমরা পরিণাম না ভাবিয়া, কৃষ্ণের মন বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া, আত্মহারা হইয়াছি। দেখ! আমরা কুল, মান, স্বামী, পুত্র সমস্তের মমতা পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের মন পাইলাম না। সখিগণ! আমরা নিষ্ঠুরকে দয়াময়, অপ্রেমিককে প্রেমময়, স্নেহবিহীনকে স্নেহের সাগর, মনে করিয়া চিরকালের জন্য দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তোমরা এইরূপ মনে করিও না যে "কৃষ্ণ শীঘ্র আসিবে" বস্তুতঃ ঐ নিষ্ঠুর মাধব যদুকুল-কামিনিগণের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া বৃন্দাবনে আর আসিবে না। ঐ অনাশক্ত-চিত্ত বাসুদেবের কাহারও প্রতি প্রকৃত স্নেহ নাই। দেখ কি আশ্চর্য্য! যে যশোমতী কত ক্লেশ সহ্য করিয়া উহাঁকে লালন-পালন করিয়াছেন সেই স্নেহময়ী জননী যশোমতীর জন্যও কৃষ্ণের মন একবার কাঁদিল না! হায়! কৃষ্ণের সেই মধুর হাস্য, সুমিষ্ট কথা, মনোহর রূপ, কিরূপে বিস্মৃত হইব? হে ব্রজজন-জীবন! হে গোপি-বল্লভ! হে কৃষ্ণ! হে প্রভু! এ দাসিগণকে কোন্ অপরাধে পরিত্যাগ করিলে? হায় নাথ! আমরা তোমা-ব্যতীত কিরূপে জীবন ধারণ করিব? হে বৃন্দাবন-বিহারি! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, ইহা স্মরণ করিয়াই আমরা মৃত প্রায় হইয়াছি তবে তোমার বিচ্ছেদে কিরূপে জীবিত থাকিব। হায়! অকপট অনুরাগের কি এই পরিণাম? প্রেমের কি এই প্রতিফল?

গোপিগণ কৃষ্ণবিরহের আশঙ্কায় নিতান্ত শোকাকুল হইয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন সখিগণ! আমরা কৃষ্ণকে কোন ক্রমেও মথুরায় যাইতে দিব না। আমরা লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের রথবেষ্টন পূর্ব্বক

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় যাত্রা।

দাঁড়াইব। পরন্তু এ নিমিত্ত আমাদের মৃত্যু ঘটিলেও শ্রেয়স্কর, যেহেতু কৃষ্ণ বিরহানলে নিরন্তর দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই পরম মঙ্গলদায়ক। দারুণ মনস্তাপে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া গোপিগণ এতাবৎকাল কৃষ্ণের গমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। অনন্তর প্রিয়তমকে বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া রথ-সমীপে আগমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। দয়াময় বাসুদেব প্রিয়তমা গোপিগণকে ঐরূপ রোদন করিতে দেখিয়া দূতের দ্বারা-সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন অয়ি গোপিগণ! তোমরা কিজন্য রোদন করিতেছ? আমি অতি অল্প সময়ের তরে মথুরায় যাইতেছি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। তোমরা গৃহে গমন কর। গোপিগণ কৃষ্ণের সত্বরাগমনের বার্ত্তা শ্রবণে কিছু স্থির হইলেন কিন্তু যতক্ষণ কৃষ্ণ-রথ দৃষ্টিপথে রহিল ততক্ষণ অনিমিষ নয়নে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর রথ-চূড়া ক্রমে অদৃশ্য হইলে, গোপিগণ রাজ্ঞী যশোমতীকে অগ্রে করিয়া শূন্য-মনে শোকাকুল বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে কৃষ্ণের রথ ধীরে ধীরে গমন করিয়া যমুনার তীরে উপস্থিত হইল, সকলেই স্নানার্থ যমুনাজলে নিমজ্জিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের স্নানাদি সমাপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে রথে সমাসীন রাখিয়া মহাত্মা অক্রূর স্নানার্থ গমন করিলেন। স্নানান্তে ব্রহ্ম-মন্ত্র-জপে নিমিলিত-নেত্র মহামতী অক্রূর দেখিতে পাইলেন জল-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, বলদেবের সহিত অনন্তদেবের ক্রোড়ে আসীন রহিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তীরস্থ রথেরদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব পূর্ব্বমতই সমাসীন হইয়া কৌতুক করিতেছেন। অনন্তর মহাত্মা অক্রূর মনে করিলেন বোধ হয় আমার দৃষ্টি-ভ্রম হইয়া থাকিবে। পুনশ্চ ব্রহ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন এবারও জল মধ্যে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া পুলকিতাঙ্গে প্রেমাদ্রচিত্তে কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

অক্রূর কহিলেন হে অনন্তমূর্ত্তে! অদ্য আমার জন্ম সফল হইল; কারণ যোগিগণ সাংসারিক সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া উৎকট তপস্যা ও ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়াও তোমার যে দিব্যরূপ সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, অদ্য আমি রথে ও জল মধ্যে অনন্তদেবের ক্রোড়ে

তোমার সেই শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম-যুক্ত নব-নীরদ-বরণ পীতাম্বর-বসন দিব্যাভরণে ভূষিত প্রশান্ত ও প্রেমময় মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। অহো! এই অনুপম রূপের তুলনা আর কোথায় দিব? উহার আলোকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন দীপ্তিময় হইয়াছে। হে আদিদেব! রথোপরি তোমার যে দিব্য রূপ দর্শন করিয়া আমি ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত ও বিস্মিত হইতে ছিলাম এবং তুমি সমস্ত জগতের একমাত্র পিতা হইয়াও যে আমাকে খুল্লতাত বলিয়া বারম্বার সম্বোধন করাতে আমি তোমার মায়া বুঝিতে না পারিয়া মুগ্ধ প্রায় হইয়াছিলাম, জলমধ্যেও সেই আশ্চর্য্যরূপ নিরীক্ষণ করিয়া আমার বুদ্ধি একবারে স্তম্ভিত হইয়াছে। হে আদিপুরুষ! তুমি বালক-বেশে কিজন্য আমাকে এইরূপ মুগ্ধ করিতেছ আমি তাহা স্থিরকরিতে পারিতেছি না। তোমার ইচ্ছা মাত্র ত্রিভুবনের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় তবে তুমি কিজন্য মনুষ্যের ন্যায় লীলা করিয়া বেড়াইতেছ বুঝিতে পারি না। হে মায়াময়! তোমার অঘটন-ঘটন-নিপুণা যোগমায়া যে তোমাকে এক সময়ে বহুরূপে দেখাইবে ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নাই; যেহেতু ঐ যোগমায়া তোমার ইচ্ছানুসারে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছেন। হে বাসুদেব! তুমিই বিশ্বপতি বিষ্ণু। অনন্তজীব তোমারই বৈষ্ণবীমায়ায় মুগ্ধ হইয়া অস্থির দেহ পুত্রাদিতে "আমার বুদ্ধি" করতঃ নিরন্তর সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। হে মায়াময়! আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্ম অতএব তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। তুমি সর্ব্ব গুণাধার মহান্ হিরণ্যগর্ভ পুরুষ এবং তুমিই বিরাটমূর্ত্তি ভগবান্ অতএব তোমাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিতেছি। হে নাথ! তুমিই পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার বা অবিদ্যা এই অষ্টমূলপ্রকৃতির অদ্বিতীয় স্বামী অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমিই জীবের নিয়ন্তা ও কর্ম্মফল প্রদাতা অতএব তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি।

অক্রূর এইরূপে বাসুদেবকে স্তব করিয়া আনন্দ মনে রথের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মহামতী অক্রূরকে সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন হে খুল্লতাত! তোমাকে বিস্মিতের ন্যায় দেখিতেছি কেন?

উদ্ধব ও গোপী সংবাদ।

কুল, শীল, গৃহ, ধনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই উপাসনা করিয়াছে। হয়ত আর অধিক কাল মদীয় বিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করিতে হইলে তাঁহারা প্রিয়তম প্রাণকেও পরিত্যাগ করিবে। তুমি গোপিগণকে আমার উপদেশ সকল বলিয়া অবশেষে আশ্বস্ত বাক্যে কহিবে আমি শীঘ্র ব্রজে গমন করিয়া তাঁহাদিগের কামনা পূর্ণ করিব। ভগবান্ এইরূপ কহিলে মহামতী উদ্ধব আনন্দ হৃদয়ে কৃষ্ণের আদেশ গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রভাতে গোপিগণ আপন আপন গৃহদ্বারে আগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন নন্দের দ্বারদেশে এক বিমান দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গোপিগণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বোধ হয় অক্রূর পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন না হয় কৃষ্ণ আমাদিগকে লইবার জন্য অন্য কোন দূত প্রেরণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন এমত সময়ে উদ্ধব নিত্য আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।

গোপিগণ উদ্ধবকে পাদ্য অর্ঘ ও বসিবার আসন প্রদান করিয়া লজ্জাবনত বদনে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন আমাদের বোধ হইতেছে আপনি অচ্যুতের দূত হইবেন বোধ হয় মাতা পিতার এবং বৃন্দাবনবাসিগণের কুশল সংবাদ জানিতে অচ্যুত মহাশয়কে এখানে পাঠাইয়াছেন। যেমন ভ্রমরের সহিত পদ্মিনীর স্থায়ী প্রণয় অসম্ভব সেইরূপ এই বৃন্দাবনবাসিগণ সহও শ্রীকৃষ্ণের স্থায়ী প্রেমের আশা নাই। আমরা জাতিতে গোপ, বনচারী নারী, কৃষ্ণ মথুরার ঈশ্বর তাঁহার সহিত আমাদের প্রণয় কিরূপে সম্ভবিবে? কৃষ্ণ প্রথমতঃ আমাদিগকে স্নেহ পাশে বদ্ধ করিয়া এখন বিরহ অসির আঘাতে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কৃষ্ণের এইরূপ নিষ্ঠুরতা আশ্চর্য্য জনক নহে। যেজন, নিরপরাধ বালীরাজকে অনায়াসে হত্যা করিয়াছে, প্রণয়ার্থিনী সূর্পনখার নাক, কাণ, কাটিতে যাঁহার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র দয়া হইল না, সর্ব্বস্ব দান করিতে উদ্যত বলীরাজকে পাতালে পাঠাইতে যাঁহার হৃদয় কাঁদিল না, জীবগণ সমস্ত বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করতঃ সহস্র সহস্র বৎসর

উৎকট তপস্যা করিলেও যাঁহার কণা মাত্র দয়ার উদ্রেক হয় কি না সন্দেহ সেই কঠিন-হৃদয় যে, গোপিগণকে পরিত্যাগ করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? হরিণী যেমন বাঁশীর স্বরে মুগ্ধ হইয়া ব্যাধের জালে বদ্ধ হয় আমরাও কৃষ্ণের গুণ পরীক্ষা না করিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছি। আর কৃষ্ণ বার্ত্তার আবশ্যক নাই যাহা হইয়াছে তাহাই ভাল। দূত মহাশয়! আপনি কৃষ্ণ কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কথা বলুন। আর্য্য! সেই নিষ্ঠুর মাধব কি গোপিগণকে স্মরণ করেন? ব্রজের জন্য কি তাঁহার হৃদয় কাঁদে? সেই রাস ক্রীড়া কি মনে হয়? অহো! এই কিঙ্করিগণের নাম কি অচ্যুত কদাচিৎও গ্রহণ করিয়া থাকেন? আমাদের কি আর এইরূপ সৌভাগ্য হইবে যে, আমরা পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইব? আর কি সেই মাধুর্য্য-পূর্ণ শরীর স্পর্শ করিয়া দেহ প্রাণ শীতল করিতে পারিব?

মহাত্মা উদ্ধব গোপিগণের সেই বিরহাপ্লুত প্রেমময় বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন হে গোপিগণ! প্রিয়তম অচ্যুত তোমাদিগকে যাহা কহিয়াছেন এক্ষণ প্রণিধান কর। কৃষ্ণ কহিলেন "গোপিগণ! তোমাদের বিরহে আমার মন সর্ব্বদাই চঞ্চল। তোমরা আমার প্রাণতুল্য এক তিলও তোমাদিগকে ভুলিতে পারিতেছি না। আমি জাগ্রৎস্বপনে সর্ব্বদাই তোমাদিগকে মনে করিয়া থাকি। প্রাণ বিহনে ইন্দ্রিয়গণ যেমন কোন কার্য্যকারী হয় না, তোমাদের বিরহেও আমার চিত্ত সেইরূপ সকল কার্য্যে অক্ষম হইতেছে। তোমরা মনে প্রাণে আমারে ভজনা করিয়াছ অতএব আমি কখন ও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, কেবল কর্ম্ম-সূত্রই আমাকে দূরে রাখিয়া তোমাদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। কিন্তু দূরে থাকিলে অনুরাগের বৃদ্ধি হয়। প্রিয়জন দূরে বাস করিলে, মন সর্ব্বদাই তাহার প্রতি ধাবিত হয়। প্রিয়ার প্রিয়তম দূরে অবস্থান করিলে যত অনুরাগ হইয়া থাকে নিকটে থাকিলে সেইরূপ হয় না। দূরে থাকিয়াও যেজন আমাকে চিন্তা, আমার নাম স্মরণ, আমার বিষয় কীর্ত্তনকরে সেইব্যক্তি অচিরাৎ আমার চরণ প্রাপ্ত হয়। অতএব গোপিগণ দুঃখ পরিত্যাগ কর। তোমরা

উদ্ধব ও গোপী সংবাদ।

অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদাই আমাকে দেখিতে পাইবে। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই আমি পুনর্ব্বার তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রবল বিচ্ছেদ যন্ত্রণা নিবারণ করিব"। হে গোপিগণ! অচ্যুত এইরূপ বলিয়া আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।

গোপিগণ উদ্ধবের বাক্য শুনিয়া কহিতে লাগিলেন হে দূত মহাশয়! কেশব, কংসকে বধ করিয়া অধুনা এই সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাজ-কন্যাগণ বেষ্টিত থাকিয়া সর্ব্বদা পরিচর্য্যা করিতেছেন। এই ক্ষণ কৃষ্ণ সেই পুররমণিগণের স্নেহে মুগ্ধ হইয়াছেন বনচরী এই গ্রাম্য-নারিগণের জন্য কেন চঞ্চল-চিত্ত হইবেন? রাজকন্যাগণের নিকট আমাদের নাম করিতেও লজ্জা হইবে। বিশেষতঃ যদুপতি আপ্তকাম ও সর্ব্বদা আত্মানন্দে পূর্ণ, বনচরী এই গোপ-নারিগণ-সঙ্গে তাঁহার কোনও প্রয়োজন দেখি না। যদুপতি কি নিমিত্তই বা এখানে আসিবেন? তথাপি আশা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া আমরা যে, "অদ্য কি কল্য আসিবেন" এইরূপে সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলাম আজ আপনার আগমনে সে আশাও দুরাশা হইল। আমরা নিশ্চয় জানি কৃষ্ণ আসিবেন না, তথাপি আশা আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না। আমরা কৃষ্ণকে ভুলিতে ইচ্ছা করিলেও ভুলিতে পারি না। কৃষ্ণের সেই বাল্য ও কৈশোরলীলা সকল স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সেই উদার হাস্যও বিলোকন, সেই সুমধুর বাক্য আমরা কিরূপে পাশরিব?

হে ব্রজানন্দ-বর্দ্ধন! হে কৃষ্ণ! হে রমানাথ! আমাদের এই দুঃখ কি তুমি দেখিতেছ না? আমরা যে তোমার বিরহে অবসন্ন হইতেছি তুমি কি ইহা জানিতে পার নাই? তুমি নাথ! সর্ব্ব দুঃখ-হারী তবে আজ গোপিগণ কেন এতদুঃখ ভোগ করিতেছে? হে গোপেন্দ্রনন্দন! শীঘ্র আসিয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন গোপিগণকে উদ্ধার কর"—ভক্তশ্রেষ্ঠ গোপিগণ এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

মহামতী উদ্ধব তত্ত্বজ্ঞান-বিহীনা বনচারিণী ঐ ব্রজকামিনিগণের আশ্চর্য্য ভক্তি ও পরমাদ্ভুত কৃষ্ণার্পিত-চিত্ত দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং কৃষ্ণ-কথা দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত রঞ্জন করিয়া পরমানন্দে কিছু দিন

বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর বৃন্দাবনবাসিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মথুরায় গমন পূর্ব্বক সেই সমস্ত বারতা গোবিন্দকে জানাইলেন। অন্তর্যামী শ্রীনিবাস, পূর্ব্বেই সমস্ত জানিয়াছিলেন,—নন্দ ও যশোমতীর শোকোচ্ছাস, গোপিগণের দুর্নিবার বিরহ-যাতনা, ব্রজবাসী অপরাপরের দারুণ বিষণ্ণতার বার্ত্তা উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব সমস্ত বৃষ্ণি ও যাদবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম সুখে বাস করিতেছেন ইতি মধ্যে মগধরাজ জরাসন্ধ, স্বীয় জামাতা কংসের মৃত্যুতে নিতান্ত দুঃখিত ও দারুণ ক্রোধের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কংসবধের প্রতিফল প্রদান করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক মাগধ সেনা সঙ্গে করিয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিলেন। পরাক্রান্ত যাদবগণ তদ্দর্শনে মহাত্মা বলরামকে অগ্রে করতঃ অত্যন্ত সাহসের সহিত রাজধানী রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষে অনেক সেনা বিনষ্ট হইলে মগধরাজ অকৃতকার্য্য হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ইহার পর অধিক দিন যাইতে না যাইতেই পুনর্ব্বার ঐ প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ অসংখ্য মাগধ ও যবন সেনা সঙ্গে করিয়া মথুরানগরী পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ নগর মাগধ সেনায় এইরূপ অবরুদ্ধ হইল যে, যাদবগণের আর নগর হইতে বাহির হইবার পথ রহিল না। পুনশ্চ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবারও অনেক কষ্টে যাদবগণ মগধরাজকে নিবৃত্ত করিলেন।

অতঃপর ভগবান্ চক্রপাণি একদিন সমস্ত বৃষ্ণি ও যাদবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে যাদবগণ! রাজা, প্রবল পরাক্রান্ত সমস্ত পৃথিবীর আধীশ্বর এবং অসংখ্য সেনার অধিপতি হইলেও যদি নীতি পরায়ণ না হন তবে তাঁহাকে অচিরাৎই শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। আর শত্রু অধিক বলবান্ হইলে তাহার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ না করিয়া নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক আত্ম-রক্ষা করাই বুদ্ধিমান রাজার কর্ত্তব্য। দেখ! জরাসন্ধ এক্ষণ পৃথিবীর অধিকাংশ রাজগণের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া যাদবগণের বিনাশে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাহার সৈন্য সংখ্যা এত অধিক যে, যাদবগণ তাহার সহিত আর একবার সম্মুখ-যুদ্ধ করিলে নিশ্চয়ই সমস্ত সৈন্য বিহীন হইবেন।

বিশেষতঃ ঐ জরাসন্ধ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট "বর" লাভ করিয়া নিতান্ত দর্পিত ও যাদবগণের অবধ্য হইয়াছেন। অতএব আমার বিবেচনায় যাদবগণের সূক্ষ্ম রাজনীতি অবলম্বন করিয়া সত্বর এই মথুরাপুরী পরিত্যাগ করতঃ গিরি-দুর্গ আশ্রয় করাই উচিত। এক্ষণ পূজনীয় আর্য্যগণের এ বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যাবসানে বসুদেব প্রমুখ যাদবগণ উত্তর করিলেন হে জনার্দ্দন! যাদবও বৃষ্ণিগণ তোমারই একান্ত অনুগত তুমি যাহা স্থির করিয়াছ সকলেই তাহার অনুসরণ করিবে। অনন্তর যাদব ও বৃষ্ণিগণ মথুরাপুরী পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ গিরি-দুর্গে পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক শোভায় পরিপূর্ণ, দ্বারাবতী নগরে প্রস্থান করিলেন। ঐ নগরী পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে পর্ব্বতশ্রেণী-মধ্যে এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইল যে, কোন শত্রু-নৃপতি বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত উহা আক্রমণ করিলেও সহজে কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

——*-:-*——

চতুর্থ অধ্যায়।

ভগবান্ মনোহর দ্বারাবতী নগর নির্ম্মাণ করিয়া অমাত্যগণসহ সুখে বাস করিতেছেন ইত্যবসরে বিদর্ভাধিপতি রাজা ভীষ্মকের পরমাসুন্দরী রুক্মিণী নাম্নী কন্যার স্বয়ম্বর উপস্থিত হইল। দেবী রুক্মিণী, লোক-মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, শুনিয়া স্বগতঃ চিন্তা করিলেন আমি সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে কি উপায়ে প্রাপ্ত হইব? আমার ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত বিপক্ষ সে কিছুতেই আমাকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবে না; অথচ আমি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। আর যে শুনিতে পাই আমার পিতা ও ভ্রাতা—দেবগণের নৈবেদ্য রাক্ষসের করে সমর্পণের ন্যায়—আমাকে শিশুপালকরে সমর্পণ করিবেন তাহারই বা প্রতিবিধান কি করি? যাহা

হউক আমি সেই অনাথবন্ধু, বিপদভঞ্জন, মধুসূদনেরই শরণাপন্ন হই। তিনি সদয় হইলে এই বিপন্না রমণীকে উপস্থিত সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া নিশ্চয়ই দাসীরূপে গ্রহণ করিবেন। আমি শুনিয়াছি তিনি ভক্তবৎসল, ভক্ত তাঁহার নিকট অনন্য-মনে যাহা প্রার্থনা করেন কল্পতরুর ন্যায় ভগবান্ তাহাই তাঁহাকে প্রদান করিয়া থাকেন, আজ রুক্মিণী হইতে ইহার পরীক্ষা হইবে। দেবী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বিপ্রকে দর্শন করিবামাত্র দেবী সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ দ্বারা তদীয় অর্চ্চনা করিয়া বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর স্বয়ংও আসন পরিগ্রহ করিয়া বিনয়াবনত-বদনে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন হে ব্রহ্মণ! আপনি দয়া করিয়া আমার একটি কার্য্য সম্পাদন করুন। আমি শ্রীকৃষ্ণকে এক খানা পত্র লিখিয়া দিতেছি মহাশয় ঐ পত্রগ্রহণ করিয়া সত্বর কৃষ্ণ-সমীপে দ্বারাবতী গমন করুন। বিপ্র স্বীকৃত হইয়া আনন্দ মনে রুক্মিণীর পত্র গ্রহণ করতঃ যথাসময়ে দ্বারাবতী উপনীত হইলেন।

ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ দ্বারাবতীর শোভা দেখিয়াই বিস্মিত হইলেন। *অনন্তর দিব্যাসনে আসীন পরমানন্দে পরিপূর্ণ জগন্মোহন কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া বিপ্র-জন্ম সফল করিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ ও আচমনীয় দ্বারা বেদ-বিধিমতে ঐ বিপ্রকে অর্চ্চনা করিয়া সমস্ত জগতে বিপ্রের মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। অনন্তর বিশ্বভর্ত্তা ভগবান্ ক্ষুধার্ত্ত ঐ ব্রাহ্মণকে চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন করাইয়া স্বাগত-জিজ্ঞাসা করতঃ কহিলেন হে বিপ্র! আপনি ত স্বধর্ম্মে নিরত আছেন? ধর্ম্মকার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মিতেছে না? রাজ্যে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট থাকিলে প্রজাগণের সর্ব্বত্রই কুশল হইয়া থাকে। দ্বিজগণ, অল্পলাভেও সন্তুষ্ট, অত্যন্ত বিশুদ্ধ স্বভাব, অহঙ্কার শূন্য এবং শান্ত-কর্ম্ম-পরায়ণ। আমি তাঁহাদিগকে শিরস্থিত মণির ন্যায় সর্ব্বদা স্নেহ করিয়া থাকি। ঐ বিপ্র, পালনকর্ত্তা বিশ্বপতির এইরূপ, অনুগ্রহ-সূচক বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন দয়াময়! আমি স্বধর্ম্মে সুখেই বাস করিতেছি। অদ্য ভীষ্মক-রাজ-কন্যা রুক্মিণীর পত্র লইয়া দ্বারাবতী আগমন করিলাম। এই সেই পত্র গ্রহণ করুন।

বেদী রুক্মিণীর পরিণয়।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর পত্র গ্রহণ করিয়া পত্রবাহক ঐ বিপ্রকেই পাঠ করিতে অনুমতি করিলেন। বিপ্র পত্র উন্মোচন পূর্ব্বক কহিলেন হে প্রভো! রুক্মিণী লিখিয়াছেন—"দয়াময় আমি লোকমুখে তোমার রূপ ও গুণ শ্রবণ করিয়া তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। আমি তোমার অযোগ্যা হইলেও দাসী-রূপে এই শরণাপন্না রমণীকে গ্রহণ কর। আমি ঋষিগণের মুখে শুনিয়াছি যে, মহাপাপীও যদি নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তুমি তাহাকেও ঘৃণা না করিয়া আলিঙ্গন করিয়া থাক। আজ রুক্মিণী ঐ আপ্তবাক্যানু-সারে তোমার শরণাপন্ন হইল, প্রিয় ভক্তগণের ন্যায় তাহাকেও আশ্রয় প্রদান কর। হে নাথ! ভ্রাতা রুক্মী, আমাকে শিশুপালের করে সমর্পণ করিবে এইরূপ স্থির করিয়াছেন অথচ আমি মনে মনে তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি। অতএব তুমি যদি দয়া করিয়া আমার সতীত্ব রক্ষা না কর তবে তোমার দয়াময় নামে কলঙ্ক হইবে। হে বিপদ-ভঞ্জন! আমি নিতান্ত বিপদে পড়িয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম একবার আমাকে দাসী বলিয়া মনে করিও। হে প্রভো! ভেক সর্পের মুখে, হরিণী সিংহের মুখে পতিত হইলে যেরূপ বিপদাপন্ন হয়, আজ রুক্মিণীও সেইরূপ বিপন্না হইয়াছে। হে অন্ত-র্যামি! আমি যে ভাবে সময় কাটাইতেছি তাহা সমস্তই তুমি জানিতেছ আমি আর লিখিয়া কত জানাইব? আমি জানি সর্ব্বত্যাগী যোগিগণ, ফল মূল কিম্বা বাতাহার করিয়া তোমার কণামাত্র দয়ালাভ করিবার জন্য উৎকট তপস্যা করিয়া থাকেন। আমি সত্যবাক মুনিগণের নিকট শুনিয়াছি তুমি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের স্বামী, বিশ্বপতি ও বিশ্বাধার। সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়া তুমিই স্বীয় দয়ায় প্রতি পালন করিতেছ। তুমি আপ্তকাম ও আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, আমার ন্যায় কোটী কোটী জীব তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি-তেছে। অতএব হে বিশ্ব-ভাবন! রুক্মিণী কি এই বিপদ সময়ে তোমার স্মৃতিযোগ্যা হইবে? হে দয়াময়! আমি মন প্রাণ তোমাতে সমর্পণ করিয়া তোমার আশায় রহিলাম যাহা উচিত বিবেচনা হয় করিও। তুমি অযোগ্যা বলিয়া রুক্মিণীকে উপেক্ষা করিলে বরং কৃষ্ণোপেক্ষিত কলেবর পরিত্যাগ করিব তথাপি জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতিকে ভজনা করিব না।

যদি বল আমি অন্তঃপুরে বাস করি তোমার সহিত আমার কিরূপে দেখা

হইবে? ইহার উপায় বলিতেছি। আমি স্বয়ম্বরের পূর্ব্বদিনে সখিগণ সঙ্গে করিয়া মহামায়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিতে গমন করিব। অর্চ্চনা সমাপন পূর্ব্বক গৃহে আগমন করিবার সময় আমার রূপ দেখিয়া চতুষ্পার্শ্বের রক্ষক ও অপরাপর দর্শকগণ মোহিতের ন্যায় অবস্থান করিবে। আমি স্বীয় দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া তোমার শরণ লইব তৎসময়ে তুমি শূন্যে থাকিয়া আমাকে গ্রহণ করিও।

অচ্যুত দেবী রুক্মিণীর পত্রীয় বিবরণ অবগত হইয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন হে ব্রহ্মণ! আপনি সত্বর বিদর্ভ গমন করুন। আমার বাক্যে রুক্মিণীকে কহিবেন আমি তদীয় পত্রানুসারে কার্য্য করিতে কদাচ অন্যথা করিব না। হে বিপ্র! আপনি রুক্মিণীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিবেন আমি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সত্বরই বিদর্ভে যাত্রা করিব। এই বলিয়া বাসুদেব ব্রাহ্মণকে পুনর্ব্বার বিদর্ভে পাঠাইয়া দিলেন!

অনন্তর সারথী দারুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে দারুক! সত্বর রথ সজ্জিত কর। আমি অনতিবিলম্বে বিদর্ভযাত্রা করিব। মহামতী দারুক কৃষ্ণাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বিমানের বেশভূষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে বাসুদেব, দিব্যাভরণে স্বীয় অনুপম তনু সুসজ্জিত করিয়া হলধর সাত্যকি প্রভৃতি যাদবগণ ও বহু সংখ্যক যাদব সৈন্য সঙ্গে করিয়া বিমানারোহণে বিদর্ভ যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে কৃষ্ণের রথ বিদর্ভে উপস্থিত হইল। নরপতি ভীষ্মক, বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণকে ভক্তি পূর্ব্বক অভিনন্দন করিয়া যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান করিলেন। অনন্তর দ্বারকানাথ বাসুদেব, বলদেবের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক রুক্মিণীকে ক্ষত্রীয় ধর্ম্মানুসারে হরণ করাই স্থিরসঙ্কল্প করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অধিবাস দিবসে দেবী রুক্মিণী প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন হায়! এখনও যে বিপ্র কৃষ্ণের নিকট হইতে প্রত্যাগমন

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের মূল সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বন করিয়া দেবী রুক্মিণীর পত্র খানা এস্থানে সন্নিবেশিত করা হইল। পরন্তু ইহাকে ভাগবতের মূল শ্লোক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ ও সরল করিতে যত্ন করিয়াছি।

করিলেন না। বোধ হয় শ্রীনিবাস এ দাসীকে উপেক্ষা করিলেন। আমি বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে চাহিয়াছিলাম তাই আশা নিরাশ হইল? হায়! আমি আর কাহার শরণাপন্ন হইব? কে আমাকে কৃষ্ণ প্রদান করিবে? দেবী এইরূপ পরিতাপ করিতেছেন এমত সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র নৃপাত্মজা সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিলেন; কিন্তু কৃষ্ণের অনুকূল কি প্রতিকূল উত্তর শুনিবেন চিত্তে এইরূপ সংশয় উপস্থিত হওয়াতে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। বিপ্র, দেবীকে তদবস্থ দেখিয়া প্রসন্ন বদনে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন অয়ি নৃপাত্মজে! আপনি কি নিমিত্ত বিমর্ষ হইতেছেন, চিন্তা পরিত্যাগ করুন। অচ্যুত আপনার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। অনুগত-বৎসল বাসুদেব পত্র শ্রবণ করিয়াই আপনাকে আশ্বস্ত করিতে আমায় বিদর্ভে পাঠাইয়া দিলেন। অচ্যুত কহিলেন তিনি অদ্যই এখানে আগমন করিবেন।

দেবী রুক্মিণী বিপ্রমুখে শ্রীহরির প্রসন্নতা-সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অনন্তর বিপ্রকে প্রভূত ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। পূর্ব্বদিকে দিনমণি তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ আভা বিস্তার করিলে রাজতনয়া, সখিগণ সঙ্গে বিবিধ পূজোপকরণ গ্রহণ করতঃ কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিতে বাহির হইলেন। বিদর্ভ রাজের আদেশানুসারে বহু-সংখ্যক সৈন্য, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র হস্তে করিয়া রুক্মিণীর চতুষ্পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল। রাজতনয়া, কাত্যায়নীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত জগন্মাতার পূজা করিলেন। অনন্তর দেবীকে অর্চ্চনা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে জগদম্বে! যদি রুক্মিণীর অর্চ্চনায় তুমি কিঞ্চিৎও প্রসন্না হইয়া থাক তবে জননি! এই বর প্রদানকর যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন আজ আমাকে দাসীরূপে গ্রহণ করেন। মা! তোমার ত কিছুই অসাধ্য নাই। আজ অচ্যুতকে আমার পতিরূপে প্রদান কর। জননীগো! অবলার তুমি বিনা আর কে আছে? স্ত্রীগণের দুঃখ আর কে বুঝিবে? হে মাতঃ! দুঃখিনী রুক্মিণীর প্রতি যেন শ্রীহরি প্রসন্ন হন, মা তনয়াকে এই "বর" প্রদান কর।

অনন্তর রাজকুমারী রুক্মিণী, পূজা সমাপনান্তে দেবালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবা মাত্র কৃষ্ণ তাঁহার কর ধারণ পূর্ব্বক আপন রথে আরোহণ করাইয়া দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সমাগত নরপতিগণের মধ্যে হতাশ ও ও রোষ ব্যঞ্জক মহান কোলাহল সমুপস্থিত হইল। তৎকালে যে সকল ক্ষত্র বীর, বাসুদেবের রথগতি-রোধ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন মহাত্মা বলরাম বিশাল বৃক্ষাঘাতে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব রুক্মিণীকে হরণ করিয়া দ্বারাবতী প্রস্থান করিতেছেন এই অসহ্য অবমাননায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া মহারাজ জরাসন্ধ, দন্তবক্র ও শিশুপাল এবং স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত অপরাপর নৃপতিগণ, অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের বিনাশ বাসনায় প্রধাবিত হইলেন। অনন্তর যদুবীরগণও বলদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রতিপক্ষ যোদ্ধাগণের সৈন্য সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষ পরস্পর মিলিত হইলে দেবাসুর সমরের ন্যায় ঘোরতর সগ্রাম উপস্থিত হইল।

অনন্তর উভয় পক্ষে বহু সৈন্য নিহত হওয়ায় রণস্থল যেন রক্তশয্যা-শায়ী নিদ্রিত মানবগণে সমাবৃত বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে যাদবগণ মহা পরাক্রান্ত বলরামের সাহায্যে সমস্ত রাজগণকে পরাস্ত করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে রুক্মিণী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র যুবরাজ রুক্মী শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মহারোষে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অবলীলা ক্রমে রুক্মীকে ধরাশায়ী করিলেন।

ভীষ্মক রাজনন্দিনী স্বীয় সহোদরকে নর্ম্মদাকূলে ধূলি শয্যায় বিলুণ্ঠিত দেখিয়া শোকার্ত্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধারণ পূর্ব্বক রুক্মীর জীবন প্রার্থনা করিলেন। দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর বাসুদেব, দেবী রুক্মিণীকে সঙ্গে করিয়া পরমানন্দে দ্বারাবতী গমন করিলেন।

যদুবীরগণ বিদর্ভ নগর হইতে দ্বারাবতী প্রত্যাবৃত্ত হইলে দ্বারকা নাথ যথা বিধানে রুক্মিণীর পাণি গ্রহণ করিলেন। রামচন্দ্রের জানকী, দেবেন্দ্রের শচী, চন্দ্রের রোহিণী যেরূপ প্রিয়তমা, রুক্মিণীও বাসুদেবের তদনুরূপ প্রণয়িনী

বিপ্র শ্রীদাম ও শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ।

হইলেন।* অনন্তর যথা সময়ে রূপ-গুণ-সম্পন্না পতিপরায়ণা প্রধান মহিষী রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মার্থ-বেত্তা, রণ-কৌশলজ্ঞ দশ পুত্র ও রূপ-লাবণ্যবতী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলেন। পুত্রগণের নাম চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুচারু, ভদ্রচারু এবং চারু; কন্যার নাম চারুমতী। রুক্মিণী ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের আরও সপ্ত প্রধানা মহিষী ছিলেন—যথা ঋক্ষরাজ জাম্ববত কুমারী জাম্বুবতী, সত্রাজিৎ কুমারী সত্যভামা, কলিন্দ কুমারী কালিন্দী, রাজাধিদেব কুমারী মিত্র বিন্দা, অযোধ্যাপতি নগ্নজিত কুমারী নাগ্নজিতী, ছায়াপুত্রী ভদ্রা এবং মদ্ররাজ কুমারী লক্ষণা। এই সকল পট্ট মহিষী ভিন্ন কৃষ্ণের আরও ষোড়ষ সহস্র দেবকন্যা উপমহিষী ছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভে কৃষ্ণের অনেক পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হয়। *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সান্দীপনী মুনির নিকট বেদাধ্যয়ন করিবার সময় শ্রীদাম নামে একজন ব্রাহ্মণ ভগবানের সহিত বেদ পাঠ করিতেন। ঐ বিপ্র পরম ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবের উপাসক ছিলেন। ভগবান বেদাধ্যয়ন সমাপনান্তে মহর্ষি সান্দীপনীর আশ্রম হইতে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলে ঐ বিপ্রও যথা সময়ে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি সুশীলা এক বিপ্র-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। মহামতী শ্রীদাম, অধিক সময়েই হোমাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত থাকেন এবং সময় সময় কৃষ্ণ-গুণ-গান ও কৃষ্ণের রূপ চিন্তা করিতে করিতে এরূপ আত্ম বিস্মৃত হন যে, আহারাদির অন্বেষণ করিতেও ভুলিয়া যান। তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী অন্ন বস্ত্রে নিতান্ত দুঃখ পাইয়া এক দিন স্বীয় পতি শ্রীদামকে কহিলেন হে বিপ্র! আপনি সতত যে কৃষ্ণের গুণ গান ও প্রশংসা করিয়া থাকেন, যাঁহার তুল্য দয়াবান্ ও রূপবান্ এবং সাধু প্রতি-পালক জগতে আর দ্বিতীয় নাই, আমি শুনিয়াছি আপনার সেই পরম সখা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতীর অধীশ্বর হইয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য এখন

* গ্রন্থ বিস্তৃতি ভয়ে ভগবানের অন্যান্য পরিণয়ের বিবরণ দেওয়া হইল না।

তাঁহার অধীন এবং তিনি কখনও যাচককে নিরাশ করেন না। হে বিপ্র! ঈদৃশ দয়াময় জগৎপতি যাঁহার পরম সখা, তাঁহাকেও কি অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত এত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়? হে ব্রহ্মণ! দেখুন আমি অনাহারে নিতান্ত কৃশ হইয়াছি কিন্তু এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও কখন আপনার কার্য্যের বাধা দেওয়া অথবা আপনাকে কটু কথা বলি নাই। অদ্য আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া আমাদের এই অন্ন বস্ত্রে ক্লেশের কথা তাঁহাকে নিবেদন করুন। ভক্তাধীন সেই ভগবান্ আমাদের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিলে নিশ্চয়ই আপনাকে বহুতর ধন প্রদান করিয়া আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করিবেন।

মহাত্মা শ্রীদাম, পত্নীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন অহো! যিনি ইচ্ছা মাত্র স্বীয় ভক্তকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিতে পারেন, যাঁহার কণা মাত্র দয়া লাভ করিতে পারিলেও ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ হয় ভক্তগণ যাঁহার নিকট ভক্তি ব্যতীত নির্ব্বাণ মুক্তিও প্রার্থনা করেন না, আমি তুচ্ছ দারিদ্র্য দুঃখে অভিভূত হইয়া কিরূপে তাঁহার নিকট সামান্য ধন প্রার্থনা করিব? কিন্তু কি করি অন্নাভাবে নিতান্ত ক্লেশ পাইতেছি। অতএব পত্নীর বাক্য প্রতিপালন করাই অবস্থানুসারে কর্ত্তব্য হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীদাম, ব্রাহ্মণীকে কহিলেন অয়ি পতিব্রতে! আমি সখার নিকট নিশ্চয় গমন করিব কিন্তু তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিবেন "হে বিপ্র! আমার জন্য কি খাদ্য আনিয়াছ।" তৎসময় আমি ভগবানের করে কি প্রদান করিব? ব্রাহ্মণী কহিলেন হে বিপ্র! আমি আপনার সখার নিমিত্ত উপহার দিতেছি এই বলিয়া কিঞ্চিৎ তণ্ডুল কণা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া শ্রীদামের উত্তরীয়ের পার্শ্বে বাঁধিয়া দিলেন। বিপ্র শ্রীদাম ঐ তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ দর্শনাভিলাষে পরমানন্দে দ্বারাবতী গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে শ্রীদাম মনে ভাবিলেন অহো! কোথায় সেই ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান আর কোথায় আমি এই মলিন বেশধারী ব্রাহ্মণ

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোক দৃষ্টে এই শ্রীদাম চরিত্র লিখিত হইল। ইহা মূলাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সঙ্খেপ মাত্র।

বিপ্র শ্রীদাম ও শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ।

বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারী সকল আমাকে এইরূপ দীন হীনের বেশ দেখিয়া পুরী প্রবেশ করিতেই দিবেনা। বিশেষতঃ পৃথিবীর সমস্ত রাজগণ এখন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন এ অবস্থায় ভগবান্ আমাকে চিনিতে পারিবেন কি না তাহাও সংশয়ের কথা। যাহাই হউক একবার দ্বারাবতী পর্য্যন্ত গমন করিয়া দেখি নগরেই বা শোভা কিরূপ। অনন্তর বহুপথ গমন করতঃ ঐ বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাবতী নগরে উপনীত হইলেন। নগরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল যেন বৈকুণ্ঠে আসিয়াছেন। ঐ নগরের রাজপথ-সমূহ অতিশয় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। উহার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদ সকল শোভা পাইতেছে। নগরের স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ জলাশয় সকল ফল-পুষ্প-যুক্ত বন সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে দেবালয় সমূহে বেদধ্বনী, শঙ্খ, ঘণ্টা ও দুন্দুভির শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া নগরীকে যেন ব্রহ্মধাম বলিয়া প্রতীত করিতেছে। ঐ নগরী দর্শন মাত্র মনে শান্তি ও আনন্দের প্রবাহ বহিতে থাকে। কোন কোন স্থানে গায়ক সম্প্রদায় শ্রবণ-প্রীতিকর সুতান ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমূহ গান করিতেছে। কোন স্থানে বা প্রহরিগণ বৈকুণ্ঠ নিবাসী দ্বারিগণের ন্যায় সেই বৈষ্ণব ধাম সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। এইরূপ নগর শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে মহাত্মা শ্রীদাম, আনন্দমনে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারীগণকে কহিলেন হে কৃষ্ণচরগণ! তোমাদের প্রভুকে আমার বাক্যে নিবেদন কর যে, শ্রীদাম নামে একজন বিপ্র তাঁহার চরণ দর্শন মানসে দ্বারে দণ্ডায়মান আছে।

দ্বারিগণ বিপ্রের আদেশ অবিলম্বে ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করিল। শ্রীকৃষ্ণ তৎশ্রবণে রক্ষকগণকে অনুমতি করিলেন হে অনুচরগণ! ঐ বিপ্রকে শীঘ্র এ স্থানে আনয়ন কর। অনন্তর সেই মলিন-বেশ-ধারী বিপ্রকে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণচরগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ক্রমে অনেক কক্ষ অতিক্রম করিয়া মহামতী শ্রীদাম, রুক্মিণী দেবীর পরম রমণীয় গৃহ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীদাম দেখিলেন শ্রীহরি রত্নময় সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং ভগবতী রুক্মিণীদেবী পরম ভক্তির সহিত ভগবানের সেবা

করিতেছেন। শ্রীদাম সেই সুপ্রসন্ন ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ কৃষ্ণরূপ দর্শন করিবামাত্র ভক্তিভরে বিহ্বল হইলেন। নেত্রজলে তদীয় বক্ষঃস্থল প্লাবিত, আনন্দে শরীর কম্পিত ও রসনা বাক্য শূন্য হইল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পরম ভক্ত ও সখা শ্রীদামের ঐ অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিয়া সহসা সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগমন করতঃ শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর নিতান্ত মলিন বেশধারী ঐ দরিদ্র বিপ্রের হস্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত স্বীয় রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং মণিমণ্ডিত চামর হস্তে লইয়া ঐ ভক্ত বিপ্রকে স্বয়ং ব্যজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান, দেবী রুক্মিণীকে কহিলেন হে প্রিয়ে! সত্বর সুবাসিত জল আনয়ন কর। আমি স্বয়ং এই বিপ্রের পদ ধৌত করিব। ইনি আমার পরম ভক্ত ও সখা। দেবী রুক্মিণী, ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য-বদনে রত্নময় পাত্রে সুগন্ধ জল আনয়ন করিলে ভগবান স্বীয় হস্তে ঐ ভক্ত ব্রাহ্মণের পাদ ধৌত করিয়া তদীয় পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। শ্রীদাম, কেশবের এই আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। দেবী রুক্মিণী এবং তত্রত্য অপরাপর পরিচারক ও পরিচারিকাগণ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ দেবারাধ্য ভগবানকে ঐ মলিন-বেশধারী বিপ্রের ঐরূপ সেবা করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। এবং এই বিপ্র, কি পুণ্যবলে বাসুদেবকে এরূপ বশীভূত করিয়াছেন—মনে মনে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে সখে! তোমার সহিত অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ হইল যাহা হউক তুমি যে আমাকে বিস্মৃত হও নাই ইহাতেই আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। যে ব্যক্তি আমাকে ভোলেনা আমি কথনই তাহাকে বিস্মৃত হই না। হে সখে! তুমি স্বধর্ম্মে সুখে বাস করিতেছ? ধর্ম্মাচরণে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মিতেছে না? যে রাজার রাজ্যে সাধু ব্যক্তিগণ বিঘ্নবশতঃ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে অক্ষম হন ঐ অলস নৃপতির রাজ্য কথনই চিরস্থায়ী হয় না। তুমি অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া দীর্ঘ পথ পর্য্যটন পূর্ব্বক এ স্থানে আসিয়াছ। হে সখে! আহারীয় অন্ন প্রস্তুত রহিয়াছে, প্রীত মনে সখার উপহার গ্রহণ কর।

এইরূপ কথোপকথনের পর মহামতী শ্রীদাম গোবিন্দের আতিথ্য গ্রহণ

বিপ্র শ্রীদাম ও শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ।

করিয়া অতি সুস্বাদু ও পরম পবিত্র অন্ন ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর আচমণান্তে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া সুখে সমাসীন হইলে দয়াময় কৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন আমার পরম ভক্ত এই বিপ্র ঐশ্বর্য্যের জন্য কখনও আমার উপাসনা করে নাই পরন্তু এক্ষণে পত্নীর অনুরোধে আমার নিকট অর্থাভিলাষী হইয়া আসিয়াছে। অতএব আমি এই বিপ্রকে ত্রিলোক-বাসীর দুষ্প্রাপ্য অর্থ প্রদান করিব এই ভাবিয়া ভগবান্ ঐ বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সখে! তুমি যথাবিধানে বেদ পাঠ সমাপন পূর্ব্বক এক্ষণ গৃহী হইয়াছ। বিশেষতঃ আমার সহিত এই অনেক দিনের পর তোমার সাক্ষাৎ হইল। বল আমার নিমিত্ত কি খাদ্য বস্তু আনিয়াছ? তোমার পত্নী অবশ্যই আমাকে কোন উত্তম বস্তু প্রদান করিয়া থাকিবেন।

শ্রীদাম, সর্ব্বৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ জগৎপতির ঐ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে উত্তরীয়ের কোণে বদ্ধ তণ্ডুলকণা গোপন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ সহসা ঐ বস্ত্রপ্রান্ত গ্রহণ করিয়া কহিলেন হে সখে! তুমি আমার নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট বস্তু আনিয়াও কি নিমিত্ত উহা গোপন করিতে ছিলে? অনন্তর ভগবান্ স্বহস্তে ঐ বস্ত্রের বন্ধন মোচন করিয়া এক মুষ্টি তণ্ডুল ভক্ষণ করিলেন। পরে আর এক মুষ্টি গ্রহণ করিবামাত্র দেবী রুক্মিণী সহসা ভগবানের সেই তণ্ডুল-সমন্বিত দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন হে জগৎপতে! তুমি এক মুষ্টি তণ্ডুল ভক্ষণ করাতেই এই সৌভাগ্যবান্ বিপ্র ত্রিলোকের সমস্ত রত্ন প্রাপ্ত হইবার অধিকারী হইয়াছেন। পরন্তু আর এক মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া এই দাসীকে ক্রীতার ন্যায় ঐ বিপ্রের অধীন করিও না; যেহেতু তুমি দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিলে লক্ষ্মী নিশ্চয়ই এই বিপ্রের নিকট বিক্রীতা হইবেন। অতএব ভগবন্ ক্ষান্ত হও। তোমার ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত লীলা দেখিয়া পরম ভাগবত শ্রীদাম নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। প্রেমাশ্রু প্রবাহিত এবং শরীর ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ গৃহীত তণ্ডুল মুষ্টি পরি-ত্যাগ করিয়া শ্রীদামের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এবং ভক্ত-সঙ্গে বিবিধ কথা প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

মহামতি শ্রীদাম এইরূপে দ্বারাবতীতে কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ভগবানের সেই প্রেমময় মূরতি এবং অলৌকিক ব্যবহার দর্শনে মহামতি শ্রীদাম যেই তুচ্ছ অর্থ গ্রহণের জন্য দ্বারাবতী গমন করিয়াছিলেন তাহার আর উল্লেখ করিতেও অবকাশ পাইলেন না। অনন্তর স্বীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কাঞ্চনময় অট্টালিকা-সমূহ সমুত্থিত হইয়াছে। অনন্তর ঐ বিপ্র স্বীয় পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণ প্রদত্ত ঐ অতুল ঐশ্বর্য্য উপভোগ করতঃ পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। *
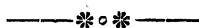
পঞ্চম অধ্যায়।

কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোগ।

বাসুদেব বৈকুণ্ঠোপম দ্বারাবতীতে আনন্দে বিহার করিতেছেন ইত্যবসরে কালচক্র, ভারতের ভাবি অধঃপতন মানসেই যেন এক ভীষণ হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। ক্রমে ঘটনায় সমস্ত ভারত অন্ধকার ক্ষত্র-জলদগণ গম্ভীর ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। দুর্ব্বিনীত ক্ষত্রিয়গণকে সমরশায়ী করিতে যেরূপ আয়োজনের প্রয়োজন হয় তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা

* দ্বারাবতী লীলান্তর্গত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ভিন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরও লৌকিক, অলৌকিক অনেকানেক কার্য্য করিয়াছিলেন যথা—সত্রাজিৎ হইতে প্রাপ্ত "মণির" অন্বেষণ, ইন্দ্রালয় হইতে পারিজাতবৃক্ষ আনয়ন, এক সময়ে বহু শরীর ধারণ করিয়া মহর্ষি নারদকে মোহিত করা, শাল্ব যবন প্রভৃতি দৈত্য বিনাশ ইত্যাদি। আমরা গ্রন্থ-বিস্তৃতি ভয়ে ঐ সকল লীলা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন তাহারই উল্লেখ করিব।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোগ।

রহিল না।. জাতীয় অবনতির সূত্রপাতে মানবগণ যেরূপ প্রকৃতিযুক্ত হয় ঐ সময়ে হিন্দু রাজগণও সেইরূপ স্বভাবযুক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কেহই জন্মভূমির ভাবি অদৃষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। পরন্তু পরস্পর ঘোর বিবাদে প্রমত্ত হইয়া ভারত-বীর-বংস সমূলে ধ্বংস করিলেন। অহো! ঐ ভীষণ কুরুক্ষেত্র-সমরই ভারত সূর্য্যের রাহুস্বরূপ! ঐ স্বার্থান্ধ নৃপতিগণ, আর্য্যগণের উন্নত চরিত্র হারাইয়া জননী জন্মভূমিকে শ্মশান-ভূমি করিয়া চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন!!

কালের গতি রোধ করা কাহারো শক্তি নাই। চক্রপাণি ঐ উপযুক্ত সময় উপস্থিত দেখিয়া স্বীয় মহান্ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে রঙ্গভূমে অবতরণ করিলেন। কেশি, কংস প্রভৃতি দৈত্যগণকে ইতিপূর্ব্বেই নিহত করিয়াছিলেন, এক্ষণ দুর্য্যোধন-প্রমুখ দুষ্ট কুরুগণকে এবং জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে নিধন করিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সফল হয়। ভারতের নৈসর্গিক অবস্থা এবং হিন্দুগণের শান্তি-প্রিয়তা বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল এজন্য ভারতের রাজ-নৈতিক বলও সময় সময়েই দুর্ব্বল হইয়া উঠিত, সমাজে চিরশান্তি বিরাজ করিতে পারিত না, ভারতের বহির্ভাগস্থ নরপতিগণের সহিত না হউক স্বদেশস্থ রাজগণের মধ্যেই নিরন্তর এইরূপ যুদ্ধ বিগ্রহ প্রবাহিত ছিল যে, সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম এবং জাতীয় উন্নতি ঐ ধারাবাহিক নর-শোণিত দর্শনে নিতান্ত ক্লিষ্টের ন্যায় অবস্থান করিত। রাজনৈতিক এই প্রবল সংকীর্ণতা অপনোদন করিয়া সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যকে একজন পরাক্রান্ত ধার্ম্মিক নৃপতির অধীনস্থ করাই (বোধ হয়) শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভিপ্রায় ছিল। পাণ্ডু পুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠিরই ঐরূপ উপযুক্ত রাজা অতএব তাঁহারই পক্ষাবলম্বন করিয়া এই মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে হইবে। ঈশ্বর কার্য্যকালে ভক্ত পক্ষা-বলম্বী হইলেও প্রকাশ্যে কোন পক্ষীয়ই নহেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুক্ষেত্র সমরে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন না। স্বয়ং নিরস্ত্র থাকিয়া অস্ত্রধারী ভারতের সমস্ত দুষ্ট নরপতিগণকে নিহত করিতে হইবে। অহো! কি আশ্চর্য্য চক্র! কি বিস্ময়কর চাতুরী!!

চলুন পাঠকগণ! দেখা যাক্ চক্রপাণির কালচক্র কুরুক্ষেত্রের ঘটনাবলী

কিরূপ সজ্জায় সাজাইল। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ পাণ্ডু লোকান্তর গমন করিলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব ও আর্য্যা কুন্তী হস্তিনায় গমন করিয়া মহারাজ ধৃত-রাষ্ট্রের আশ্রয়ে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। মহানুভব ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় লালন পালন করাতে পিতৃ-হীন হইয়াও পাণ্ডবগণ তদীয় স্নেহে পিতৃ-বিয়োগ-দুঃখ অনুভব করিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহারা যথাবিধি সংস্কৃত হইয়া বেদ বেদাঙ্গ ও ধনুর্ব্বেদাদিতে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

কালক্রমে পাণ্ডুপুত্রগণ যৌবনে পদার্পণ করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ন্যায়ানুসারে যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সেই অমিততেজা পাণ্ডবগণ বয়স্ক হইতে না হইতেই অনেকানেক ভূপালগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য,নম্রতা, সরলতা এবং সেবকের প্রতি দয়া সমানের সহিত বন্ধুতা; মহাবল ভীমের অসা-ধারণ পরাক্রম, অর্জ্জুনের অলৌকিক অস্ত্রশিক্ষা-দর্শন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বলবতী চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মনোগত সমুদায় সাধু ভাবই ক্রমে দূষিত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে সুবলনন্দন শকুনির মন্ত্রণায় দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইল। "তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বিদুর আকার ইঙ্গিতে কৌরবগণের দুষ্ট অভি-প্রায় বুঝিতে পারিয়া যাহাতে দেবী কুন্তী অনাথ পাণ্ডবগণসহ অনায়াসে পলায়ন করিতে পারেন এই অভিপ্রায়ে এক খানা নৌকা প্রস্তুত করাইলেন। নৌকা প্রস্তুত হইলে মহাত্মা বিদুর কুন্তীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন হে শুভে! কুরুকুলের কীর্ত্তিনাশক বিপরীত বুদ্ধি রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বধর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব তুমি এই নৌকা আরোহণ করিয়া সন্তানগণসহ শীঘ্র পলায়ন কর। এইরূপ না করিলে তোমাদিগের প্রাণরক্ষা হইবার অন্য উপায় দেখি না। আর্য্যা কুন্তী, বিদুরের নিদারুণ বাক্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং পিতৃহীন পাণ্ডবগণকে সঙ্গে লইয়া ভিখারিণীর ন্যায় নৌকারোহণ করতঃ গঙ্গা পার হইলেন। পরে বিদুর

জতুগৃহ-দাহ।

যে কিছু ধনাদি দিয়াছিলেন তাহা সঙ্গে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রমণীয় কাননে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে এক নিষাদী পঞ্চপুত্র সহিত ঐ জতুগৃহে নিদ্রিত ছিল। রজনীতে পুরোচন সেই জতু-গৃহে অগ্নি প্রদান করিলে, উহারা ছয়জন ভস্মসাৎ হইয়া গেল এবং দুর্ম্মতি ম্লেচ্ছাধম পুরোচনও ভস্মাবশেষ হইল। নিষাদীও তাহার পঞ্চপুত্রে ভস্মীভূত হওয়াতে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা মনে করিল কুন্তীই পঞ্চপুত্র সহিত অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে, বিদুরের পরামর্শে সন্তান-গণের সহিত প্রস্থান করিয়াছেন সে বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না।”

পাণ্ডবগণ এইরূপে পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কথন ভিক্ষান্ন, কথন কোমল পত্র, কথন বা ফল মূল ভক্ষণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে অরণ্যে দিনপাত করিতে লাগিলেন। দুরদৃষ্ট কর্তৃক বিড়ম্বিত হইয়া মহানুভব পাণ্ডুপুত্রগণ বৃক্ষ-ছায়াকেই উত্তম প্রাসাদ, ধূলীকেই সুকোমল শয্যা, জ্ঞান করিলেন। আর্য্যা কুন্তী, স্বামী বিচ্ছেদেও তাদৃশ বিষণ্ণা হন নাই, অধুনা পুত্রগণের দুঃখে যাদৃশ দুঃখিতা হইলেন। ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ, অলৌকিক ধৈর্য্যশালী যুধিষ্ঠির উপস্থিত বিপদে অবসন্ন না হইয়া কেবল সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরান্তে বৎসর, অতিবাহিত হইতে লাগিল কিন্তু রাজ্য প্রাপ্তির কোনও সুযোগ উপস্থিত হইল না।

এই সময়ে মহারাজ দ্রুপদ, তাঁহার রূপলাবণ্যবতী কন্যা দ্রৌপদীর উপ-যুক্ত পাত্র পাইবার মানসে এক সুদৃঢ় শরাসন নির্ম্মাণ করাইলেন এবং কৃত্রিম আকাশ যন্ত্রের মধ্যে এক “লক্ষ্য” সংস্থাপন পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি এই শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া “ লক্ষ্য ” বিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন তাঁহাকেই আমি কন্যা দান করিব।

এইরূপ ঘোষণা শ্রবণে চতুর্দ্দিক হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বয়ম্বর দিবসে সমাগত রাজা ও অপরাপর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আর্য্য সন্তানগণ স্ব স্ব উপযুক্ত আসন পরিগ্রহ করিলে স্বয়ম্বর দর্শনেচ্ছু পাণ্ডবগণও ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ব্রাহ্মণ গণের মধ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

" অনন্তর দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশ ভূষা পরিধান পূর্ব্বক বিচিত্র স্বর্ণহার গ্রহণ করিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। সভাস্থ মানবগণ নির্ব্বাক্ হইলে, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিলেন হে সমাগত রাজগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, এই ধনুর্ব্বাণ ও লক্ষ্য উপস্থিত আছে যিনি ঐ আকাশ যন্ত্রের ছিদ্র দ্বারা পঞ্চশর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য পাতিত করিতে পারিবেন মদীয় ভগ্নী কৃষ্ণা সেই মহাবাহুরই ভার্য্যা হইবেন সন্দেহ নাই।"

"ক্রমে শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি ক্ষত্রগণ শরাসনে জ্যা সংযোগ করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে "মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরাসনে শর সন্ধান করিলেন। দ্রৌপদী কর্ণের ব্যবসায় দর্শনে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন—"আমি সূত-পুত্রকে বরণ করিবনা" এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। *

---

* মহর্ষি বেদব্যাস যোগবলে মানবচরিত্রের সম্পূর্ণ উৎকর্ষতা অবগত ছিলেন,মহর্ষি বাল্মীকি ভিন্ন অন্য কোন কবিই তাঁহার ন্যায় চরিত্র গঠনে সমর্থ হন নাই। মহর্ষি ব্যাসদেব, আর্য্য-মহিলাগণের যতগুলি চরিত্র তৎ প্রণীত পুরাণ শাস্ত্রে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার এক একটি চরিত্র এক এক গুণের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। ঐ যে অগ্নির ন্যায় তেজস্বিনী, বনদেবীর ন্যায় বেশধারিণী মহিলা, স্বীয় মৃতপতিকে কোলে করিয়া ভয়ানক বনে ভীষণ কালের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বর চাহিতেছেন, ইঁহার নাম সাবিত্রী। আর ঐ যে অনুপম রূপবান, সন্ন্যাসী মহারাজ নলের ঊরুদেশে মস্তক রাখিয়া মহারণ্যে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছেন, ইনি দময়ন্তী—ইহাঁরা হিন্দুরমণীর পতিপরায়ণতার আদর্শ। ঐ যে পঞ্চ শিশুপুত্রকে সঙ্গে করিয়া মহাবনে একটী ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে সিংহীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ইহাঁর নাম 'কুন্তী'। আর ঐ যে হস্তিনায় অন্ধ নৃপতির বামপার্শ্বে বসিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও রাজগণে পরিপূর্ণ কৌরব সভায় মহাত্মা বাসুদেবের সাক্ষাতে স্বীয় দুর্বৃত্ত পুত্র দুর্য্যোধনকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন ইনি গান্ধারী—ইহাঁরা আর্য্য মহিলাগণের বীর মাতার আদর্শ। আর এই যে মহা সমারোহ-পূর্ণ স্বয়ম্বর সভা মধ্যে " পিতা ভ্রাতা সকলের সমক্ষে বলিয়া উঠিলেন " আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না এই অদর্শ মহিলা, শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত, পাণ্ডবগণের জয়লব্ধ-লক্ষ্মী এবং ক্ষত্র বীরগণের আদর্শ পত্নী। স্ত্রী চরিত্রের সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণ

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

যদুপ্রবীর শ্রীকৃষ্ণ ঐ সভায় সমাসীন ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেবের কথা স্বীয় ভ্রাতা বলদেবকে জানাইয়া বিপদাপন্ন ভক্তগণকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ ব্যতীত ঐ সভায় অন্য কোন ব্যক্তিই পাণ্ডবগণকে চিনিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপেই মোহিত ছিলেন এজন্য ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণের প্রতি কেহই লক্ষ্য করেন নাই।

লক্ষ্য ভেদ করিতে সভাস্থ সমস্ত রাজগণই ক্রমে ক্রমে অকৃতকার্য্য হইলে কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুন সেই শরাসনে জ্যা রোপন ও শর সন্ধানের মানসে ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ধনুকের নিকট গমন করিতে দেখিয়া কেহ আনন্দিত, কেহবা বিমনা হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ বা পরস্পর কহিতে লাগিলেন দেখ! এই ব্রাহ্মণ মতিচ্ছন্ন হইয়াই হউক অথবা কন্যার রূপে মোহিত হইয়াই হউক পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। কেহবা কহিলেন দেখ! জামদগ্ন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে একাকী পরাভব করিয়াছিলেন, মহামুনি অগস্ত্যও স্বীয় ব্রহ্মতেজ-প্রভাবে অগাধ জলনিধি শোষণ করিয়াছিলেন, অতএব এই ব্রাহ্মণ-তনয় বোধ হয় কৃতকার্য্য হইবেন।

"অর্জ্জুন শরাসন সমীপে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের ঐ কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। শিশুপাল প্রমুখ রাজগণ যে লক্ষ্য ভেদ করিতে বিফল-মনোরথ হইয়াছেন, অর্জ্জুন শরাসনে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক পঞ্চ শর দ্বারা সেই দুর্ভেদ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন।"

"উপস্থিত নৃপতিগণ এইরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া ক্রোধ ও দ্বেষ বশতঃ

গুলি মূর্ত্তিমান হইয়া যাজ্ঞসেনিতে বর্ত্তমান ছিল। এই বীর-বনিতা কুরু সভায় ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি মহাপ্রাজ্ঞ ক্ষত্রগণকে নির্ভয়ে বলিয়াছিলেন "কুরু বংশীয়গণের কিঞ্চিন্মাত্র সত্ত্ব নাই।"

একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন দেখ! এই বুদ্ধি-বিহীন দ্রুপদ রাজা স্বীয় কন্যাকে ব্রাহ্মণসাৎ করিতে উদ্যত হইয়া প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের অবমাননাই করিতেছেন। অতএব এই দুরাত্মা নৃপাধমকে স-পুত্রে বিনাশ কর। আর যদি এই কন্যা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও বরণ না করে তবে উহাকেও অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিব।"

রাজগণ এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া দ্রুপদরাজাকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করায় তিনি ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর প্রবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও অর্জ্জুন শরাসন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থী নৃপতিগণের সম্মুখীন হইলেন।

"এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর্য্য বলদেবকে কহিলেন আর্য্য! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন ইনিই অর্জ্জুন। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছেন ইহার নাম বৃকোদর। ভীম ব্যতিরেকে যুদ্ধস্থলে ঈদৃশ পরাক্রম দেখাইতে পারে পৃথিবীতে এমন বীর আর কে আছে? এবং ঐ যে কমললোচন গৌরবর্ণ পুরুষ, অগ্রে অগ্রে বিনীত ভাবে গমন করিতেছেন ইনিই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর এই সকুমার কুমার দ্বয়কে দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহারাই নকুল ও সহদেব। শুনিয়াছিলাম যে পৃথা পুত্রগণ সহ সেই ভয়াবহ জতুগৃহ দাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন তাহা সত্য বটে। এই সমস্ত শ্রবণান্তর বলদেব, শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বাসুদেব! পিতৃস্বসা পৃথা এবং পাণ্ডবগণ যে ঐ ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন ইহা আমাদেরই পরম সুখের কারণ জানিবে।"

এদিকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজগণের সমরস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। মহাবীর কর্ণ, অর্জ্জুনের সহিত এবং প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ শল্য, বৃকোদরের সহিত রণরঙ্গে মত্ত হইয়া আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্বর স্থল মহাকোলাহলে পূর্ণ হইল। ভয়াকুল ব্রাহ্মণ সকল এবং অপরাপর দর্শকগণ দূরে পলায়ন করিয়া রাজগণের মত্ততা দেখিতে লাগিলেন। অধিক সময় যাইতে না যাইতেই বীরমদে-মত্ত শল্য প্রভৃতি

যোদ্ধাগণ অর্জ্জুন ও ভীমের অমিত পরাক্রমে পরাজিত হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হইলেন।'

অভিমানে-পরিপূর্ণ নৃপতিগণ এইরূপে হতগর্ব্ব হইয়া অগত্যা শান্তিপথ অবলম্বনই উচিত বোধ করিলে "শ্রীকৃষ্ণ রাজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিনীত বচনে কহিলেন হে ভূপালবৃন্দ! ইহাঁরাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, তোমরা ক্ষান্ত হও আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" বিস্ময়াবিষ্ট রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বিরত হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

ভীম অর্জ্জুন এইরূপে সমস্ত রাজগণকে পরাভব করিয়া অসামান্য রূপবতী যাজ্ঞসেনীকে লাভ করিলেন। অনন্তর পার্থ, দ্রৌপদীর হস্তধারণ পূর্ব্বক বিপ্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অতি সাবধানে গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে পুত্র-বৎসলা পৃথা পুত্রগণের ভিক্ষা লইয়া আশ্রমে আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়ায় নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত ভার্গবকর্ম্মশালায়, জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন মাতঃ! অদ্য আমরা ভিক্ষায় এক আশ্চর্য্য বস্তু পাইয়াছি। তৎ শ্রবণে দেবী কুন্তী বিচার না করিয়াই কহিলেন "হে বৎসগণ! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা পঞ্চ সহোদরে বণ্টন করিয়া গ্রহণ কর"। পরে তিনি ভিক্ষারবস্তু দ্রৌপদীকে দেখিয়া স্বীয় বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক নিতান্ত লজ্জিতা হইলেন।

সমস্ত রাজগণ স্বয়ম্বর সভা পরিত্যাগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা বলদেবকে সঙ্গে করিয়া ভার্গব কর্ম্মশালায় গমন করিলেন। "অনন্তর বাসুদেব, পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের চরণ-বন্দন পূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান এবং মহাত্মা বলদেবও ঐরূপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে পাণ্ডবেরা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব পিতৃস্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করিলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সাদর সম্ভাষণ ও কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন হে বাসুদেব! আমরা গোপনে এ স্থানে বাস করিতেছি, তুমি কিরূপে ইহা জানিতে পারিলে? কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন রাজন্! অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইলেও অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়। পাণ্ডব ব্যতীত মনুষ্য লোকে অন্য কোন্ ব্যক্তি এইরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে? হে মহারাজ! ভাগ্যবলে

আপনারা সেই ভয়ঙ্কর পাবক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং আমাদিগেরই অদৃষ্টবলে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণেরও তদীয় অমাত্যের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে নাই। এইক্ষণে আপনাদিগের হতপ্রায় মঙ্গল পুনর্ব্বার উদ্ভূত হউক। ইন্ধনযুক্ত অগ্নির ন্যায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিলাভ করুন। প্রার্থনা করি রাজগণ যেন আপনাদিগের অজ্ঞাতবাস জানিতে না পারেন। অনন্তর পাণ্ডবগণের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া বাসুদেব, স্বীয় ভ্রাতা বলদেবকে সঙ্গে লইয়া আপন স্কন্ধাবারে প্রস্থান করিলেন।" *

"অনন্তর আর্য্যা কুন্তীর বাক্যে মহর্ষি ব্যাসদেব অনুমোদন করিলে মহামতী দ্রুপদরাজ স্বীয় কন্যা যাজ্ঞসেনীকে পঞ্চপাণ্ডবের করে সম্প্রদান করিলেন। বেদ-বিধি-মতে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে ইন্দ্র-প্রতিম পাণ্ডবগণ ভার্য্যার সহিত পাঞ্চাল রাজপুরে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।"

"অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবগণকে যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্যমণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মনোহর বস্ত্র, রথ অশ্ব প্রভৃতি প্রদান করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণপ্রেরিত ঐ সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

"পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে হস্তিনায় আনিবার নিমিত্ত মহামতী বিদুরকে পাঠাইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ "মহারাজ দ্রুপদ ও পরম সহায় শ্রীকৃষ্ণের বাক্যানুসারে কৃষ্ণা ও যশস্বিনী কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ ও বিদুরের সহিত হস্তিনা নগরে গমন করিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার মর্ম্ম অবধান কর।

---

* পাঠক মহোদয়গণ! অদ্যাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের প্রথম সাক্ষাৎ এতৎপূর্ব্বে পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলেও পরিচয় ছিল না। প্রথম মিলনে কিরূপ আলাপ ব্যবহার হইল ইহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা দৌপদীর স্বয়ম্বরের অনেক স্থানই কালিপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে যাইয়া বাস কর এইরূপ হইলে দুর্য্যোধনাদির সহিত তোমাদের আর বিবাদের আশঙ্কা থাকিবে না।”

পাণ্ডবগণ অর্দ্ধ রাজ্য প্রাপ্তির অনুমতি পাইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকার ও তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অবিলম্বে অতীব সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। মহাবীর বাসুদেবও পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডবনগরে রাখিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন।”

——*○*——

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতীতে বাস করিতেছেন ইতিমধ্যে এক দিন সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে সমস্ত বৃষ্ণিক ও যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, পরিবার ও বন্ধুগণের সহিত সূর্য্যগ্রহণ দিবসে কুরুক্ষেত্রে গমন করিবেন, এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব, বিদুর, কৃপ, ভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, নগ্নজিৎ প্রভৃতি নৃপতিগণ, বেদব্যাস, নারদ, ভৃগু, মরীচি, বশিষ্ঠ, অত্রী, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ, কৃষ্ণ-দর্শন-মানসে সেই পরম পবিত্র কুরুক্ষেত্রে যথাসময়ে উপনীত হইলেন। এই সময়ে গোপরাজ নন্দও ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া যশোদা ও কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত ব্যাকুল অপরাপর গোপ-গোপিগণকে সঙ্গে লইয়া সন্তাপহারী কৃষ্ণ-মুখ নিরীক্ষণ করিতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর ঋষিগণ, নৃপতিগণ ও বৃন্দাবনবাসী গোপগণ, সকলে একত্র হইলে কুরুক্ষেত্র মহাসমারোহে পরিপূর্ণ হইল। পরস্পর সম্বন্ধানুযায়ী অভিবাদনাদি হইতে লাগিল। দেবী কুন্তী, ঐ সময় বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ভ্রাত! সৌভাগ্যক্রমে অদ্য তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ

হইল। কি আশ্চর্য্য দুঃসময় উপস্থিত হইলে আত্মীয়গণও উপেক্ষা করিয়া থাকেন! তৎশ্রবণে মহাত্মা বসুদেব, স্বীয় ভগ্নীর অসময়ে পতি-বিয়োগ এবং শিশু পাণ্ডবগণসহ জতুগৃহ-দাহ হইতে মুক্ত হইয়া ভীষণ অরণ্যে ভিখারিণীর ন্যায় বাস প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুরবস্থা সকল স্মরণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন হে শুভে! এ সংসারে সুখ দুঃখ সকলই কর্ম্মাধীন। ভগবান্ জগদীশ্বর কর্ম্মানুসারেই জীবের সুখ দুঃখ বিধান করিয়া থাকেন। সেই মহানুপুরুষ কখন রাজাকে দীন হীন ভিখারী, কখন বা ভিখারীকে রাজা করিতেছেন। অতএব পূর্ব্বানুভূত দুঃখ সকল স্মরণ করিয়া আর ব্যথিত হইও না। দেখ! আমরাও সেই ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন হইয়াই যথাসময়ে তোমাদের সাহায্য করিতে পারি নাই।

তৎপর মহাত্মা বসুদেব বৃন্দাবনবাসী-সঙ্গে গোপরাজ নন্দকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক যথোচিত অভ্যর্থনা করতঃ কহিলেন হে গোপরাজ! আমরা ঐশ্বর্য্য-মদে-মত্ত হইয়া তোমার পূর্ব্বকৃত মিত্রতা ভুলিয়াছি। হে রাজন্! অর্থ, মনুষ্যগণকে প্রায়ই ন্যায়পথ হইতে বিচলিত করিয়া থাকে। দেখ! তুমি পরম উপকারী বন্ধু হইলেও আমরা তোমার সহিত যথোচিত মিত্রতা রাখিতে পারি নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অত্যন্ত দুঃসময়ে তোমারই অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে, যাদবগণ এ নিমিত্ত তোমার নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণি জানিবে। যাদবগণের এরূপ সাধ্য নাই যে, তোমার ঐ ঋণ কোন ক্রমেও পরিশোধ করিতে পারেন।

অনন্তর সমাগত রাজা, ঋষি ও অপরাপর ব্যক্তিগণ সকলেই কৃষ্ণ-দর্শন মানসে তৎসন্নিধানে গমন করিলেন। ভগবান্ সেই সময় স্বীয় পটমণ্ডপে ভ্রাতা বলদেবের সহিত দিব্যাসনে প্রশান্তভাবে সমাসীন ছিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ, পিপাসিত চাতকের মেঘ-বারিপানের ন্যায়, অনিমিষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের অনুপম রূপ দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর যশোদা বহুদিনের পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে প্রাপ্ত হইয়া স্নেহে এরূপ অভিভূত হইলেন যে, বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিবার শক্তি রহিল না; পরন্তু কৃষ্ণ ও বলদেবকে দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া স্বীয় ক্রোড়ে সংস্থাপন পূর্ব্বক কেবল নেত্রজলেই তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। ঐ সময় অন্যান্য

প্রভাস-মিলন।

গোপ ও গোপিগণ এক মনে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মনোহর রূপ দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

অতঃপর ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দকে কহিলেন হে পিতঃ! আমরা অনেকদিন যাবৎ আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে বাস করিতেছি। আপনারাত এ নিমিত্ত আমাদের প্রতি পূর্ব্ব-স্নেহবিহীন হন নাই? আমি যুদ্ধাদি বহুকার্য্যে লিপ্ত থাকায় আর বৃন্দাবনে যাইতে পারি নাই পরন্তু ইহাতেও যে আপনারা আমাকে বিস্মৃত হন নাই ইহাতে আমি পরম প্রীত হইয়াছি। হে পিতঃ! যেজন আমাকে বিস্মৃত না হয় আমি কদাচ তাহাকে ভুলি না এবং সেই ব্যক্তি আমার শান্তিময় ধাম অচিরাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মহাত্মা নন্দকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, গোপিগণকে ইঙ্গিত করতঃ অন্য এক নির্জ্জন পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভক্ত-শ্রেষ্ঠ গোপিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ব্রজাঙ্গনাগণ! তোমরা হয়ত আমাকে অকৃতজ্ঞ ও নির্দ্দয় মনে করিয়া থাকিবে; যেহেতু তোমরা আমাকে পরমভক্তি করিলেও আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এত কাল অন্যত্র রহিয়াছি। অথবা আমি তোমাদিগকে ভুলিয়াছি এই বিবেচনায় তোমরাও আমাকে ভুলিয়া থাকিবে। কিন্তু দেখ! "আমি সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ এবং সমস্ত জগৎ মহা-প্রলয় সময়ে আমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ যেমন সমস্ত পদার্থের বাহিরেও অন্তরে বিদ্যমান আছে আমিও সেইরূপ সকল বস্তুর অন্তরেও বাহিরে বিরাজ করিতেছি। সমস্ত পদার্থেই পৃথিবী জল, প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত বর্ত্তমান আছে এবং জীবাত্মা ঐ ভূত সকল হইতে-উৎপন্ন যে শরীর তাহাতে কর্ম্মের ফল-ভোক্তারূপে বাস করিতেছেন। তোমরা ঐ অচেতন পঞ্চ-মহাভূত এবং চেতন জীবকে, অক্ষর, পরব্রহ্ম-স্বরূপ আমাতে প্রতিভাত দর্শন কর।" (ভাগবত ১০ স্ক। ৮২ অ ৩২। ৩৩ শ্লোক)

"গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ আধ্যাত্মিক বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ দ্বারা পঞ্চকোষ (অর্থাৎ লিঙ্গদেহ) ভেদ করিয়া

মায়াতীত ও অব্যক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সমাধি অবসানে পরম যোগী ও আদর্শভক্ত, ব্রজবালাগণ, ভগবান্ কেশবকে কহিলেন—অগাধ প্রজ্ঞাবান্ যোগীদিগের হৃদ্‌পদ্মে চিন্তনীয়, সংসারী জীবের সংসার-সাগর পার হইবার আশ্রয়-স্বরূপ,পদ্মনাভের পাদপদ্ম-দ্বয়, গৃহস্থ হইলেও আমাদের মনে সর্ব্বদা উদিত হউক।”

ভাগবত ১০ স্ক। ৮২অ ৩৪—৩৫ শ্লোক।

“গোপিগণকে দিব্য-জ্ঞান প্রদানে কৃতার্থ করিয়া ভগবান্ স্বীয় বন্ধু পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণাদি করিতেছেন এমত সময়ে নারদাদি মহর্ষিগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণকে দেখিবা মাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্বর আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্যার্ঘ এবং আচমনীয় দ্বারা ঐ ব্রহ্মর্ষিগণকে অভ্যর্থনা করতঃ কহিতে লাগিলেন হে ঋষিগণ! অদ্য আমাদের পরম সৌভাগ্য; যেহেতু দেবগণও যে সকল সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণকে সহজে দেখিতে পান না, অদ্য আমরা সেই সাধুগণকে সমাগত দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। ভক্তের মানদাতা কেশবের সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ উত্তর করিলেন হে সাধু-প্রতিপালক! অদ্য আমাদেরই শুভদিন কেন না আমাদের একমাত্র গতি ও আরাধ্য, নির্গুণ ও সর্ব্বগুণাধার তোমাকে সামান্য মানবের ন্যায় লীলা করিতে দেখিয়া আমরা ক্ষণে ক্ষণে চমৎকৃত ও ক্ষণে ক্ষণে পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব যোগানুষ্ঠান সার্থক মনে করিতেছি। হে মায়াধীশ! আমরা তোমার অনুগ্রহেই সমস্ত-যোগবিভূতি এবং ত্রিলোকবাসীর পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অতএব তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। শ্রীকৃষ্ণ, ঋষিগণের ঐ বাক্য শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া আর কোনরূপ উত্তর করিলেন না।”

“অনন্তর মহাত্মা বসুদেব ঐ সকল ঋষিগণের অনুমতি লইয়া ঐ গ্রহণ উপলক্ষে বিবিধ দান ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। যজ্ঞাবসানে সমাগত ঋষিগণ, রাজগণ, ও পাণ্ডবাদি বন্ধুগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। মহাত্মা নন্দও অপরাপর গোপগণের সহিত তিন মাস কাল তথায় বাস করিয়া কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ অসহ্য

হইলেও পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে গমন করিলেন। বৃষ্ণি ও যাদবগণ বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত দ্বারকায় গমনকরিলেন।” *

“অনন্তর এক দিবস রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষি নারদের পরামর্শে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে কৃতসংকল্প হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ করা অতি দুঃসাধ্য। কেবল আমার মতে উহা উত্তম হইলেও সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া যজ্ঞারম্ভ করা উচিত নহে। অতএব আমাদের পরম মিত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছুই করিব না। কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ। তিনি অবশ্যই এবিষয়ে আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন। ধর্ম্মরাজ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণ সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন।”

“ভগবান্ চক্রপাণি, দূতমুখে যুধিষ্ঠিরের দর্শনাকাঙ্ক্ষা শুনিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে সমাগত দেখিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর অভ্যর্থনাদি শেষ হইলে বাসুদেব পিতৃ-স্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্যান্য সুহৃদ্গণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন।” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রয়োজন জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে কৃষ্ণ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। এই যজ্ঞ যে ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত নহে, যেরূপে উহা নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহা তোমার বিদিত আছে। দেখ! যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর, কেবল সেই ব্যক্তিই রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন। আমার অন্যান্য বন্ধুগণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া

---

* শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্ক। ৮২—৮৪ অধ্যায় হইতে, মূল শ্লোক অবলম্বন করিয়া এই “প্রভাসমিলন লীলাটী লিখিত হইল। ইহাতে গোপিগণের জ্ঞান সম্বন্ধীয় অবস্থার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ বর্ণিত হইয়াছে এবং এতৎ পাঠে আমাদের দেশে “প্রভাসমিলন” যাত্রাদিতে যে ভাবে প্রচলিত আছে তাহা যে অসম্পূর্ণ ও শাস্ত্র সম্মত নহে পাঠকগণ! তাহাও বুঝিতে পারিবেন। ইচ্ছা হইলে মূল গ্রন্থ দেখিবেন।

উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষ প্রকাশ করে না, কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয় বাক্য কহেন, কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয় তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! এই পৃথিবীতে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা অধিক সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষ রহিত ও কাম, ক্রোধাদি বর্জ্জিত অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।"

"কৃষ্ণ কহিলেন হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বগুণান্বিত অতএব রাজসূয় করা আপনার পক্ষে অবিধেয় নহে। আপনি সর্ব্বথা রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র সন্দেহ নাই। আপনি সমস্তই জানেন তথাপি আপনাকে কিঞ্চিৎ কহিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি সম্রাট তুল্য গুণশালী অতএব আপনার সম্রাট হওয়া নিতান্ত মঙ্গল-জনক। কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি কখনই রাজসূয়ানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। সে বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুরাত্মা, রাজসূয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল, পরে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিতে যত্ন করিতেছে। আমরা ঐ বর-গর্ব্বিত জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিয়াছি। হে রাজন্! যদি আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মানস থাকে তবে অগ্রে জরাসন্ধ-কর্তৃক-বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও দুরাত্মা জরাসন্ধকে বধ করিবার নিমিত্ত যত্ন করুন। হে কুরুনন্দন! আমার এই মত, এক্ষণে আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয় বলুন।" *

---

* পাঠক মহোদয়গণ! ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ হইয়াও কি নিমিত্ত জরান্ধকে ভয় করিতেন ইহার কারণ অতি সংক্ষেপে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "জরাসন্ধ তপস্যা দ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মার প্রীতি সম্পাদন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে "বর" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, যাদবগণ তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না। এ জন্যই কৃষ্ণ-হস্তে এ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ পাইয়াছেন।

জরাসন্ধ বধের উদ্যোগ।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন হে মহাভাগ! জরাসন্ধের দৌরাত্ম্য দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি কারণ আমি তোমারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি যখন তুমিও সেই বর-দর্পিত জরাসন্ধকে ভয় কর, তখন আমি,আর কি করিয়া আপনাকে বলবান জ্ঞান করিব? তুমি, বলরাম, ভীম ও অর্জ্জুন এই চারি জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিবে,আমি পুনঃ পুনঃ এই চিন্তাই করিতেছি; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা বল। আমি তোমার মতানুসারেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি।"

" কৃষ্ণ কহিলেন হে রাজন্! অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে সঙ্গে করিয়া আমি জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত মগধে যাইতে ইচ্ছা করি"। আমরা নীতিমার্গানুসারে স্বীয় রন্ধ্র আবরণ পূর্ব্বক শত্রুকে রন্ধ্রে আক্রমণ করিলে কি নিমিত্ত জয়লাভে কৃতকার্য্য না হইব? বুদ্ধিমান্ নীতিজ্ঞেরা কহেন শত্রু বহু সৈন্যের অধীশ্বর এবং বলবান্ হইলে তাহার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করা অনুচিত, ইহা আমারও অভিপ্রেত। আমরা গোপনে শত্রু গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করতঃ আমাদের কার্য্য সাধন করিব। দুরাত্মা জরাসন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া রাজ-লক্ষ্মী ভোগ করিতেছে আমি তাহাকে নিধন করিতে লক্ষ্য করিয়াছি।

"আমরা তিন জনে নির্জ্জনে আক্রমণ করিলে জরাসন্ধ অবশ্যই এক জনের সহিত সংগ্রাম করিবে। সে অবমাননা, লোভ ও বাহুবলে উত্তেজিত হইয়া ভীমের সহিতই যুদ্ধ করিবে সন্দেহ নাই, যম যেমন উদ্ধত লোকের বিনাশে সমর্থ হন সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও জরাসন্ধকে সংহার করিতে পারিবেন। অতএব যদি আপনি আমার হৃদয়জ্ঞ হন এবং যদি আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকে তবে শীঘ্র ভীম ও অর্জ্জুনকে ন্যাস-স্বরূপ আমার হস্তে সমর্পণ করুন।"

"ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর প্রফুল্ল মুখে উপবিষ্ট ভীম ও অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন হে শত্রু-নিসূদন! তুমি আর ঐরূপ কহিও না, তুমি পাণ্ডবগণের অধিপতি, আমরা তোমারই আশ্রিত, তুমি যাহা যাহা কহিলে তাহা সকলই সত্য। অতএব কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অর্জ্জুন তোমার অনুগমন করুক এবং ভীম, অর্জ্জুনের

অনুগমন করুক তাহা হইলেই বিক্রম, নীতি, জয় ও বল সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।”

“বিপুল-তেজা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণান্তর ভীম ও অর্জ্জুনকে সঙ্গে করিয়া তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মগধ দেশে যাত্রা করিলেন। দিব্যমাল্য দিব্য-কুণ্ডল-ধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয় জরাসন্ধের নিকেতন লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা অজ্ঞাত ভাবে জরাসন্ধের পুরী প্রবেশ করিয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবা মাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, পাদ্য, অর্ঘ প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। ভীম ও ধনঞ্জয় তৎকালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলে ধীমান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে রাজেন্দ্র! ইহারা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না পূর্ব্ব রাত্রি অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।”

ভূপতি কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় গৃহে গমন পূর্ব্বক অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পুনর্ব্বার তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। “তাঁহারা স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদের বেশ দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন আপনারা কে? আকার দর্শনে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে; অতএব সত্য বলুন আপনারা কে? আর আপনারা আমার গৃহে আসিয়াছেন, আমিও বিধি পূর্ব্বক পূজা করিয়াছি কিন্তু আপনারা কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? যাহা হউক কি জন্য এখানে আসিয়াছেন বলুন।”

“মহারাজ জরাসন্ধ এইরূপ কহিলে, শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, আমরা ক্ষত্রিয়; স্নাতক ব্রাহ্মণ নহি। হে রাজন্ বীর ব্যক্তিগণ শত্রু গৃহে অপ্রকাশ্য ভাবে ও সুহৃদগৃহে প্রকাশ্য ভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। আমরা স্ব-কার্য্য সাধনার্থে শত্রু গৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি না, ইহাই আমাদের নিত্য ব্রত।”

“জরাসন্ধ কহিলেন আমি কোন সময়েও তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি এরূপ স্মরণ হইতেছে না; তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ? আর দেখ! ত্রিলোক মধ্যে সৎপথগামিগণের পক্ষে ক্ষত্র ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা কেবল ক্ষত্র

ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমি স্বধর্ম্মে নিরত প্রজাগণের কোন অপকার করি নাই; তবে তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে শত্রু বলিয়া স্থির করিয়াছ? বোধ হয়, তোমাদের প্রমাদ হইয়া থাকিবে।”

“শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে মহাবাহো! ক্ষত্রিয় রাজগণকে মহাদেবের নিকট পশুবৎ বলি প্রদান করিবার নিমিত্ত বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, তবে কি বলিয়া আপনাকে নিরপরাধ বোধ কর? হে নৃপসত্তম! নিরপরাধ অন্যান্য রাজগণের প্রতি হিংসাচরণ করা কি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? তুমি কি নিমিত্ত এই গর্হিত কার্য্যের বাসনা করিতেছ? হে জরাসন্ধ! আমাদিগকেও তোমার পাপে পাপী হইতে হইবে; যেহেতু আমরা ধর্ম্মাচারী ও ধর্ম্ম রক্ষণে সমর্থ। আমরা কখন নরবলি দেখিনাই। তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদান পূর্ব্বক পশুপতির পূজা করিতে বাসনা করিতেছ? রে বৃথামতি জরাসন্ধ! তোমা ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি, ক্ষত্রিয়রাজগণকে পশু সংজ্ঞা করিতে পারে? দেখ! যেব্যক্তি যে অবস্থায় যে কর্ম্ম করে, সে সেই অবস্থায় তাহার ফল ভাগী হয়। আমরা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া থাকি; তুমি জ্ঞাতি-ক্ষয়কারী এজন্য আমরা তোমাকে সংহার করিতে সমাগত হইয়াছি। তুমি মনে মনে স্থির করিয়াছ যে, এই ভূমণ্ডল মধ্যে তোমার ন্যায় ক্ষমতাশালী পুরুষ ক্ষত্রিয়-কুলে আর নাই; সে কেবল তোমার বুদ্ধি-ভ্রম মাত্র। হে রাজন্ তোমাকে কপটে সংহার করিবার মানসে এরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি। আমরা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়। আমি বসুদেব পুত্র কৃষ্ণ, আর এই দুই বীর পুরুষ পাণ্ডুতনয় ভীম ও অর্জ্জুন।আমরা তোমাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।”

অনন্তর জরাসন্ধ ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার মানসে স্বীয় পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।” পুরুষ-শ্রেষ্ঠ মধুসূদন ঐ ভীম-পরাক্রম জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

“যদুবংশাবতংস সুবক্তা বাসুদেব যুদ্ধে কৃত নিশ্চয় মহারাজ জরাসন্ধকে কহিলেন হে রাজন্! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে

তোমার অভিলাষ হয় বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জিত হইবে? মহারাজ জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন।"

অনন্তর ঐ প্রবল পরাক্রান্ত বলমদ-মত্ত বীরদ্বয় মত্ত হস্তীর ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। "তখন যাবতীয় পুরবাসী ও অপরাপর বহুসংখ্যক দর্শক, সংগ্রাম দেখিতে তথায় উপস্থিত হইল। অনেক সময় বাহু যুদ্ধ করিয়া জরাসন্ধ কথঞ্চিৎ ক্লান্ত হইলে, ভীমসেন জরাসন্ধকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন এবং শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জানু দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতানুসারে তাহার চরণ দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক কোমল পত্রের ন্যায়, জরাসন্ধকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন।"

মহাবল জরাসন্ধ ভীমসেন কর্ত্তৃক এইরূপে নিহত হইলে অরিন্দম শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমসেনের সহিত সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। অনাথবন্ধু বাসুদেব, অবরুদ্ধ রাজগণের বন্ধন মোচন করিলে, মৃত্যু-গ্রাস-বিমুক্ত জীবগণের ন্যায় তাঁহারা পরম প্রীতির সহিত কেশবকে পূজা করিয়া কহিতে লাগিলেন হে মহাবাহো! ভীমার্জ্জুনের সাহায্যে আপনি এই আর্ত্তগণকে যে পরিত্রাণ করিলেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ ভবাদৃশ মহাত্মার ইহাই স্বভাব। হে যদুনন্দন! আজ এই ভীষণ গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ নৃপতিগণকে মোচন করাতে জগতে আপনার অতুল কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইল। এইক্ষণ এই ভৃত্যদিগকে কি কর্ম্ম করিতে হইবে অনুমতি করুন।

"শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে রাজগণ! রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই ধার্ম্মিক নৃপতির সাহায্য করেন ইহাই আমার প্রার্থনা। নৃপতিগণ তাহাই করিব বলিয়া স্বীকার করিলেন।"

অনন্তর জরাসন্ধ-পুত্র যুবরাজ সহদেব, শ্রীকৃষ্ণের শরণার্থী হইলে শরণাগত-বৎসল বাসুদেব তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে অনুগত অপরাপর নৃপতিগণকে সঙ্গে করিয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত মহানন্দে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিরাপদে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া ধর্ম্মরাজ

সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আনন্দাশ্রু প্রবাহিত, শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। ভীমার্জ্জুন, দুর্দ্দান্ত জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে পারিবে কি না, এই চিন্তায় ধর্ম্মরাজ এতাবৎ কাল নিতান্ত অভিভূত ছিলেন অধুনা কেশবকে ভীমার্জ্জুনের সহিত নিরাপদে প্রত্যাগত দেখিয়া সেই চিন্তা দূর ও সন্তোষে হৃদয় পূর্ণ হইল। বাসুদেব রাজধানীতে উপস্থিত হইবা মাত্র ধর্ম্মরাজ বিবিধ উপচারে তাঁহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর ভীমার্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া জরাসন্ধ-বধ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

সমাগত নৃপতিগণ যথাযোগ্যরূপে অর্চ্চিত ও ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বদেশ গমন করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও প্রিয়তম পঞ্চ পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীকে অভিবাদন পূর্ব্বক পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর চরণ বন্দন করিয়া পাণ্ডব-প্রদত্ত রথে স্বীয় রাজধানী দ্বারাবতী যাত্রা করিলেন।

অতঃপর রাজসূয় যজ্ঞের উদ্যোগ হইতে লাগিল। ময়দানব কর্ত্তৃক দেব ও গন্ধর্ব্বগণের ও মনোভিরাম এক অপূর্ব্ব সভার নির্ম্মাণ কার্য্য আরব্ধ হইল। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, ভ্রাতৃচতুষ্টয় অতীব উৎসাহের সহিত দিগ্বিজয়ার্থ সসৈন্যে চতুর্দ্দিকে বাহির হইলেন। প্রত্যুত ঐ সময়ে পৃথিবীতে এমন কোন রাজাই দৃষ্টিগোচর হইল না, যিনি পাণ্ডবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন।

যেসকল নৃপতি ইচ্ছা পূর্ব্বক পাণ্ডবাধিপত্য স্বীকার না করিলেন তাঁহারা অতুল্য পরাক্রম পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া করদরূপে পরিণত হইলেন। সমগ্র পৃথিবী পাণ্ডব-রাজ মুকুটের বশবর্ত্তী হইল। সমস্ত নরপতিগণ অবনত মস্তকে যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট স্বীকার করিলেন। এইরূপে দিগ্বিজয় করিয়া পাণ্ডবগণ যথা সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যথা সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়া সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অদ্য তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। সমস্ত ভারতকে ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ ও একান্তানুগত যুধিষ্ঠিরের ছত্রাধীন করিলেন। আজ পাণ্ডবগণের বড়ই শুভদিন। তাঁহাদের দুঃখময় জীবনে এরূপ সুখের দিন আর প্রত্যক্ষ করি নাই ও করিব না। পাণ্ডব-জীবনের পূর্ব্বাংশও যেরূপ পিতৃ-বিয়োগ, বনবাস প্রভৃতি কারণে দুঃখময়, পরাংশ ও সেইরূপ অবমাননা, বনবাস, অন্যের দাসত্ব, জ্ঞাতি-বন্ধু-বিয়োগ-জনিত দারুণ শোকে

সমাচ্ছন্ন। আজ জগৎ পাণ্ডবের আনন্দে আনন্দিত হউক। ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্মরাজের জয় দেখিয়া পাপের প্রতি আরও অধিক ঘৃণা প্রকাশ করুন্।

আজ ইন্দ্রপ্রস্থ ইন্দ্রের অমরাবতী হইতে সমৃদ্ধিতে ন্যূন নহে। দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, কন্নির ও নৃপতিগণ, চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইয়া ঐ যজ্ঞে যোগদান করিলেন এবং পৃথিবীর সমস্ত মনোহর দ্রব্য ও রত্মাদি অদ্য ইন্দ্রপ্রস্থকে সুশোভিত করিল। ঋত্বিক, আহূত ও অনাহূত ব্রাহ্মণগণ, চতুর্দ্দিকে বেদ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিবিধ বাদ্যোদ্যম ও অসঙ্খ্য লোকের কোলাহলে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইল। দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ আন্তরিক দ্বেষাগ্নিতে দগ্ধ হইলেও ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া ঐ মহান্ যজ্ঞে যোগদান করিলেন।

ময়দানব বিনির্ম্মিত সভায় গমন করিয়া দুর্য্যোধনের স্থলে জল ও জলে স্থল ভ্রম হওয়াতে কুরুরাজ, ভীমসেন কর্ত্তৃক হাস্যাস্পদ হইয়া দ্বিগুণতর দগ্ধ হইতে লাগিলেন। মন-মুগ্ধকর বাদ্যোদ্যম, কৌরবগণের কর্ণ-বিবরে অসহ্য বজ্রধ্বনী সদৃশ, দেব-ভোগ্য বিবিধ আহারীয় বস্তু বিষান্নের ন্যায়, স্বর্ণ খট্টাঙ্গে সুকোমল শয্যা দারুণ কণ্টকের ন্যায়, বোধ হইতে লাগিল। আন্তরিক ভাব যেরূপই থাকুক তাঁহারা বাহ্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন।

"অভিষেক দিবসে পূজার্হ মহর্ষিগণ, রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞীয় বেদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মর্ষি নারদ, ধৌম্য, বেদব্যাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তথায় আসীন থাকাতে যজ্ঞস্থান অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিল। "মহর্ষি নারদ তখন সেই ক্ষত্র সমাগম ও দেবাগম সন্দর্শন করিয়া স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন নারায়ণ প্রতিজ্ঞা পালনার্থ যদুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও যাঁহার বাহুবলের সর্ব্বদা উপাসনা করেন, শত্রু-তাপন ভগবান্ হরি স্বয়ং আজ মনুষ্য-ভাব ধারণ করিলেন। কি আশ্চর্য্য ভগবান্ স্বয়ম্ভু এই সমবেত ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিবেন। আরও দেখ যাঁহার উদ্দেশে লোক, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে সেই যজ্ঞেশ্বর স্বয়ংই আসিয়া বহুমান প্রদর্শন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে অবস্থান করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ নারদ মনে মনে এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন।"

"অনন্তর ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন হে ভারত! রাজাদিগের যথার্হ সৎকার বিধান কর। আচার্য্য, ঋত্বিক্, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি এবং প্রিয়

ব্যক্তি এই ছয়জন অর্ঘার্হ। ইহাঁরা অর্ঘ পাইবার মানসে বহুদিবসাবধি আমাদিগের অনুগত হইয়া রহিয়াছেন অতএব ইহাঁদিগের সকলের নিমিত্ত এক একটি অর্ঘ আনয়ন কর। পরে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই অগ্রে "অর্ঘ প্রদান করিবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন হে পিতামহ! আপনি প্রথমতঃ কাহাকে অর্ঘদানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছেন বলুন। ভীষ্ম স্বীয় বিবেক শক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ পাইবার উপযুক্ত স্থির করিয়া কহিলেন এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল, পরাক্রম বিষয়ে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ অতএব তাঁহাকে সকলের অগ্রে অর্ঘ প্রদান করা কর্ত্তব্য।''

"অনন্তর মহাত্মা সহদেব ভীষ্মের বাক্যে কৃষ্ণকে যথাবিধি অর্ঘ প্রদান করিলে মহাবল পরাক্রান্ত শিশুপাল কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারিয়া সভামধ্যে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন হে পাণ্ডব! এই সমস্ত রাজগণ উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণ কোন মতেই পূজার্হ হইতে পারে না। তুমি কামতঃ কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছ। এরূপ ব্যবহার তোমাদিগের উপযুক্ত হয় নাই। তোমরা বালক সুতরাং ধর্ম্মের কিছুই জান না। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। আর এই ভীষ্ম অতি অদূরদর্শী এবং স্মৃতিশক্তি-বিহীন। হে ভীষ্ম! তোমার ন্যায় প্রিয়ার্থী ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাধু সমাজে অত্যন্ত অবমানিত হয়। যে কৃষ্ণ কখনই রাজা নয় তাঁহাকে তোমরা কি বলিয়া অর্ঘ প্রদান করিলে? এবং সেই বা কি রূপে সকল মহীপালের মধ্যে পূজা প্রতিগ্রহ করিল? অথবা কৃষ্ণকে যদি বৃদ্ধ মনে করিয়া থাক, তবে বসুদেব বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহার পুত্র কেন পূজার্হ হইল? হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণ সর্ব্বদাই তোমাদের সেবাকরে এবং তোমাদের প্রিয়-কারী সন্দেহ নাই কিন্তু পরম বন্ধু দ্রুপদ রাজ থাকিতে কৃষ্ণকে পূজা করিলে কেন? যদি কৃষ্ণকে আচার্য্য মনে করিয়া থাক তথাপি দ্রোণ থাকিতে কৃষ্ণ কিরূপে পূজা প্রাপ্ত হইবে? অথবা কৃষ্ণকে ঋত্বিক্ মনে করিয়া থাকিবে যাহা হউক বৃদ্ধ বেদব্যাস সাক্ষাৎ থাকিতে কৃষ্ণকে অর্ঘ দিলে কেন? হে রাজন্! তোমরা ইচ্ছামত কৃষ্ণের পূজা করিয়াছ। বাসুদেব ঋত্বিক নয়, আচার্য্য নয় এবং রাজা নয়। হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! কেবল প্রিয়-কামনা করিয়াই তুমি কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিয়াছ। অথবা যদি কৃষ্ণকেই অর্ঘ প্রদান

করিবে এইরূপ অভিলাষ ছিল, তবে কি নিমিত্ত এই সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগের অপমান করিলে ?

"আমরা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের ভয়ে তাঁহাকে কর প্রদান করি নাই। তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত এবং সম্রাট হইয়াছেন এজন্যই কর প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদিগের সম্মান রক্ষা করিলেন না। এইক্ষণ অযোগ্য কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিলেন ইহাহইতে আমাদের অপমানের বিষয় আর কি আছে ? ধর্ম্ম পুত্রের ধার্ম্মিকতা বৃথা মাত্র; যেহেতু কোন্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি অধার্ম্মিকের পূজা করিয়া থাকে ? যে কৃষ্ণ পূর্ব্বে অধর্ম্ম করিয়া জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছে সেই দুরাত্মা কৃষ্ণকে অর্ঘ নিবেদন করাতে অদ্য যুধিষ্ঠিরের নীচত্ব প্রকাশ পাইল।"

"পাণ্ডবেরা ভীত, নীচ স্বভাব এবং তপস্বী কিন্তু হে কৃষ্ণ! তোমার সবিশেষ বিবেচনা করা উচিত ছিল। তাঁহারাই যেন নীচতা-প্রযুক্ত তোমাকে পূজা করিল তুমি স্বয়ং অযোগ্য হইয়া কিরূপে ঐ পূজা গ্রহণ করিলে ? যেমন কুকুর গোপনে ঘৃতের কণা মাত্র ভক্ষণ করিয়া আত্ম প্রশংসা করে তাহার ন্যায় তুমিও আপনার অনুপযুক্ত পূজার বহুমান করিতেছ। অহে কৃষ্ণ! ইহাতে রাজগণের অপমান হয় নাই স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পাণ্ডবেরা তোমাকেই উপহাস করিয়াছেন। যেমন ক্লীবের বিবাহ করা ও অন্ধের রূপদর্শন অনর্থক সেইরূপ রাজাহীনের রাজ সম্মান অতীব লজ্জাজনক। রাজা যুধিষ্ঠিরের ও ভীষ্মের যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি এবং কৃষ্ণ যাদৃশ তাহাও বুঝিতে বাকি রহিল না। শিশুপাল এই কথা কহিয়া সভা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজগণ সঙ্গে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।"

"অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শিশুপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন হে রাজন্! তুমি যাহা কহিলে তাহা তোমার উপযুক্ত হয় নাই; উহা নিতান্ত অধর্ম্মযুক্ত, কর্কশ এবং নিরর্থক। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তুমি নিজেই তাহা জান না। ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে ভীষ্মের অপমান করিতে না। দেখ! যেসকল রাজা তোমাপেক্ষাও বয়োবৃদ্ধ কৃষ্ণের পূজা তাঁহাদিগেরও অভিলষণীয় অতএব এবিষয়ে তোমার ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। হে চেদিপতে! কৃষ্ণ ও ভীষ্মকে যথার্থ রূপে

পরিজ্ঞাত হও। কৌরব কুল ইহাঁদিগকে যেরূপ চিনিতে পারিয়াছেন তুমি সেইরূপ জানিতে পার নাই।”

“অনন্তর ভীষ্ম কহিলেন লোক-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অনভিমত এমত ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত। অচ্যুত যে কেবল আমাদেরই অর্চ্চনীয় এরূপ নহে সেই মহাবাহু ত্রিলোকীর ও পূজনীয়। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এ নিমিত্ত অনেক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেও আমরা কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিয়াছি। তাহাতে হে শিশুপাল! তোমার ঐরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করা নিতান্ত অযোগ্য। অতঃপর আর যেন তোমার বুদ্ধির এইরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে। আমি অনেকানেক জ্ঞান-বৃদ্ধ সাধু পুরুষদিগের সঙ্গ করিয়াছি এবং তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্ব-গুণাধার কৃষ্ণের অশেষপ্রকার গুণরাশি শ্রবণ করিয়াছি। কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি বালক হইলেও * আমরা তাঁহার পরীক্ষা

* আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা সকল বর্ণনা করিবার সময় তদীয় বয়ঃক্রমের স্পষ্ট উল্লেখ করি নাই কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে কিম্বা মহাভারতেও বয়ঃক্রমের উল্লেখ করিয়া লীলা সকল বর্ণিত হয় নাই। তবে ঐ সকল গ্রন্থ বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে বয়ঃক্রম স্থির করা যে, দুঃসাধ্য এরূপ বোধ হয় না। ভগবানের প্রায় পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে পূতনা-ঘাতন, অষ্টমের মধ্যে গিরিগোবর্দ্ধন-ধারণ, নবম দশমের মধ্যে বস্ত্রহরণ ও রাস—লীলা সমাপ্ত হয়। একাদশ বৎসর বয়সে (আমরা এই গ্রন্থের ৪ পৃষ্ঠায় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি) শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় যাত্রা করেন। কিশোর বয়সে (অর্থাৎ ১১ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে) দ্বারাবতী লীলার সময় তাঁহার বিবাহাদি কার্য্য সমাপ্ত হয়। যৌবনে (অর্থাৎ ১৬ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে) রাজসূয় যজ্ঞ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাদি ঘটিয়াছিল।

মহাত্মা ভীষ্মের বাক্যানুসারেও স্পষ্ট বোধ হয় যে, এই রাজসূয় যজ্ঞের সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সম্পূর্ণরূপে যৌবন প্রাপ্ত হন নাই; কারণ ঐরূপ হইলে ভগবান্‌কে “বালক” না বলিয়া যুবক বলাই সঙ্গত ছিল। যাহা হউক এই রাজসূয় যজ্ঞের সময় যে, শ্রীকৃষ্ণ অধিক বয়স্ক ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত। আমরা ভগবানের লীলা সম্বরণের সময় আর একবার মাত্র তদীয় বয়ঃক্রমের উল্লেখ করিব।

করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সকল প্রাণীর হিতকারী, জগদর্চ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি; কোন প্রকার সম্বন্ধের অনুরোধে বা উপকার প্রত্যাশায় তদীয় সৎকার করি নাই। কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুইটী হেতু আছে—তিনি নিখিল বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী এবং সমধিক বলশালী। দান, দাক্ষ, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপমশ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি গুণ সকল কৃষ্ণে নিরত বিরাজিত রহিয়াছে। তিনি ঋত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয়পাত্র, এ নিমিত্ত অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন। পরন্তু কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা। এই বালক শিশুপাল সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বত্র কৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন না এই কারণে ইনি এইরূপ কহিতেছেন। বালক, বৃদ্ধ ও ভূপালগণ মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অচ্যুতকে অর্চ্চনীয় বলিয়া বোধ না করেন? কোন্ ব্যক্তিই বা কৃষ্ণের সৎকার-বিষয়ে অনাদর করিয়া থাকেন? যদ্যপি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হয় তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।"

"শিশুপাল কহিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম! পার্থিবগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন করতঃ লজ্জিত হইতেছ না কেন? বৃদ্ধ হইয়া কি কুল-দূষক হইয়াছ? এক্ষণে স্থবিরাবস্থা উপস্থিত এবং সমস্ত কৌরবের প্রধান হইয়াছ; অতএব ধর্ম্ম সঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করাই তোমার উচিত। যেমন কোন বৃহৎ তরণীর পশ্চাৎভাগে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বদ্ধ থাকে, যেমন একজন অন্ধ, অন্য অন্ধের অনুসরণ করে, হে ভীষ্ম! তুমি যাহাদের নেতা, সেই কৌরবেরাও সেইরূপ হইয়াছে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই বাসুদেবের পূতনাঘাতন প্রভৃতি ক্রিয়া সকল কীর্ত্তণ করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে সমধিক বেদনা প্রদান করিলে। হে ভীষ্ম! তুমি অহঙ্কৃত ও বিচেতন হইয়া দুরাত্মা কেশবের স্তুতিবাদ করিতেছ; এক্ষণে তোমার জিহ্বা কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? যাহাকে বালকেরাও ঘৃণা প্রদর্শন করে, তুমি জ্ঞান বৃদ্ধ হইয়া সেই গোপালের প্রশংসা করিতেছ? কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য কি? চেতনা শূন্য কাষ্ঠময় শকট পাদ দ্বারা পাতিত করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অদ্ভুত

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের কটূক্তি।

কর্ম্ম? বল্মীক পিণ্ডমাত্র যে গোবর্দ্ধন, সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল তাহাই কি বিস্ময় কর? এই ঔদরিক বাসুদেব পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশিকৃত অন্ন ভোজন করিয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধ স্বভাব বালকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। * এই দুরাত্মা বলবান্ কংসের অন্নে

---

* পাঠক মহোদয়গণ! এই "অর্ঘ দান" কালে মহাত্মা শিশুপালের বাক্যে মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন একবার প্রণিধান করিয়া দেখুন। এস্থলে কৃষ্ণ-চরিত্রের অনেক রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ একটী কথার মীমাংসা করিতে হইবে। মহাভারত বেদব্যাসের লিখিত গ্রন্থ তবে তিনি স্বজাতীয়ের অর্থাৎ নারদাদি ঋষিগণের সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রথম অর্ঘটী কেন কোন ঋষির পায়েই সমর্পণ না করিলেন? ঐরূপ করিলে কোন গোলযোগও উপস্থিত হইত না। তবে কি মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের নিকট কোনরূপ উৎকোচ লইয়াছিলেন যে, নারদ, দ্রোণ, বসুদেব ভীষ্ম, শিশুপাল প্রভৃতি মহাত্মাগণকে উপেক্ষা করিয়া যুবক কৃষ্ণের মান বৃদ্ধি করিলেন? সেই মান ও সহজ মান নহে; একবারে "নন্দতনয়কে" ঈশ্বর সাজাইলেন? কিন্তু কেবল ফল, মূল বা অনিল মাত্র যাঁহার আহার, বৃক্ষের ছাল যাঁহার পরিধেয়, যিনি বেদ চতুষ্টয়কে বিভাগ এবং বেদান্ত-সূত্র রচনা করিয়া "বেদব্যাস" নাম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচিত, তাঁহার কি উৎকোচ গ্রহণ সম্ভব হয়? তবে কেনযে মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর সাজাইয়াছেন তাহা পাঠকগণই মীমাংসা করিবেন। এবং মহাত্মা ভীষ্মের কথাগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে এ মীমাংসা করিতে পাঠগণকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। আমরা এই অর্ঘ দানের মর্ম্ম এইরূপ বুঝিয়াছি যে, যাহা ঐতিহাসিক, যাহা সত্য, যাহা প্রকৃত সংঘটিত হইয়াছিল মহর্ষি স্বীয় গ্রন্থে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধি বা কাব্যের কলেবর সুন্দর করিতে তিনি মিথ্যাকে সত্য করিয়া সাজান নাই। ভীষ্ম, শিশুপাল বা দুর্যোধনের গৌরব বৃদ্ধি হইলে মহর্ষির কোনরূপ ক্ষতি ছিল না এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও সম্মান জগৎব্যাপ্ত হইলেও ব্যাসদেবের কিছুই উপকার নাই। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রেই জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার যোগ বিভূতি দেখিয়াই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিয়া ছিল, তাঁহার গুণেই নারদ, শুকদেব, ভীষ্ম প্রভৃতি মহাত্মারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নতুবা মহর্ষি ব্যাস দেবের কবিতার অনুরোধে কেহ তাঁহাকে পূজা করেন নাই। আজিও যে মহাত্মারা কৃষ্ণ-নামে উন্মত্ত হইতেছেন, কৃষ্ণ-প্রেমে হৃদয়-মগ্ন করিতেছেন কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত

(রাজ্য মধ্যে) প্রতিপালিত হইয়া তাঁহাকেই সংহার করিয়াছে। এই পৌরুষেয় কার্য্যেই কি বিস্মিত হইয়াছ? হে কৌরবাধম! আমি যেন কিছুই জানি না তুমি যেন বয়োবৃদ্ধ হইয়া জ্ঞান-বৃদ্ধ হইয়াছ, এই মনে করিয়া বহুতর প্রশংসা করিয়া কেশবের মহিমার উল্লেখ করিতেছ। হে ভীষ্ম! তোমার বাক্যে, গো-হত্যা ও স্ত্রী-হত্যা-কারীকে কি পূজা করিতে হইবে? না এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে প্রশংসা ভাজনই হইতে পারে? হে ভীষ্ম! তোমার কথাতে কৃষ্ণ আপনাকে প্রাজ্ঞেশ্বর ও জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান করিতেছে। তোমার বাক্য সমুদায় মিথ্যা হইলেও তোমাকে কিছু কহিতে চাহি না। স্তাবকের স্তব অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইলেও তাহার চাটুকারিতার নিমিত্ত কেহই তাহাকে শাসন করে না।”

“মহাবল জরাসন্ধ আমার অভিমত রাজা ছিলেন। তিনি, দাস বলিয়া এই বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই কেশব তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ভীমসেন ও ধনঞ্জয় দ্বারা যাহা করিয়াছিল কোন্ ব্যক্তি তাহা ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? এই দুরাত্মা ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়া ছল পূর্ব্বক অস্পৃষ্ট দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া জরাসন্ধ ভূপতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা জরাসন্ধ এই দুরাত্মাকে পাদ্য প্রদান করিতে উদ্যোগ করিলে আপনাকে অব্রাহ্মণ জানিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে নাই। তিনি কৃষ্ণ, ভীম, ও অর্জ্জুনকে ভোজন করিতে কহিলে কৃষ্ণ এক অনৈসর্গিক কাণ্ড করিয়া তুলিল। হে মূর্খ! তুমি ইহাঁকে যে প্রকার মনে করিতেছ ইনি যথার্থই যদি সেই প্রকার জগতের কর্ত্তা হইবেন তাহা হইলে ইনি আপনি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেছেন না কেন?”

হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, সে আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের নামের মহিমা, কৃষ্ণ চরিত্রের অপার শক্তি, তাঁহার অতুল্য দয়ার অদ্ভুত পরিচয় উহা কবির, কবিতার বল নহে, উপন্যাসের উপকথার শক্তি নহে। ঐ মহাপুরুষের নামের এইরূপই শক্তি যে, এই ঘোরকলির আক্রমণে আক্রান্ত, অতি দুরাচারও তাহার নামে পরিত্রাণ পাইতেছে। তাই তিনি গীতাতে প্রিয় সখা অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন “ন মে ভক্তঃ প্রনশ্যতি” আমার ভক্ত কদাচ বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

শিশুপাল বধ।

"হে অধার্ম্মিক ভীষ্ম! তোমার জীবন এই রাজগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে ইহারা ইচ্ছা করিলেই তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন। তোমার তুল্য নিন্দিত-কর্ম্মা আর কেহই নাই।

"শিশুপালের এই প্রকার কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কহিলেন হে শিশু-পাল! তুমি কহিতেছ আমার জীবন এই নৃপতিগণের ইচ্ছাধীন কিন্তু আমি ইহাদিগকে তৃণবৎও জ্ঞান করি না। ভীষ্মের এ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজগণ মধ্যে কেহ কেহ হাস্য করিয়া উঠিল, কেহ বা তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিল, কোন কোন রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, দুর্ম্মতি এই ভীষ্ম ক্ষমা যোগ্য নহেন অতএব ইহাকে পশুর ন্যায় বধ কর না হয় প্রদীপ্ত হুতাসনে নিক্ষেপ কর। ভীষ্ম এই সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে নৃপতিগণ! তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় বধ কর বা অনলে নিক্ষেপ কর তাহাতে আমি ভীত নহি আমি তোমাদের মস্তকে এই পদার্পণ করিলাম। আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান আছেন যাহার যমালয় যাইতে নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে তিনি বাসুদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করুন।"

"ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ মাত্রে শিশুপাল কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে জনার্দ্দন! আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সহিত যুদ্ধ কর। আইস অদ্য তোমাকে পাণ্ডবগণের সহিত যমালয়ে পাঠাই। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজা নহ। তুমি দাস. দুর্ম্মতিও পূজার অযোগ্য। শিশুপাল এই বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।"

"কৃষ্ণ এ পর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই। শিশুপালের বাক্যাবসানে সমস্ত ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন হে ভূপতিগণ! এই সাত্বতী-নন্দন আমাদিগের পরম শত্রু। এই দুরাত্মা সর্ব্বদাই আমাদিগের অনিষ্ট চিন্তা করে। এই দুরাচার আমার পিতৃ-স্বস্রীয় (পিসতাত ভাই) হইয়াও আমরা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিয়াছি জানিতে পারিয়া দ্বারকা-পুরী দগ্ধ করিয়াছিল। আমি কেবল পিতৃস্বসার অনুরোধেই এই পর্য্যন্ত এই পাপাত্মার দুষ্কর্ম্ম সকল "শতবার" সহ্য করিয়াছি। এই পাপাশয় অদ্য আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিল সমস্ত ভূপতিগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন।

অদ্য কোন ক্রমেই আর ইহার অপরাধ সহ্য করিব না। পিতৃস্বসার নিকট মদীয় প্রতিজ্ঞানুসারে আমি উহার " শত অপরাধ " ক্ষমা করিয়াছি ; অতএব অদ্য উহাকে সকলের সমক্ষেই সংহার করিব। মধুসূদন এই বলিয়া সুতীক্ষ্ণ চক্রদ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করিলেন। তাঁহার শরীর হইতে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া কমললোচন কৃষ্ণকে অভিবাদন পূর্ব্বক তদীয় শরীরে লীন হইল। ভূপতিগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন।" মহাভারত রাজসূয় পর্ব্ব। *

শিশুপাল নিহত হইলে সমস্ত নৃপতিগণ ভয় ও বিস্ময়ে শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যথা বিধানে আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া পরমানন্দে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবস পরে সমাগত ব্রাহ্মণ ও নৃপতিগণ স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলে, যজ্ঞেশ্বর জনার্দ্দনও স্বীয় মেঘবপু নামক রথে আরোহণ করিয়া দ্বারাবতী গমন করিলেন।

---

* বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত মহাভারতের যে সমস্ত মূল গ্রন্থ ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে প্রচারিত এবং কালিপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারতই সর্ব্বজন প্রশংসিত। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য রাজসূয় পর্ব্বের যে সকল স্থান উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা উক্ত সিংহ মহোদয়ের মহাভারত হইতে ; কিন্তু ঐ গ্রন্থের ভাষা নিতান্ত সরল নহে ; এ জন্য স্থানে স্থানে তৎপরিবর্ত্তে পাঠকগণের সুখ বোধের নিমিত্ত আমরা সরল কথা ব্যবহার করিয়াছি মাত্র।

—*§*—

সপ্তম অধ্যায়।

রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সম্মানও সমৃদ্ধি অবলোকনে অন্তরে অন্তরে দ্বেষাগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া চিন্তিত চিত্তে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তিনি মহাত্মা পাণ্ডবগণের মহান্ মহিমা, ও সর্ব্বলোক-পূজ্যত্ব এবং ক্ষত্র রাজগণের অধীনতা দর্শনে বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। শকুনি পথিমধ্যে রাজা দুর্যোধনের সেই দুরবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে দুর্য্যোধন! তুমি কি জন্য এরূপ বিষণ্ণ হইয়াছ? তোমার এইরূপ মন মালিন্যের কারণ কি? প্রকাশ করিয়া বল। দুর্যোধন উত্তর করিলেন হে মাতুল! দুঃখের কথা আর কি বলিব। সমগ্র পৃথিবীকে পাণ্ডবের ছত্রাধীন, ইন্দ্র যজ্ঞ সদৃশ সেই মহান যজ্ঞ, নৃপতিগণকে সামান্য দাসের ন্যায় পাণ্ডবানুগত দেখিয়া আমি অগ্নি-মধ্যগত শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় দগ্ধ হইতেছি। অহো! ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ভীমসেন, সভা দর্শন কালে আমার বারংবার ভ্রম উপস্থিত হওয়ায় যেরূপ হাস্য করিয়াছে তাহা স্মরণ হইলে আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা হয় না। হে মাতুল! আমার যেরূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে আমি যে আর জীবন ধারণ করিতে পারি এরূপ সম্ভাবনা নাই। হয় প্রজ্জ্বলিত অনলে প্রবেশ করিব, না হয় বিষপানে জীবন শেষ করিব। পাণ্ডবগণের নিকট হইতে অপহরণ করিয়া ঐ রাজলক্ষ্মীকে আমায় প্রদান করে আমার এরূপ বন্ধু কেহ আছেন এরূপ বোধ হয় না; এজন্য মৃত্যু চিন্তা করিতেছি।

শকুনি দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন হে রাজন্! শোক পরিত্যাগ কর। আমি পাণ্ডব পরাভবের অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি; তদনুযায়ী কার্য্য করিলে পাণ্ডব-লক্ষ্মী অচিরাৎ তোমার হস্তগতা হইবেন। রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত অক্ষপ্রিয়, অথচ অক্ষ ক্রীড়ায় আমার তুল্য দক্ষ অপর কেহই নাই। আমি অক্ষ-কৌশলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাভব করিয়া তদীয় সমস্ত রাজ্যধন গ্রহণ করিব কিন্তু এ বিষয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

দুর্য্যোধন-প্রমুখ কৌরবগণ, স্ব স্ব দুরদৃষ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই যেন

হস্তিনায় গমনান্তরই অক্ষক্রীড়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ এই ব্যসনে আদেশ করিতে প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলেও কাল-প্রেরিত পুত্রগণের অনুরোধে অগত্যা স্বীকার করিলেন। অক্ষক্রীড়ার দিন ধার্য্য হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রীপ্রধান বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে বিদুর! সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে গমন কর। তুমি যুধিষ্ঠিরকে আমার আদেশ ক্রমে জানাইবে যে যুধিষ্ঠির "ভ্রাতৃগণ-সহ এই সভায় সমাগত হইয়া সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হউন।"

মহাত্মা বিদুর অক্ষক্রীড়ার বিবিধ দোষ দেখাইয়া অন্ধরাজকে ঐ ব্যসনে নিরস্ত হইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও কুরুরাজ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

অনন্তর মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বারম্বার অনুজ্ঞাত হইয়া হস্তিনায় পাণ্ডব সমীপে গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, পরম মিত্র বিদুরকে সমাগত দেখিয়া পাদ্যার্ঘ দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ কহিলেন হে তাত! আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিলেন? বলুন আমাকে কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে? তৎ শ্রবণে মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজকে কৌরবগণের দুষ্টাভিপ্রায় ও অন্ধরাজের আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। যুধিষ্ঠির এইরূপ ব্যসনে পুনঃ পুনঃ দোষারোপ করিয়াও জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ অবশ্য প্রতিপালনীয়, ইহা স্থির করিয়া ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত হস্তিনায় যাত্রা করিলেন।

যুধিষ্ঠিরকে সমাগত দেখিয়া দুষ্টমতি শকুনি কহিতে লাগিল হে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ! এই সভা মধ্যে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; এক্ষণে অক্ষক্রীড়া আঁরম্ভ করিয়া দর্শক বৃন্দের মনোরঞ্জন কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন হে মাতুল! অক্ষক্রীড়া নিতান্ত পাপজনক, ইহাতে প্রবল অনিষ্ট ঘটিতে পারে অতএব এই গর্হিত কার্য্যে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবৃত্তি নাই। যাহা হউক যুদ্ধে কি দ্যূতে আহুত হইলে নিবৃত্ত হইব না,ইহা আমার ক্ষত্রধর্ম্মানুমোদিত স্থির প্রতিজ্ঞা; অতএব ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অনন্তর শকুনির সহিত দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ হইল। দুষ্টবুদ্ধি শকুনি ছল পূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে পাণ্ডবগণের রাজ্য, ধন, অপহরণ করিল, পরে পাণ্ডবগণের শরীর পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়া কপটানন্দে হাস্য করিতে

লাগিল। অক্ষ-কৌশলে পাণ্ডবগণ দাসত্বে পরিণত হইল এবং দ্রৌপদী সেবিকা হইলেন, ভাবিয়া দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

পাপমতি দুর্য্যোধন হাসিতে হাসিতে স্বীয় ভ্রাতা দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে দুঃশাসন! তুমি স্বয়ং গমন করিয়া দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন কর। দাসত্বে পরিণত শত্রুগণ তোমার কি করিতে পারিবে?

ক্রূরমতি দুঃশাসন যাজ্ঞসেনীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন অয়ি কমল-লোচনে! তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ; অতএব শীঘ্র আসিয়া দুর্য্যোধনকে অবলোকন কর। যদি স্বেচ্ছায় গমন না কর তবে আমি তোমাকে যেরূপেই হউক নিশ্চয়ই সভায় উপস্থিত করিব।

দ্রৌপদী দুরাত্মা দুঃশাসনের সেই সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইয়া বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীগণ-সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। দুর্ম্মতি দুঃশাসন পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বলপূর্ব্বক যাজ্ঞসেনীর কেশ গ্রহণ করিল। দ্রুপদতনয়া লজ্জা, ভয় ও ক্রোধে নিতান্ত অভিভূত হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিলেন। অনন্তর অতি বিনীত বচনে কহিলেন হে দুঃশাসন! আমি রজস্বলা হইয়াছি, এক মাত্র বসন গাত্রে আছে, এ অবস্থায় আমাকে সমস্ত গুরুজন সম্মুখে সভায় লইয়া যাওয়া উচিত নহে। দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া কহিল হে যাজ্ঞসেনি! তুমি রজস্বলাই হও, একবস্ত্রা অথবা বিবস্ত্রাই হও দ্যূতে পরাজিতা হইয়া আমাদের দাসী হইয়াছ; অতএব রাজাজ্ঞানুসারে তোমাকে সভায় নিশ্চয়ই গমন করিতে হইবে।

দ্রুপদ-রাজ-বালা আত্মত্রাণের অন্য উপায় না দেখিয়া হা কৃষ্ণ! হা অর্জ্জুন! হা হরে! এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সভার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অনন্তর পাণ্ডব-মহিষী কৌরব সভায় উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজ ও বিষণ্ণ দেখিলেন। প্রবল-পরাক্রম ভীম সেনের সেই ধর্ম্ম-বল-সংমিশ্রিত অসামান্য ক্ষত্র-তেজ যেন রাহু-কবলিত সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে। দিগ্বিজয়ী-অচ্যুত-সখা,

অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় অবনত মস্তকে অবস্থান করিতেছেন। ধর্ম্মপুত্র যেন ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া মনে মনে কি ভাবিতে ছিলেন। নকুল সহদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের ঐ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া যেন বুদ্ধিবিহীন ভয়প্রাপ্ত বালকের ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া রহিয়াছেন। সমগ্র সভা নীরব, কেবল দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতি কৌরবগণ হাস্যোপহাস্য করিতেছেন।

ঐ সময়ে দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে অধিকতর আকর্ষণ করিলে যাজ্ঞসেনী লজ্জা ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া কহিতে লাগিলেন রে দুরাত্মন্! আমি রজস্বলা, তুই সমস্ত কুরু বংশীয় বীরগণের সমক্ষে আমাকে আকর্ষণ করিতেছিস্ তথাপি ইহাঁরা কেহই তোকে নিবারণ করিতেছে না; অতএব বোধ হয় ইহাঁদিগেরও এই গর্হিত কার্য্যে অনুমোদন আছে। হায়! ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্। জানিলাম "ক্ষত্রিয়গণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" যেহেতু সভাস্থ সমস্ত কুরুগণ স্বচক্ষে ঈদৃশ অধর্ম্ম কার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। বুঝিলাম দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছু মাত্র সত্ব নাই; যেহেতু প্রধান প্রধান কুরুগণও দুর্যোধনের এই গর্হিত কার্য্যে উপেক্ষা করিতেছেন।" *

---

* মহর্ষি ব্যাসদেব, অসামান্য-প্রজ্ঞাবতী দ্রুপদ-কন্যার চরিত্র এই স্থানে যেরূপ চিত্রিত করিয়াছেন ইহা পৃথিবীতে অতুল্য। স্ত্রীচরিত্রে যতগুলি গুণের পূর্ণ-বিকাশ হইতে পারে, যাজ্ঞসেনীতে সেই সমস্ত গুণগুলিই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ লজ্জা, দ্বিতীয়তঃ সাহস, পরিশেষে কোমলতা, একাধারে এক চিত্রে, অতুল্যরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই আদর্শ আর্য্যমহিলা, প্রথমতঃ মদ-গর্ব্বিত, বিবেক বিহীন, মূঢ় দুঃশাসনকে দেখিয়া স্ত্রী-সুলভ লজ্জার ভয়ে কৌরব মহিলাগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যখন তাহাতেও পরিত্রাণ পাইলেন না তখন সাহস অবলম্বন করিয়া মহা প্রাজ্ঞ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে মুখের উপর বলিয়া উঠিলেন "দ্রোণ, ভীষ্ম ও বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণের কিছু মাত্র সত্ব নাই"—এ বাক্য জগতে অতুল্য, অন্য কবির রচনায় দুষ্প্রাপ্য। তার পর দেখিলেন স্বামিগণ প্রতীজ্ঞা-পাশ-বদ্ধ, আশ্রয় স্বরূপ ভীষ্ম প্রভৃতি মহাত্মারা ও আশ্রয় প্রদান করিলেন না, আর স্ত্রী-চরিত্রের বীরত্ব কতক্ষণ থাকিতে পারে? এবার কোমলতা হৃদয়কে আশ্রয় করিল। অন্য উপায় না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে অনাথ-বন্ধু বিপদত্রাতা, লজ্জা-

কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর কৃষ্ণ-স্তব।

" তদনন্তর দুঃশাসন সভামধ্যে বল পূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র, সবলে আকর্ষণ করিতে উপক্রম করায় দ্রৌপদী এইরূপে কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজন-বল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না?

"হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখ নাশন! আমি কৌরব-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি আমাকে উদ্ধার কর। হা জনার্দ্দন! হা কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্বাত্মন্ হে বিশ্বভাবন! আমি কুরু মধ্যে অবসন্ন হইতেছি। হে গোবিন্দ! এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর। দুঃখিনী দ্রৌপদী এইরূপে অনাথবন্ধু কৃষ্ণের স্মরণ করিয়া মুখে অবগুণ্ঠন প্রদান পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। করুণাময় কেশব যাজ্ঞসেনীর করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বি-বসনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার বস্ত্র যতই আকর্ষণ করে ততই অনেক প্রকার বস্ত্র বাহির হইতে লাগিল। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা।"

"ইত্যবসরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নানারূপ উৎপাৎ দর্শনে অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া লক্ষ্মীরূপা দ্রৌপদীকে কহিলেন বৎসে! কুরুকুলের সমস্ত বধূগণ অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ। আমি তোমার সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। অনন্তর যাজ্ঞসেনী মৃদুস্বরে কহিলেন, হে কুরুরাজ! যদি আমার প্রতি যথার্থই আপনার স্নেহ থাকে তবে এই বর প্রাদান করুন্ আমার সন্তানগণ যেন দাস-পুত্র বলিয়া

নিবারক পাণ্ডব-সখাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এবার আশ্রয়দাতা হরিকে স্মরণ হইল। এবার হা কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে অনাথ বন্ধো! বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দ্রৌপদী-চরিত্রের ঐ অতুল্য সাহস, এবার ভক্তি রসে মিশ্রিত হওয়ায় চরিত্রকে এক অপূর্ব্ব রসে রঞ্জিত করিল। এইরূপ কোমলতা না থাকিলে দ্রৌপদীর চরিত্র আজ অসম্পূর্ণ হইত, শুষ্ক হইত, জগতে অতুল্য হইত না।

অখ্যাত না হয় এবং আপনার বর প্রসাদে ভর্ত্তাগণ দাসত্ব মুক্ত এবং স্বরাজ্য লাভ করুন।”

অন্ধরাজ দ্রৌপদীকে ঐরূপ বর প্রদান করিলে, যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডবগণ, ভীষ্ম ও অন্ধরাজ প্রভৃতিকে যথোচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রৌপদীর সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই দুষ্টমতি দুর্য্যোধন যেন কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই পুনর্ব্বার দ্যূতের আয়োজন করিলেন। পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় আহ্বান করিয়া পুনশ্চ দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ হইল। এবারও যুধিষ্ঠির, শকুনির ছলে সর্ব্বস্ব হারাইলেন। অনন্তর এরূপ পণ রাখা হইল যে, এবার যেপক্ষের পরাভব হইবে তাহাকে দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত রূপে ও এক বৎসর অজ্ঞাত ভাবে বনে বাস করিতে হইবে। দৈববশতঃ এবারও যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন।

কৌরবগণের শঠতায় এইরূপে প্রতারিত হইয়া পাণ্ডবগণ দীন-বেশে দ্রৌপদীর সহিত বনে গমন করিলেন। কুন্তীদেবী বহু প্রকার শোক করিলেও পাণ্ডবগণ তাঁহাকে মহাত্মা বিদুরের গৃহে রাখিয়া মহাবনে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবগণের বন গমন সংবাদ ক্রমে দেশে দেশে প্রচারিত হইলে ভোজ, অন্ধক, ও যদুবংশীয়েরা দুঃখ সন্তপ্ত পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বনে উপস্থিত হইলেন। সমাগত রাজগণ কৃষ্ণকে পুরস্কৃত ও যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে কৌরবগণের অত্যাচার সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে লাগিল। অনন্তর কৌরব সভায় দ্রৌপদীর ঐরূপ হৃদয় বিদারক অবমাননা ও তাঁহার হা গোবিন্দ! হা অনাথবন্ধু! বলিয়া বারংবার ক্রন্দন স্মরণ করিয়া ভক্ত বৎসল বাসুদেব অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইলেন। পুরুষোত্তমের ঐরূপ ক্রোধ দর্শনে অসময়ে সৃষ্টিনাশ আশঙ্কা করিয়া অর্জ্জুন জনার্দ্দনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের কার্য্য সকল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। “হে কৃষ্ণ! ব্যাস আমাকে কহিয়াছেন যে, লোক প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিবার জন্য তুমি অনেক সহস্র বৎসর উৎকট তপস্যা করিয়াছ। তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বভূতের আদি ও অন্ত। তুমি তপোনিধান, নিত্য ও যজ্ঞ স্বরূপ। তুমি সূর্য্যলোকে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক স্বকীয় তেজ দ্বারা দিবাকরকে প্রদীপ্ত করিতেছ।

আমি মহর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছি ব্রহ্মা, শম্ভু তোমারই দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমারই আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন ঈদৃশ বাক্য পরম্পরা দ্বারা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে বাসুদেব শান্তভাব অবলম্বন করিলেন।"

"অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিতা একান্ত শরণার্থিনী দ্রৌপদী, ক্রোধে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষকে কহিলেন হে জনার্দ্দন! অসিত দেবল সৃষ্টি বিষয়ে তোমাকে প্রজাপতি বলিয়াছেন। জামদগ্ন্য তোমাকে বিষ্ণু, যজ্ঞকারী ও হবনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামুনি কশ্যপ কহিয়াছেন তুমি সত্য স্বরূপ এবং তুমিই যজ্ঞরূপে উৎপন্ন হইয়াছ। হে ভূতভাবন! মহর্ষি নারদ তোমাকে সাধ্য ও প্রমথগণের ঈশ্বরের ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তুমিই নিত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম। তোমার মস্তক দ্বারা স্বর্গ লোক ও পাদ দ্বারা পৃথিবী লোক ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বালকেরা যেরূ পুতুলাদি লইয়া ক্রীড়া করে তুমিও সেইরূপ ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ লইয়া খেলা করিয়া থাক। হে কৃষ্ণ! তুমি আমার পরম সহায়। বিখ্যাত মহৎবংশে আমার জন্ম। আমি দিব্য বিধানানুসারে পাণ্ডবগণের সহধর্ম্মিণী ও মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ হইয়াছি। হায়! তথাচ স্বামিগণের সমক্ষে দুষ্ট দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করিল!"

"হে মধুসূদন! পাণ্ডবগণ শরণাগত ব্যক্তিকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু আমি শরণার্থিনী হইলেও ইহাঁরা তৎকালে আমাকে আশ্রয় দেন নাই। আমি এক বস্ত্রা ও রজস্বলা ছিলাম; তথাপি দুরাত্মা দুঃশাসন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আমাকে সভা মধ্যে আনিয়াছিল। হায়! মহাবল পাণ্ডবগণ বর্ত্তমান থাকিতে দুষ্ট কৌরবগণ এখনও জীবিত রহিয়াছে! দ্রৌপদী এইরূপ অনুতাপ সূচক বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়া করতল দ্বারা মুখাচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নয়ন জল উন্মোচন করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পাকুলকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে দয়াময়! এইক্ষণে বোধ হইতেছে আমি পতি পুত্র বিহীন। আমার বন্ধু নাই, ভ্রাতা নাই, পিতা নাই, ও তুমিও আমার পক্ষে নাই, তোমরা বর্ত্তমান থাকিতেও আমার এইরূপ পরাভব ঘটিল! কর্ণ আমাকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল ঐ সকল

দুঃখ আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! তুমিই কেবল সম্বন্ধ গৌরব, সৌখ্যভাব, ও প্রভুত্ব এই কারণ চতুষ্টয় নিবন্ধন প্রতিদিন আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ।”

“তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বীর-মণ্ডলী মধ্যে কৃষ্ণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ভাবিনি! তুমি যাহাদিগের উপর ক্রোধ পরবশ হইয়াছ তাহাদের পত্নী-গণ স্ব স্ব পতিকে অর্জ্জুন-শরে মৃত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া নিরন্তর এইরূপ নয়ন জল পরিত্যাগ করিবে। আমি ক্ষমতানুসারে পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে কদাচ ক্রটি করিব না। এইক্ষণে আর শোক করিও না। অতঃপর তুমি নিশ্চয়ই রাজমহিষী হইবে। হে যাজ্ঞসেনি! আকাশ নিপতিত, হিমাচল বিদীর্ণ, সমুদ্র শুষ্ক, ও ভূমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইলেও আমার এ বাক্য কদাচ ব্যর্থ হইবেক না।” (বনপর্ব্ব ১২ অধ্যায়)

অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদিকে আশ্বস্ত করিয়া পুরুষোত্তম পুনর্ব্বার দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। উপস্থিত অন্যান্য রাজগণও পাণ্ডবগণকে অভিবাদন করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ নানা তীর্থ বনাদি পর্য্যটন পূর্ব্বক পরিশেষে বদরীকাশ্রমে গমন করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ এইরূপে বনে অবস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে একদিন মহা-মুনি দুর্ব্বাসা শিষ্যগণসহ হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। মুনিকে দেখিবা মাত্র কৌরবগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর সভাস্থ সভ্যগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের বন গমন ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা ঐ দিবস হস্তিনায় অবস্থান করিলেন। কুরুরাজের পরিচর্য্যায় নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন হে কুরুরাজ! অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন মুনির বাক্যে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যদি আমার উপর আপনার দয়া হইয়া থাকে তবে এই প্রার্থনা করি যে, মহাশয় সশিষ্যে পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াও “তথাস্তু” বলিয়া শিষ্যগণ সঙ্গে পাণ্ডবগণের উদ্দেশে বনে যাত্রা করিলেন।

মহর্ষি দুর্ব্বাসার পারণ।

অনন্তর দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে মহর্ষি দুর্ব্বাসা পাণ্ডবগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র পাণ্ডবগণ ভীত ও ব্যস্ত হইয়া পাদ্যার্ঘ ও আচমনীয় দ্বারা যথাবিথি অর্চ্চনা করতঃ স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি কহিলেন পাণ্ডবগণ! দীর্ঘপথ পর্য্যটন করাতে আমি নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়াছি অতএব সশিষ্য আমাকে অতিথি সৎকার কর। আমি শিষ্যগণ সঙ্গে স্নানার্থ গমন করিতেছি স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া পুনরায় এ স্থানে আগমন করিব। হে পাণ্ডু পুত্রগণ! এই অবসরে তোমরা খাদ্য ও পানীয়ের আয়োজন কর।

এই বলিয়া মহর্ষি স্নানার্থ গমন করিলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হায় দেখ! দৈব বিড়ম্ব-নায় অদ্য আমাদের কিরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইল। সশিষ্য মহর্ষি দুর্ব্বাসা এরূপ অসময়ে আমাদের আবাসে আতিথ্য স্বীকার করিলেন, যদি আহা-রীয় দ্বারা মহর্ষির ক্ষুধা নিবারণ না করি তবে আমরা নিশ্চয়ই ঐ তেজস্বী মুনির শাপানলে দগ্ধ হইব। অথচ আমাদের কুটীরে এমন কোন খাদ্যবস্তু নাই যে, তদ্দ্বারা মুনিবরকে শিষ্য সহিত পরিতৃপ্ত করিতে পারি অতএব বোধ হইতেছে অদ্য মৃত্যুই দুর্ব্বাসা-রূপ ধারণ করিয়া অনাথ পাণ্ডবগণকে নিধন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। হে ভ্রাতাগণ! উপস্থিত এই ঘোর বিপদের সময় বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনকে স্মরণ কর তিনি ভিন্ন আমাদের অন্য কেহই বন্ধু নাই।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে ভয়হারী শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন হে কৃষ্ণ! আজ দুর্য্যোধনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। হে কেশব! রাজসূয় যজ্ঞের সময় বহুবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া তুমি যেই পাণ্ডবগণের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলে, অদ্য সেই অনুগত পাণ্ডবগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত প্রায় হইয়াছে। হে দয়াময়! একবার আসিয়া দর্শন কর। যে পাণ্ডবগণকে তুমি স্বীয় ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া থাক আজ তাহারা বিষম বিপদে পড়িয়াছে, একবার এই বিপদ কালে দেখা দাও।

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীকৃষ্ণকে

এইরূপে স্মরণ করিতে লাগিলেন হে বিপদভঞ্জন! এই একান্ত অনুগত পাণ্ডবগণকে তুমি বহুবিধ বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ আমরা তোমার বলে বলীয়ান তোমার আশ্রয়েই নিরাপদ এবং সর্ব্বদা তোমারই সতর্কতায় রক্ষিত হইতেছি। হে নাথ! তবে আজ এই ঘোর বিপদের সময় কিজন্য আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ না? হে প্রভু! তোমার এই সেবক-গণ যে আজ বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছে, তুমি কি এখনও তাহা জানিতে পার নাই। হে পাণ্ডবসখা! ভীত ও আশ্রিত দাসগণকে শীঘ্র আসিয়া অভয় প্রদান কর। আমরা মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। হে নাথ! তুমি আর অল্প কাল মধ্যে এস্থানে না আসিলে আমরা নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব।

অনন্তর শোকাকুলা দ্রৌপদী ভর্ত্তাগণের উপস্থিত সঙ্কট দেখিয়া গোবি-ন্দকে স্মরণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন হে দ্বারকাবাসিন্! হে পাণ্ডব শরণ! আজ তোমার নিতান্ত প্রিয় অনুচর পাণ্ডবগণ মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপানলে দগ্ধ হইবে। হে ভক্ত বৎসল! পাণ্ডবগণ ভয়ে ব্যাকুল হৃদয় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তোমাকে ডাকিতেছেন তবে কি নিমিত্ত এ স্থানে আসিতে এত বিলম্ব করিতেছ? সত্যসন্ধ! তুমি যে আমাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলে "দ্রৌপদী তুমি অতঃপর নিশ্চয়ই রাজমহিষী হইবে।"—তোমার সেই বাক্য বোধ হয় অদ্য মিথ্যা হইল। পাণ্ডবগণের জীবনান্ত হইবার আর অল্প কাল মাত্র বিলম্ব আছে।' যখন তুমি এখনও সাক্ষাতে আসিলে না তখন তোমার ঐ বাক্য কিরূপে সত্য হইবে? হে নাথ! আমরা নিতান্ত ভীত হইয়া যে তোমাকে স্মরণ করিতেছি, তাহা কি তুমি জানিতে পার নাই? এই দেখ! তোমার প্রিয়সখা অর্জ্জুন হে সখে! হায় মধুসূদন! হে কেশব! বলিয়া ধুলায় লুটাইতেছেন। একবার আসিয়া স্বীয় সখাকে আশ্বস্ত কর। হে মাধব! দুষ্ট কৌরবগণ সভামধ্যে আমাকে বিবস্ত্রা করিতে উপক্রম করায় আমি দীন-ভাবে তোমাকে বারংবার ডাকিয়াছিলাম। তৎকালে তুমি প্রভূত বস্ত্রের দ্বারায় এ দাসীর কলেবর আচ্ছাদিত করিয়াছিলে কিন্তু হে নাথ! আজ আমি ততোধিক বিপদে পড়িয়া তোমাকে বারংবার ডাকিলেও কেন আসিয়া উপস্থিত হইতেছ না? হায়! জানিলাম আজ

পাণ্ডবগণের অন্তকালই উপস্থিত, তাহা না হইলে তুমি কেন এখনও আসিলে না?

এদিকে দ্বারকাপতি সুরম্য ভবনে বিবিধ মণিরঞ্জিত স্বর্ণ খট্টাঙ্গে প্রেয়সী রুক্মিণীর সহিত আসীন ছিলেন। মহাদেবী রুক্মিণী ঐকান্তিক ভক্তির সহিত গোবিন্দের পরিচর্য্যা করিতেছেন, এমত সময়ে ভগবানের অন্তঃকরণ সহসা নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার মন কিছুতেই রুক্মিণীর সেই পরিচর্য্যায় অনুরক্ত থাকিতে পারিল না। পরন্তু বিপদাপন্ন ভক্ত পাণ্ডবগণের নিকটই যেন গমন করিতে লাগিল। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ মনের ঐ চঞ্চলতা দর্শন করিয়া কারণ জানিবার জন্য কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন করিলে, দেখিতে পাইলেন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ দুর্ব্বাসার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া ধূলিধূসরিত গাত্রে হা কৃষ্ণ! হা গোবিন্দ! বলিয়া কাঁদিতেছেন।

ভক্তগণের ঐ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিবা মাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, দেবী রুক্মিণীকে মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন হে প্রিয়ে! আমি পাণ্ডবগণের নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিপদে পড়িয়া আমাকে ডাকিতেছেন। পাণ্ডবগণের ও শোকাকুলা দ্রৌপদীর সেই ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে। আমি আর কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অতএব আমার আর এস্থানে ক্ষণকালও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। হে প্রাণাধিকে! অনুমতি কর আমি গমন করি।

রুক্মিণী কহিলেন হে ভক্ত বৎসল! বুঝিতে পারিলাম দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার যাদৃশ অনুরাগ আমার প্রতি তাদৃশ অনুরাগ নাই। তাহা না হইলে আমি ঐকান্তিক ভক্তির সহিত তোমার সেবা করিলেও তুমি কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিতেছ?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে দেবি! তুমি এরূপ বলিও না। আমি তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত। তবে ভক্ত পাণ্ডবগণ ঘোর বিপদে পড়িয়া আমাকে ডাকিতেছেন এজন্য তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অধুনা তাঁহাদের নিকট যাইতে হইল এইরূপ স্নেহ-পূর্ণ বাক্যে দেবী রুক্মিণীকে সন্তুষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিকট যাত্রা করিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ,যোগবলে পাণ্ডবদিগের নিকট উপ-

স্থিত হইয়া দেখিলেন পাণ্ডবগণ মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। পাণ্ডবগণকে অভয় প্রদান করিয়া জনার্দ্দন দ্রৌপদীর নিকট গমন করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন হে যাজ্ঞসেনি! আমি নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়াছি অতএব গৃহে অন্নাদি যাহা থাকে আমাকে শীঘ্র প্রদান কর। দ্রৌপদী কৃষ্ণের বাক্যে নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া কহিলেন হে দামোদর! কুটীরে ফল মূলাদি কিছুই নাই এবং স্থালীতেও অন্ন ব্যঞ্জনাদি নাই অতএব হে বিশ্বভাবন! বল তোমাকে কি প্রদান করিব?

কৃষ্ণ কহিলেন হে যাজ্ঞসেনি! অন্নাধার বিশেষরূপে অন্বেষণ করিয়া দেখ নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অন্ন প্রাপ্ত হইবে। কিঞ্চিৎ পাইলেই আমি পরিতুষ্ট হইব। দ্রুপদ-রাজ-কন্যা লজ্জাবনত বদনে হাঁসিতে হাঁসিতে রন্ধন শালায় গমন করিলেন এবং অন্নাধার অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন কিঞ্চিৎ শাকান্ন অন্নাধারের পার্শ্বদেশে সংযুক্ত রহিয়াছে। দ্রৌপদী ঐ শাকান্ন হস্তে লইয়া কহিলেন হে কেশব! তুমি দয়া করিয়া এ অন্ন গ্রহণ কর।

গোবিন্দ হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর হস্ত হইতে ঐ অন্ন গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন—"তৃপ্তোস্মি" আমি তৃপ্ত হইলাম। অনন্তর জলপান করিয়া আচমন করিলেন।

এদিকে মহর্ষি দুর্ব্বাসা স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক শিষ্যগণ সঙ্গে সন্ধ্যোপাসনা করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহাদের সেই প্রবল ক্ষুধানল সহসা নির্ব্বাপিত হইল। দুর্ব্বাসা কহিলেন হে শিষ্যগণ! প্রভূত আহার করিলে উদরের যেরূপ অবস্থা হয় সহসা সেইরূপ বোধ হইতেছে কেন? শিষ্যগণ উত্তর করিল মহাশয়! আমাদেরও ঠিক ঐরূপই বোধ হইতেছে কিন্তু কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অনন্তর মহর্ষি দুর্ব্বাসা সেই নদীতট হইতে আর পাণ্ডবগণের আশ্রমে গমন না করিয়া শিষ্যগণ সঙ্গে লজ্জিত মনে স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে কহিলেন তোমরা আর ভীত হইও না, মহর্ষি দুর্ব্বাসা এস্থানে না আসিয়াই স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছেন। আমি সশিষ্যে ঐ মুনিকে তৃপ্ত করিয়াছি। বাসুদেব ভক্ত পাণ্ডবগণকে এইরূপে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় গমন করিলেন।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত বাস।

আহ্নিকাদি সমাপনান্তেও মহামুনি দুর্ব্বাসা পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন না, দেখিয়া পাণ্ডবগণ বাসুদেবের অসামান্য মাহাত্ম্য ও ভক্তানুকম্পার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে পরম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

——*-ঃ-*——

অষ্টম অধ্যায়।

দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে প্রতিজ্ঞানুসারে এক বৎসর " অজ্ঞাত বাস " করিবার জন্য মহানুভব পাণ্ডবগণ ছদ্ম-বেশে বিরাট-রাজ-ভবনে উপনীত হইলেন। পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সভাসদরূপে, ভীমসেন পরিচারকগণের অধ্যক্ষের পদে, ধনঞ্জয় ক্লীবের বেশে রাজ-দুহিতা উত্তরার নৃত্যগীতাদি শিক্ষা-দান-কর্ম্মে, সহদেব পশুশালার অধ্যক্ষ পদে, এবং নকুল অশ্ব-পাল-গণের নেতৃত্ব পদে নিযুক্ত হইলেন। দ্রুপদ-তনয়াও পরিচারিকার বেশ ধারণ করিয়া বিরাট রাজমহিষীর সহচরীরূপে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

যে পাণ্ডবগণ এক সময়ে পৃথিবীস্থ সমস্ত নৃপতিগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে রাজ চক্রবর্ত্তীর আসনে আসীন হইয়াছিলেন, আজ সেই পাণ্ডবগণ পরিচারকের বেশ ধারণ করিয়া বিরাট-রাজার ভৃত্যত্ব স্বীকার করিলেন! যেই দ্রুপদ-নন্দিনী একদিন শত শত রাজমহিষীরও পূজ্যা হইয়া, রাজসূয় যজ্ঞে শচীর ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন অদ্য সেই যাজ্ঞসেনী বিরাট-রাজ-মহিষীর পরিচারিকার বেশ ধারণ করিলেন! অদৃষ্ট-চক্র কি চমৎকার! মায়ার খেলা কিরূপ অনির্ব্বচনীয়!!

পাণ্ডবগণ এইরূপে অজ্ঞাতভাবে বাস করিতেছেন, ইত্যবসরে বিরাট-রাজার শালা দুর্ম্মতি কীচক, দ্রৌপদীর রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করায়, ভীম পরাক্রম ভীমসেন কর্ত্তৃক রজনীযোগে নিহত হইল।

অজ্ঞাত বাসের ত্রয়োদশ মাসে কৌরবগণ বিরাট নৃপতির গোধন হরণ করাতে মহাত্মা অর্জ্জুন একাকী সমস্ত কুরুগণকে পরাভব করিয়া বিরাট

রাজার গোধন ও রাজ্য রক্ষা করিলেন। "অতঃপর পাণ্ডবগণ সর্ব্ব সমক্ষে পরিচিত হইলেন।"

"অনন্তর রাজা বিরাট সন্তুষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন রাজন্! আপনাদের সাহায্যে আমার রাজ্য, ধন, মান এমন কি স্বীয় জীবনও দারুণ কৌরব শত্রু হইতে রক্ষিত হইয়াছে। অতএব আমার বাসনা, মহাত্মা ধনঞ্জয় মদীয় কন্যা উত্তরার পাণি গ্রহণ করিয়া আমার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করেন। মৎস্য ও ভরত-কুলের সম্বন্ধ সংস্থাপন আমার একান্ত অভিলাষ। রাজা যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার বাক্যে সম্মতি প্রদান করিয়া অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজা বিরাট কহিলেন হে ধনঞ্জয়! আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করুন। অর্জ্জুন উত্তর করিলেন হে রাজন্! আমি আপনার কন্যা উত্তরাকে পরম যত্ন সহকারে নৃত্য, গীতাদি শিক্ষা দিয়াছি, তিনিও আমারে আচার্য্যের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন; অতএব কন্যা স্থানীয়া উত্তরাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করা ধর্ম্মানুমোদিত বিবেচনা করিতেছি। এরূপ হইলে আপনারও অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। বাসুদেবের প্রিয়তম ভাগিনেয় আমার পুত্র অভিমন্যু, আপনার জামাতা ও উত্তরার ভর্ত্তা হইবার উপযুক্ত পাত্র"।

"অনন্তর ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে পাণ্ডবগণ বিরাট নগরে বাস করিতেছেন এ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে অভিমন্যুর বিবাহের সংবাদ জ্ঞাপন করাইতে দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আনর্ত্ত দেশ হইতে অভিমন্যুর সহিত মহাত্মা বাসুদেব, বলদেব ও অন্যান্য যাদবগণ যথা সময়ে বিরাট নগরে উপস্থিত হইয়া বিবাহ উৎসবে যোগ দান করিলেন। এইরূপে মহা সমারোহে অভিমন্যুর বিবাহ কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে একদিন বাসুদেব প্রমুখ রাজগণ বিরাট সভায় আসীন হইয়া পাণ্ডবগণ সম্বন্ধে নানা কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব অবসর প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে রাজগণ! এই রাজা যুধিষ্ঠির শকুনি কর্ত্তৃক শঠতা পূর্ব্বক অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া হৃত-রাজ্য ও বনবাসের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। পাণ্ডুপুত্রগণ সমগ্র পৃথিবী স্বীয় বাহুবলে অধীন করিতে পারিলেও

বিরাট সভায় শ্রীকৃষ্ণের বক্তৃতা।

কেবল সত্য রক্ষার নিমিত্ত ত্রয়োদশ বৎসর এই দুঃখকর ব্রত স্বীকার করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ অজ্ঞাত বাস সময়ে আপনাদিগের দাসত্ব করিয়া যে কিরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন তাহা আপনাদের অগোচর নাই। এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম সঙ্গত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, অধর্ম্ম পূর্ব্বক দেবরাজ্যও চাহেন না, ধর্ম্মসঙ্গত একটী গ্রামের আধিপত্য পাইলেও সন্তুষ্ট হন। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বলবীর্য্যে ইহাঁদিগকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল শঠতা পূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য অপহরণ এবং ইহাঁদিগকে অসহ্য ক্লেশ দিয়াছেন তথাপি ইহাঁরা কৌরবগণের অনিষ্ট চিন্তা করেন না। কিন্তু কৌরবগণ এইরূপ অসাধু যে, রাজ্যাপহরণ মানসে বিবিধ উপায় দ্বারা ইহাঁদিগকে বাল্যাবস্থাতেই সংহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। যদি আপনারা এরূপ অনুমান করেন যে, পাণ্ডবগণ সঙ্খ্যায় অল্প বলিয়া কৌরবগণকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইবেন তাহা হইলে আপনারা সকলে মিলিত হইয়া কৌরবগণকে পরাজয় করিতে যত্নশীল হউন। দুর্য্যোধন সন্ধি বা বিগ্রহ ইহার কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। অতএব যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক, কুলীন এবং প্রমাদ শূন্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন করুন"।

"মহারাজ বিরাট, পাণ্ডব ও অপরাপর রাজগণ, হস্তিনা নগরে দ্রুপদ পুরোহিতকে দূত পাঠাইয়া স্থানে স্থানে নরপতিগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ধনঞ্জয় স্বয়ং কেবল দ্বারাবতী গমন করিলেন। এদিকে বাসুদেব বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজগণের সহিত বিরাট নগর হইতে দ্বারাবতী গমন করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন গুপ্তচর দ্বারা পাণ্ডবগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দ্রুতগামী রথে পরিমিত সৈন্য সঙ্গে করিয়া দ্বারকা নগরে গমন করিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন ও ধনঞ্জয় উভয়েই এক দিবসে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তৎকালে নিদ্রিত ছিলেন প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তদীয় মস্তকের নিকট বিস্তৃত আসনে উপবেশন করিলেন। অর্জ্জুন কিছুকাল পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক যদুপতির পাদতল সমীপে

বসিলেন। অনন্তর জনার্দ্দন জাগরিত হইয়া আগে ধনঞ্জয়কে পরে দুর্য্যোধনকে দেখিলেন।"

"প্রশ্ন সহকারে মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া আগমন হেতু প্রকাশ করিতে বলিলে, দুর্য্যোধন সহাস্যবদনে কহিলেন হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে আমার সাহায্য করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন, আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় অতএব সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।"

"কৃষ্ণ কহিলেন হে কুরুবীর! আপনি যে, অগ্রে আগমন করিয়াছেন এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমি কুন্তীনন্দনকে অগ্রে দেখিয়াছি এজন্য আপনাদিগের উভয়েরই সাহায্য করিব। আর ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে কনিষ্ঠই অগ্রে বরণ করিবে। অতএব অর্জ্জুনেরই অগ্রে বরণ করা উচিত। এই বলিয়া ভগবান্ বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমান যোদ্ধা, নারায়ণ নামে বিখ্যাত দশ সহস্র সৈন্য এক পক্ষে থাকিবে অপর পক্ষে আমি নিরস্ত্র ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ হইয়া থাকিব ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার অভিপ্রেত হয় তাহাই গ্রহণ কর।"

ধনঞ্জয়, জনার্দ্দন যুদ্ধ করিবেন না এবং অস্ত্রও গ্রহণ করিবেন না ইহা শুনিয়াও তাঁহারেই বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন দশ সহস্র নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া এবং কৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন।

অনন্তর বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন হে পার্থ! তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ জানিয়াও কি নিমিত্ত বরণ করিলে? অর্জ্জুন কহিলেন হে ভগবন্! আমি একাকী কৌরবগণকে বিনাশ করিয়া অসীম যশ লাভ করিব এই আশায় আপনাকে সমর বিমুখ জানিয়াও বরণ করিয়াছি। আমার অভিলাষ এই যে, আপনি আমার সারথ্য স্বীকার করিয়া আমার এই চির-পোষিত মনোরথ পূর্ণ করুন্। বাসুদেব উত্তর করিলেন হে অর্জ্জুন! আমি তোমার সারথ্য গ্রহণ করিয়া কামনা পরিপূর্ণ করিব। এই প্রকার কথোপকথনের পর

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন।

অর্জ্জুন ও বাসুদেব অনেক পরিচারক সঙ্গে করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর যুদ্ধ কি সন্ধি স্থাপন শ্রেয়স্কর এ বিষয়ের কথোপকথন উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ কহিলেন হে ধর্ম্মরাজ! আমি দুর্য্যোধনের পাপাভিসন্ধি বিলক্ষণ অবগত আছি, তথাপি অগ্রে উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলে জনসমাজে আমরা নিন্দা শূন্য হইব, এই বিবেচনায় কুরুসভায় গমন করিতে বাসনা করি। আপনি আমার জন্য কোনরূপ ভয় করিবেন না, দুর্ব্বুদ্ধি কুরুগণ অধর্ম্ম পূর্ব্বক আমার অনিষ্ট আচরণ করিলে আমি তাঁহাদের সকলকেই সংহার করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন হে কৃষ্ণ! তোমার যাহা অভিরুচি তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে কৌরবগণ সমীপে গমন কর। অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন কৌরব সভায় গমন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। এদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। মধুসূদন বৃকস্থলে উপস্থিত হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যথাবিধি শৌচ সমাপনান্তে সন্ধ্যা উপাসনা করিতে লাগিলেন। দারুক শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে রথ হইতে অশ্বগণকে মুক্ত করিয়া যথাশাস্ত্র পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সঙ্গিগণকে কহিলেন হে পরিচারকবর্গ! অদ্য যুধিষ্ঠিরের কার্য্যানুরোধে এই স্থানে রজনী যাপন করিতে হইবে। পরিচারকবর্গ ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে পট-মণ্ডপ নির্ম্মান ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিল।

"অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায়, হৃষিকেশের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধানে পূজা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিলেন। জনার্দ্দন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগের গৃহ পরিদর্শন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত পুনরায় স্বীয় পট-মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। পরে সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সহিত সুমিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া পরমসুখে যামিনী যাপন করিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা কৌরব সভায় প্রচারিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনার জন্য নগর ও রাজপথ সমূহ সুসজ্জিত করিয়া কৌরবগণ তদীয় আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।"

"ভগবান্ দেবকীনন্দন প্রভাত সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া আহ্নিক কার্য্যাদি সমাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ করতঃ নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব, দুর্য্যোধন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের অপর পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবাল বৃদ্ধ সকলেই কৃষ্ণ দর্শন মানসে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নগর প্রবেশ করিবা মাত্র তত্রস্থ সমুদায় লোকই তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাসুদেব বহু-প্রাসাদ-শোভিত ধৃতরাষ্ট্র ভবনে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে বিনীত বাক্যে পূজা করিয়া বয়ঃক্রমানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভূপতিগণের সহিত মিলিত হইলেন। গোবিন্দ কুরুরাজ প্রদত্ত মধুপর্ক ও উদকাদি গ্রহণ করিয়া কুরুবংশীয়গণের সহিত সম্বন্ধোচিত পরিহাস ও কথোপকথনাদি করিতে লাগিলেন।"

"এইরূপে মহাত্মা মধুসূদন ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পরে কুরুগণের সহিত একত্রিত হইয়া বিদুর ভবনে গমন করিলেন। মহাত্মা বিদুর কৃষ্ণকে যথাসাধ্য অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার দর্শনে আমি যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা আর তোমাকে অধিক কি বলিব। তুমি অন্তর্যামী! তোমার অবিদিত কিছুই নাই। মহাত্মা মধুসূদন তৎপরে জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবগণের কুশল সংবাদ বিদুরকে বলিলেন এবং বিদুরকে সম্ভাষণ করিয়া অপরাহ্ণে পিতৃস্বসা কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। পৃথা বহু-দিনের পর স্বীয় তনয়গণের সহায় যদুকুলতিলক বাসুদেবকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণের নাম উল্লেখ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি গদ গদ স্বরে ম্লান বদনে কহিলেন হে কেশব! যাহারা শত্রুগণের শঠতায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নিতান্ত দীনের ন্যায় নির্জ্জনে গমন করিয়াছিল, আমি রোদন করিলেও যাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করতঃ কেবল ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে, সেই দেবপরায়ণ সত্যবাদী পাণ্ডবগণ ভীষণ অরণ্যে কিরূপে বাস করিয়াছিল? হে কৃষ্ণ! আমি যে দিন দ্রৌপদীরে সভামধ্যে সমাগত দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে কি তুমি, কি যুধিষ্ঠির, কি অর্জ্জুন, কি ভীম, কি নকুল, কি সহদেব কাহারেও

শ্রীকৃষ্ণ ও কুন্তী সংবাদ।

প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না। সাধ্বী দ্রৌপদীরে দুষ্টগণ সভামধ্যে অবমাননা করাতে যেরূপ দুঃখিতা হইয়াছি, পূর্ব্বে আর কখনও সেরূপ দুঃখভোগ করি নাই। হে মাধব! যদি ধর্ম্ম থাকেন যদি দৈববাণী সত্য হয় এবং যদি তুমি সত্য হও তাহা হইলে তুমি অবশ্যই আমার মনোগত সমুদায় অভিলাষ সম্পূর্ণ করিবে। হে কেশব! তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয় কন্যা, যে নিমিত্ত গর্ভধারণ করেন তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তাহারা এই সময়ে বিপরীতাচরণ করে তাহা হইলে অতি ঘৃণাকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। তাহারা কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব। সময় ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়। হে কৃষ্ণ! তুমি মাদ্রিতনয় দ্বয়কে কহিবে যে, বিক্রম লব্ধ সম্পত্তি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করা উচিত"। কুন্তীর বাক্য শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণ, পুত্র-শোক-পরিক্লিষ্ট পিতৃ-ষ্বসাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—আর্য্যে! আপনার তুল্য মহিলা জগৎ মধ্যে আর কে আছে? আপনি শূরসেন রাজার দুহিতা এক্ষণে আজমীঢ় কুলে প্রদত্ত হইয়াছেন। আপনার ভর্ত্তা সতত আপনার সম্মান করিতেন। আপনি বীর-মাতা, বীর-পত্নীও সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্না। আব-শ্যক হইলে আপনার সদৃশ কামিনিগণকে সুখও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডবগণ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা হিম ও রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন এবং তাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখে বিমুখ হইয়া বীর জনোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন। পাণ্ডবগণ আপনারে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের কুশল বার্ত্তা নিবেদন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি অচিরাৎ তাঁহাদিগকে শত্রু বিনাশ করিয়া সকল লোকের উপর আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে দেখিবেন। এই বলিয়া মহাত্মা গোবিন্দ কুন্তীরে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার কৌরব সভায় গমন করিলেন।"

"অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। দুর্য্যোধন ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করিলে মহামতি গোবিন্দ উত্তর করিলেন হে দুর্য্যোধন! দূতগণ কার্য্য সমাধা করিয়াই পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণের দ্বেষ

করে, সে আমারও দ্বেষ্টা, যে ব্যক্তি তাঁহাদিগের অনুগত সে আমারও অনুগত ; ফলতঃ আমি পাণ্ডবগণ হইতে ভিন্ন নহি। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ বা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের সহিত বিরোধ করিতে বাসনা করে, এবং গুণবান্‌কে দ্বেষ করে সে অতি নরাধম। যে ব্যক্তি হিতকারী সর্ব্ব-গুণান্বিত জ্ঞাতিগণকে অকারণে শত্রু জ্ঞান করিয়া তাহাদের ধনাপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই দুরাচার কখনই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারে না। যাহা হউক এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে আপনি কোন দুরভিসন্ধি করিয়া আমাকে ভোজনের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন। অতএব আমি কখনই আপনার ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করিব না। কেবল বিদুরের ভবনে ভোজন করাই আমার উচিত বোধ হইতেছে।"

"মহাবাহু বাসুদেব দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া বিদুরের ভবনে গমন করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লিক ও অপরাপর কৌরবগণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া বাসুদেবকে আপনাপন ভবনে আনিতে যত্ন করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে কহিলেন হে মহাত্মাগণ! আপনারা স্ব স্ব গৃহে গমন করুন আমি আপনাদের সমস্ত পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

"অনন্তর বিদুর পরম যত্ন সহকারে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া অতি পবিত্র বিবিধ সুমিষ্ট অন্ন ও পানীয় প্রদান করিলেন। মধুসূদন সেই অন্ন দ্বারা সর্ব্বাগ্রে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া অনুচরবর্গের সহিত ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলেন। পরে তদীয় আগমন সম্বন্ধীয় বিবিধ কথোপকথন সমাপন করিয়া পরম সুখে রজনী যাপন করিলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণ পর দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করতঃ প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক উদকক্রিয়া, জপ, হোম, নবোদিত আদিত্যের উপাসনা এবং উত্তর সন্ধ্যার আরাধনা করিতেছেন, * এমন সময়ে দুর্য্যোধন ও শকুনি তাঁহার সমীপে

---

* হৃদয়বান্ আর্য্যগণ! দেখুন ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়াও স্বধর্ম্ম বিহিত সন্ধ্যা উপাসনাদি এবং যুদ্ধাদি কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। ভগবান্ বাসুদেব গীতাতে প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন স্বয়ংও সেইরূপ আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

কৌরব-সভায় শ্রীকৃষ্ণের বক্তৃতা।

আগমন করিয়া কহিলেন হে মধুসূদন! সভাতে সমস্ত কৌরবগণ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

অনন্তর বাসুদেব সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ কৌরবগণ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সেই ভারত সভা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন হে শান্তনুতনয়! ঐ দেখুন নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সভা অবলোকন করিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতেছেন। উহাঁদিগকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করুন।

মহর্ষিগণ ও অপরাপর নৃপতিগণ, স্ব স্ব আসনে আসীন হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে মহাত্মা বাসুদেব গম্ভীর স্বরে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! আমার মানস যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপন হয় এবং বীরপুরুষগণ বিনাশ না হয়। আমি ইহাই প্রার্থনা করিতে আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনাকে অন্য কিছু হিতোপদেশ প্রদান করার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু আপনি জ্ঞাতব্য সকলই অবগত আছেন। আপনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসনকর্ত্তা থাকিতে কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছে। দুর্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট ও লোভী। উহারা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছে।"

"দেখুন এই কুরুকুলে অতি ঘোরতর আপৎ উপস্থিত। যদি আপনি ইহাতে উপেক্ষা করেন তাহা হইলে ইহা পরিশেষে সমস্ত পৃথিবীকে বিনষ্ট করিবে। হে রাজন্! আপনি মনে করিলেই এই আপৎ বিনাশ করিতে পারেন এবং শান্তিস্থাপনও অসাধ্য নহে। আপনি আপনার পুত্রগণকে সান্ত্বনা করুন, আমি পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিব। হে রাজন্! কৌরবগণ আপনার সহায় আছেন এক্ষণে পাণ্ডবগণকে সহায় করিয়া স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মচিন্তায় সুখে কালযাপন করুন।"

হে মহারাজ! সংগ্রাম মহাক্ষয়ের হেতু। দেখুন কি কৌরব কি পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলেই আপনার অত্যন্ত দুঃখ হইবে। পাণ্ডবগণও আপনার পুত্রতুল্য অতএব আপনি তাঁহাদিগকে এই বিপদ

হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগকে যেন সমরে কৌরব ও পাণ্ডবগণকে নিহত দেখিতে না হয়। দেখুন পৃথিবীর সমস্ত রাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া একত্র হইয়াছেন তাঁহাদের সহিত সমস্ত প্রজাগণও বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আপনি প্রজাগণকে রক্ষা করুন উহারা যেন বিনষ্ট না হয়। আপনি সুস্থির হইলেই ইহঁাদের পরস্পর বিবাদভঞ্জন হইবে। পাণ্ডবেরা বাল্যাবধি পিতৃহীন হইয়া আপনা কর্ত্তৃকই পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে ও স্বীয় পুত্রগণকে যথাবিধি প্রতিপালন করুন। পাণ্ডবগণ সকল সময়ে বিশেষতঃ আপৎকালে আপনারই রক্ষণীয়; অতএব আপনি তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া ধর্ম্মার্থ নাশ করিবেন না।"

"হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা আপনাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিয়াছেন—আপনাকে পিতা জ্ঞান করিয়া আমরা আপনার, আদেশ মতে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া নিরন্তর ক্লেশভোগ করিয়াছি। এই ব্রাহ্মণগণ জানেন আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছি, অতএব এক্ষণে আমরা যাহাতে স্বীয় রাজ্যাংশ লাভ করিতে পারি ঐরূপ করুন্। আপনি ধর্ম্মার্থ তত্ত্বজ্ঞ, আমরা আপনাকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া অশেষ দুঃখ সহ্য করিয়াছি এক্ষণে মাতা পিতার ন্যায় আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করা আপনার কর্ত্তব্য। শিষ্যের গুরুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত হে রাজন্! আমরা আপনার প্রতি সেইরূপ করিতেছি আপনি আমাদের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করুন্। আমরা অসৎপথে গমন করিলে আমাদিগকে সৎপথে নেওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য অতএব আপনি ধর্ম্মপথে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকেও সেই পথে লইয়া যাউন।"

হে রাজন্! পাণ্ডগণকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধি করা ভিন্ন আমি আপনাকে অন্য কিছু বলিতে পারি না। অথবা অত্রস্থ সভ্যগণ এ বিষয়ে যাহা সঙ্গত হয় বলুন—"

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শেষ হইলে সভ্যগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র বাসুদেবকে কহিলেন হে কেশব! তোমার বাক্য সুন্দর, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায়সঙ্গত কিন্তু দুষ্টমতি দুর্য্যোধন আমার অধীন নহে; অতএব তুমি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করিতে যত্ন কর।

কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের বক্তৃতা।

মহামতি বাসুদেব রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন "হে দুর্য্যোধন! তোমার যেরূপ সংকল্প, নৃশংস, হীন কুলোদ্ভব ব্যক্তিরাই ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু তোমাতে ঐরূপ ব্যবহার বারম্বারই দেখা যাইতেছে। ঈদৃশ ব্যবহারে ঘোরতর অনিষ্ট এমন কি প্রাণনাশ হইবারও নিতান্ত সম্ভাবনা। তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অসংখ্য প্রাণী হত্যা হইবে কিন্তু সন্ধি স্থাপন করিলে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে।"

"ভ্রাতঃ! পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করা তোমার পিতার ও অমাত্যগণের নিতান্ত অভিপ্রেত; এক্ষণে তাহাতে তুমিও অনুমোদন কর। যে ব্যক্তি সুহৃদ্‌বাক্য শ্রবণ করিয়াও গ্রাহ্য না করে সেই ব্যক্তিকে পরিশেষে সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যে দুর্বুদ্ধি মোহবশতঃ কল্যাণকর বাক্য পরিত্যাগ করে তাহারে ধর্ম্মার্থ হইতে চ্যুত ও পশ্চাত্তাপে তাপিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি সাধুগণের বাক্য পরিত্যাগ করিয়া অসতের কথানুযায়ী কার্য্য করে তাহাকে শীঘ্রই সবান্ধবে শোকাকুল হইতে হয়। আর দেখ পাণ্ডবগণ এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ যে, তুমি জন্মাবধি তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুঃখ প্রদান করিলেও অদ্যাপি তাঁহারা তোমার প্রতি বৈরাচরণ করেন নাই। এইরূপ ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণের উপর সন্তুষ্ট থাকাই নিতান্ত কর্ত্তব্য।" বাসুদেব এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মার্থপূর্ণ বাক্যে দুর্য্যোধনকে সন্ধি করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেও কুরুপতি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম এবং গান্ধারী দুর্যোধনকে ধর্ম্মার্থ-পূর্ণ বিবিধ বাক্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন যেন কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুর্য্যোধনের আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া যশস্বিনী গন্ধারী কহিতে লাগিলেন রে! কুলাঙ্গার তুমি নিশ্চয়ই শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে; যেহেতু অদ্য কাল-প্রেরিতের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা গুরুজনের বাক্য অবহেলা করিতেছ। আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলাম তোমার পাপেই কুরুকুল সমূলে ধ্বংস হইবে। "দুর্য্যোধন ধর্ম্মার্থ পূর্ণ ঐ মাতৃবাক্য শ্রবণে জাতক্রোধ হইয়া সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্যূতপ্রিয় দুষ্ট শকুনির নিকট গমন করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন

কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন ইহারা এইরূপ চেষ্টা ও পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, ক্ষিপ্রকারী জনার্দ্দন ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া সভাঁমধ্যে আমাদিগকে অপমান করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিয়া ইহার প্রতিশোধ প্রদান করিব। বিশেষতঃ বাসুদেব বদ্ধ হইয়াছেন ইহা শুনিয়া পাণ্ডবগণ হতচেতন ও একবারে নিরুৎসাহ হইবে। এই মহাবাহুই পাণ্ডবগণের সুখ ও ধর্ম্ম স্বরূপ; ইহাঁরে বদ্ধ করিলে অবশ্যই পাণ্ডবগণের উদ্যম ভগ্ন হইবে। অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহাতে আক্রোশ করিলেও আমরা ক্ষিপ্রকারী জনার্দ্দনকে এস্থলে বদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।”

“ইঙ্গিতজ্ঞ সাত্যকি দুর্য্যোধন প্রভৃতির এই মন্ত্রণার বিষয় অবগত হইয়া সভায় আসীন শ্রীকৃষ্ণকে ঐ সংবাদ প্রদান করিলেন। তৎশ্রবণে মহাত্মা বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন হে রাজন্! শুনিতেছি দুর্য্যোধন প্রভৃতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্ব্বক বদ্ধ করিবেন কিন্তু আমি দেখিতেছি আমাকে অবমানা করিতে ইচ্ছা করিয়া ইহাঁরা যুধিষ্ঠিরেরই মঙ্গল করিতেছেন; যেহেতু আমি ইচ্ছা করিলেই ইহাঁদিগকে সমুচিত শাস্তিপ্রদান করিতে পারি। আমি অনুমতি করিতেছি দুর্যোধন অনায়াসে আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করুক। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুরকে কহিলেন হে বিদুর! মন্ত্রিগণেরসহিত দুর্য্যোধনকে শীঘ্র আনয়ন কর। যদি তাহাকে সৎপথে আনিতে পারি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। বিদুর তাঁহার আজ্ঞানুসারে, অনুচরবর্গ ও রাজগণ সহিত দুর্য্যোধনকে সভায় আনয়ন করিলে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে কহিতে লাগিলেন তুমি অতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ; যেহেতু মহাত্মা জনার্দ্দনকেও বন্ধন করিতে অধুনা ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্দ্রমারে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয় তুমিও সেইরূপ বাসুদেবকে অবরুদ্ধ করিতে বাসনা করিতেছ। দেব মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, অসুরগণ যাঁহার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না তুমি কি সেই কেশবের পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই?”

“ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শেষ হইলে মহামতি বিদুর দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর। নির্ম্মোচন নগরে ছয় হাজার পরাক্রান্ত অসুর যাঁহারে অবরুদ্ধ করিতে অসমর্থ

হইয়া পরিশেষে আপনারাই পাশবদ্ধ হইয়াছিল। তুমি সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেবকে বদ্ধ করিতে চাহিতেছ? প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরে নরকাসুর দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া যাঁহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় নাই, তুমি সেই দানব-নাশন মধুসূদনকে রুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করিতেছ?

"ইনি বাল্যাবস্থায় পূতনা ও শকুনিরে নিহত করিয়াছেন। ইনি বৃন্দাবন রক্ষার্থ বাম হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি অরিষ্ট, ধেনুক, মহাবল চানুর, অশ্বরাজ, কংশ, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল বাণ ও অন্যান্য রাজাদিগকে সমরে সংহার করিয়াছেন। ইনি পারিজাতাহরণ কালে তেজ-দ্বারা বরুণ, অগ্নি এবং দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছেন; ইনি সকলের কর্ত্তা ইহাঁর কেহ কর্ত্তা নাই। ইনি যাহা যাহা ইচ্ছা করেন তৎসমুদায় লাভ করিতে ইহাঁর যত্নের আবশ্যকতা হয়না উহা আপনিই সিদ্ধ হইয়া উঠে। ইনি মহা প্রলয়ের জলে শয়ন কালে মধুকৈটভকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। পরে ইনি জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া হয়গ্রীবকে কালকবলে নিপতিত করিয়াছিলেন। তুমি এখনও কৃষ্ণকে অবগত হইতে পার নাই; এইজন্য পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পতিত হইয়া ভস্মাবশেষ হয়, তুমিও সেইরূপ মহাতেজস্বী বাসুদেবকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

"জনার্দ্দন, বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন হে দুর্য্যোধন! তুমি যে আমাকে একাকী মনে করিয়া রুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছ ইহা তোমার ভ্রান্তি। আদিত্য, রুদ্র, বসু, ঋষিগণ, পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ এস্থানেই আছেন। তিনি এই কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।"

"তখন কৃষ্ণের শরীর হইতে বিদ্যুতের ন্যায় তেজস্বী অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দেবগণ আবির্ভূত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ললাট হইতে ব্রহ্মা, বক্ষ হইতে রুদ্র, হস্ত হইতে লোকপালগণ, মুখমণ্ডল হইতে অগ্নি, আদিত্য সাধ্য, বসু বায়ুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্র ও ত্রয়োদশ বিশ্বদেব সমুৎপন্ন হইলেন। এইরূপে দক্ষিণ বাহু হইতে ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়, বাম বাহু হইতে বলরাম এবং পৃষ্ঠ হইতে ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি অন্ধ ও বৃষ্ণিগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আবির্ভূত হইলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি এই সকল মহাস্ত্র

তাঁহার বাহু সমূহে দীপ্যমান হইতে লাগিল। তাঁহার নেত্র, নাসিকা ও কর্ণ হইতে সধূম ভীষণ অগ্নিশিখা আবির্ভূত হইল এবং লোমকূপ হইতে সূর্য্য কিরণের ন্যায় কিরণ সকল বাহির হইতে লাগিল।"

ভগবান্ বাসুদেব দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় ও ঋষিগণকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা ভিন্ন তত্রস্থ সমস্ত নৃপতিগণ কেশবের সেই ভীষণমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া মুদ্রিত নয়নে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভগবানকে প্রসন্ন করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন অভি-লাষে অন্ধের অদৃশ্য দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ঋষিগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া বাসুদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন পৃথিবী কম্পিত ও সাগর সকল তরঙ্গে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

"অনন্তর বাসুদেব সেই ভয়ানক মূর্ত্তি উপসংহারও ঋষিগণের নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সভা মণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। কৌরবগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে গণনা না করিয়া স্বীয় রথে আরোহণ করিলেন। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুরকে কহিলেন হে মহানুভবগণ! আজি কৌরব সভায় যে যে ঘটনা হইয়াছে, আপনারা তৎ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; অধুনা সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করি।" এই বলিয়া বাসুদেব কুন্তীর আলয়ে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং কৌরব সভা মধ্যে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল সংক্ষেপে সে সমস্ত তাঁহাকে বিদিত করিলেন।"

"কেশব কুন্তীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কিছু দূরে গমন করিয়া বহুক্ষণ পরম ভক্ত কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। পরে কর্ণকে বিদায় দিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তৎপরে কৌরবগণ একত্রিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন আহা! কেশ-বের কি অদ্ভুত ভাব! সমুদায় পৃথিবী মৃত্যু পাশের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শরীর মধ্যে সূক্ষ্মভাবে রহিয়াছে। হায়! দুর্য্যোধনের পাপে এই রাজ্যাদি কিছুই থাকিবে না।"

এদিকে বাসুদেব হস্তিনা হইতে উপপ্লব্য নগরে আগমন করিয়া পাণ্ডব-গণের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন এবং তাঁহাদিগকে বারম্বার সম্ভাষণ ও

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভ।

তাঁহাদের সহিত বহুক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া বিশ্রামার্থে স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। *

কেশব বিশ্রামান্তে পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন হে ভ্রাতৃগণ! কৌরব সভায় যেরূপ কথোপকথন হইয়াছে এবং বাসুদেবের যে প্রকার অভিপ্রায় তোমরা তাহা সম্যক্ অবগত হইলে; অতএব এক্ষণে আমার সেনা সমুদায় বিভাগ কর। এই সাত অক্ষৌহিণী সেনা বিজয়ার্থ সমবেত হইয়াছে। মহাবীর দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান সাত্যকি ও ভীমসেন এই সাতজন এই সাত অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক হইবেন। এবং বাসুদেবের আদেশানুসারে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি হইবেন।

পাণ্ডবগণ যথাসময়ে বিবিধ অস্ত্রে স্বীয় সৈন্যগণকে সজ্জিত করিয়া কুরুক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক কৌরবদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধনও বীরমদে মত্ত হইয়া এগার অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিলেন।

"অনন্তর কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন যে, দিবা শেষে যুদ্ধ শেষ হইলে পুনর্ব্বার উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপিত হইবে। যুদ্ধের সময় ব্যতীত কেহ কাহারও প্রতি বৈরাচরণ করিবে না। অন্যায়াচরণও প্রতারণা করা হইবে না। পদাতিক পদাতিকের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিবে। কখনও সবল, দুর্ব্বলকে প্রহার করিবে না এবং সেনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেও আঘাত করা হইবে না।"

"পাণ্ডবগণ স্বীয় সেনাকে ভীষ্মের সেনার প্রতিপক্ষে ব্যূহিত করিয়া ধর্ম্ম যুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ কামনা করতঃ অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সখা ধনঞ্জয়কে কহিলেন হে অর্জ্জুন! যেমন মেঘ সকল সূর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখে সেইরূপ এই সম্মুখবর্ত্তী সৈন্যগণ মহাবীর ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিতেছে। তুমি এই সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর।"

---

* শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারত হইতে বন, বিরাট, উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত স্থান সমূহ উদ্ধৃত করা হইল।

—*§*—

নবম অধ্যায়।

গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশ।

ধনঞ্জয়, শ্বেত-অশ্ব-যুক্ত রথে আসীন হইয়া অচ্যুতকে কহিলেন হে বাসু-দেব! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে আমার রথ স্থাপিত কর। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়াচরণ বাসনায় যে সকল ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন এবং কে যুদ্ধকামি হইয়া অবস্থান করিতেছেন নিরীক্ষণ করিব। তখন হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধা ও সমস্ত কৌরবগণ একত্রিত হইয়াছেন।

পার্থ, উভয় সেনার মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র শ্বশুর ও মিত্রগণ অবস্থান করিতেছেন; দেখিবা মাত্র অতিশয় দয়াত্রচিত্তও নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন হে কৃষ্ণ! এই সমস্ত আত্মীয় ও মিত্রগণ যুদ্ধের ইচ্ছায় এ স্থলে আগমন করিয়াছেন দেখিয়া, আমার হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইল, শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। গাণ্ডীব হস্ত হইতে পড়িয়া যাইতেছে এবং শোকে সমস্ত চর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে। আমি কেবল দুর্নিমিত্তই দেখিতেছি। আমার বিবেচনায় এই সমস্ত বন্ধুগণকে নিহত করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। হে কৃষ্ণ! আমি আর যুদ্ধে জয়লাভ তদনন্তর রাজ্য প্রাপ্তি অথবা সুখের আশা করি না।

হে মধুসূদন! দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম আমার পরম পূজনীয়। যাঁহাদের সহিত আমার বাক্য-যুদ্ধ করাও উচিত নহে, আমি তাঁহাদের সহিত বাণ দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করিব? দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি গুরুজনদিগকে হত্যা করা কেবল নরকের কারণ মাত্র অতএব তাহা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও উচিত। ইহাঁদিগকে হত্যা করিলে কেবল পরকালেই যে নরক ভোগ হইবে এমত নহে; প্রত্যুত ইহলোকেই তাঁহাদের রক্ত-মিশ্রিত

নরকতুল্য বিষয় ভোগ করিতে হইবে। ফলতঃ এই যুদ্ধে জয়লাভ কিম্বা পরাজয় ইহার মধ্যে কোন্‌টি আমাদের সুখের কারণ হইবে তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। কেন না, যে সকল আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিয়া আমরা স্বয়ং জীবিত থাকিতে চাহি না সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই ঐ দেখ সুম্মুখে উপস্থিত। স্নেহও দয়া বশতঃ আমার হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়াছে এবং কুলক্ষয়ের দোষ আলোচনা করিয়া আমার সাহস ও পরাক্রম নষ্ট হইয়াছে, আর চিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে অক্ষম হইয়াছে। এই নিমিত্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যাহা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য হয় বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে উপদেশ প্রদান কর। আমার বোধ হইতেছে যে, এই পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক বিশাল রাজ্য এবং দেবগণের আধিপত্য পাইলেও আমার চিত্ত এই শোকে অবসন্ন হইবে। আমি এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহাতে আমার এই শোক দূর হইতে পারে, অতএব আমি যুদ্ধ করিব না। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়া নির্ব্বাক হইলেন।

সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ।

তখন হৃষিকেশ, বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে সহাস্য বদনে এইরূপ কহিলেন হে অর্জ্জুন! তুমি পণ্ডিতগণের ন্যায় কথা কহিতেছ* অথচ শোকের অবিষয় যেসকল বন্ধুগণ তাঁহাদের জন্য শোক করিয়া মূর্খতা প্রকাশ করিতেছ। দেখ! জ্ঞানী ব্যক্তি কি মৃত কি জীবিত কাহারও নিমিত্ত দুঃখিত হন না। আমাদের বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে তুমি, আমি, কি এই রাজগণ আমরা সকলেই বিদ্যমান ছিলাম এবং এ দেহ নষ্ট হইবার পরেও থাকিব। শরীর যেমন বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা এবং যৌবন অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও সেইরূপ এক দেহ নষ্ট হইলে অন্য দেহে গমন করিয়া থাকেন। এজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন প্রাণীর মৃত্যুতে (অর্থাৎ দেহ নাশে) দুঃখিত হন না।”

---

* গীতা; দ্বিতীয় অধ্যায় ১—১৩ শ্লোক। এই সকল শ্লোকে এবং পরপরবর্ত্তী শ্লোক সকলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবাত্মার স্বরূপ এবং অবিনাশিতা দেখাইতেছেন।

যে আত্মা, এই দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহার কিছুতেই বিনাশ নাই। কোন ব্যক্তিই সেই নিত্য আত্মাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানিগণ কহিয়াছেন এই সকল শরীর অনিত্য কিন্তু শরীরী জীবাত্মা সর্ব্বকাল স্থায়ী, বিনাশ রহিত এবং অপরিচ্ছিন্ন (অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন।) অতএব আত্মার জন্ম মৃত্যু হয় না, উহা দেহেরই হইয়া থাকে ইহা নিশ্চিত জানিয়া তুমি যুদ্ধ কর। যে ব্যক্তি আপনাকে আত্মার বিনাশ-কর্ত্তা মনে করেন এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, জীবাত্মা মরেন তাঁহারা দুই জন কিছুই জানেন না; যেহেতু আত্মার ঘাতক কেহ নাই এবং তাঁহার বিনাশও হয় না। এই জীবাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না; যেহেতু জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, ক্ষয় প্রভৃতি দেহেরই হইয়া থাকে উহা আত্মার হয় না। তবে আত্মা দেহের মধ্যে স্বামী-রূপে বাস করিতেছেন এজন্য অজ্ঞানিগণ, জন্মাদি কার্য্য আত্মাতে কল্পনা করিয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে ঐ কল্পনা মিথ্যা। এই আত্মা জন্মেন না, ইনি সকল পদার্থের আদি কারণ। যে পুরুষ এই আত্মারে বিনাশ রহিত, জন্ম মরণ বিহীন, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বকাল-স্থায়ী বলিয়া জানেন তিনি কিরূপে কাহাকে বধ করিবেন? অথবা বধ করিতে আদেশ প্রদান করিবেন? যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ জীবাত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করেন। ইনি অস্ত্রে চ্ছেদিত, অগ্নিতে দগ্ধ, জলে গলিত বা বায়ুতে শোষিত হন না। ইনি নিত্য সর্ব্বগত, স্থির স্বভাব, অচল ও অনাদি। ইনি চক্ষুর অগোচর, মনের অবিষয় এবং হস্ত পদাদি দ্বারাও গৃহিত হন না। অতএব তুমি জীবাত্মারে এইরূপ জানিয়া শোক পরিত্যাগ কর।

আর যদি মনে কর, জীবাত্মা সর্ব্বদা জন্ম গ্রহণ ও মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলেও ইহাঁর জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা যে ব্যক্তি জন্মিয়াছে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মরিবে এবং মৃত্যুর পরেও পুনর্ব্বার নিশ্চয়ই জন্মিবে। অতএব এইরূপ নিশ্চিত বিষয়ে শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নহে। জীব সকল জন্মিবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এবং মৃত্যুর পরেও পুনর্ব্বার সেই সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয় কেবল জন্ম মৃত্যুর মধ্যাবস্থায়

কিছুকাল বর্ত্তমান থাকিয়া নানরূপ কার্য্য করিয়া থাকে; অতএব এইরূপ বিষয়ে কাহারও মৃত্যুর জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে? কেহ এই জীবাত্মারে বিস্ময়ের সহিত দেখেন, কেহ বা তাঁহার কথা বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারেন না। জীবাত্মা সর্ব্বদা সকল প্রাণীর দেহে অবিনাশীরূপে বাস করেন অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্তই শোক করা উচিত নয়।

তুমি স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলে আর এ প্রকার ভীত হইবা না। ধর্ম্ম-যুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর অন্য উৎকৃষ্ট কর্ম্ম নাই। যে সকল ক্ষত্রিয় ঈশ্বর ইচ্ছায় উপস্থিত, প্রসস্ত স্বর্গ-পথ-সদৃশ এইরূপ যুদ্ধ প্রাপ্ত হন তাঁহারাই সুখী। যদি তুমি এই ধর্ম্ম-যুদ্ধ না কর তবে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ নিবন্ধন নিন্দা-ভাজন এবং পাপভাগী হইবে। লোকে চিরকাল তোমার অযশ কীর্ত্তন করিবে। যশস্বী ব্যক্তির অযশ, মরণাপেক্ষাও অধিক দুঃসহ। *

হে অর্জ্জুন! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি এই উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান কর। জ্ঞানিগণ, কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি এই উভয়কে তুল্য বোধ করাকেই "যোগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা ঐরূপ কর্ম্ম-যোগ অনুষ্ঠান করাই শ্রেষ্ঠ। কাম্য কর্ম্ম সমুদায় অতিশয় অপকৃষ্ট অতএব তুমি "ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতেছি" এইরূপ ভাবে নিষ্কাম হইয়া স্বধর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। কামনা রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম কদাচ নিষ্ফল হয় না। এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা যায়, সেই কর্ম্মে মন্ত্রাদি হানিরূপ অঙ্গ-নাশ হইলেও তাহাতে পাপ হয় না। বরঞ্চ ঈশ্বর প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত অতি অল্প কর্ম্মও ভয়ঙ্কর সংসার বন্ধন হইতে

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় অধ্যায়। সাঙ্খ্যযোগ ১৭—৩৪ শ্লোক। ভগবান এস্থানে স্পষ্ট বলিলেন যে তুমি যেরূপ অবস্থাতেই কেন পতিত না হও তোমার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নয়। অহো! আর্য্যগণ স্ব-ধর্ম্মকে জীবনাপেক্ষাও প্রিয়তর মনে করিতেন এ জন্যই জীবন পরিত্যাগ করিয়াও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়া ছিলেন।

মুক্ত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির স্ব-ধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে এইরূপ নিষ্কাম বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তাঁহার ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইহ জন্মেই পাপ পুণ্য উভয় নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহাকে আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। যে কর্ম্মফল ভোগের জন্য, জীবাত্মা সুখ দুঃখের নিমিত্ত-ভূত এই দেহ-পিঞ্জরে বদ্ধ হন, সেই কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে সম্পাদন করিয়া যে, কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ—এই কৌশলকেই "যোগ" কহি। বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্ম্মের ফল-কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরের আরাধনার্থ স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্ম করিয়া তাদ্দ্বরা চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং জন্ম মরণাদিরূপ বন্ধন চ্ছেদন পূর্ব্বক পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন। এইরূপে ক্রমশঃ পরমেশ্বরের আরাধনার্থ কর্ম্ম করিয়া যখন তোমার এইরূপ নিশ্চয় অনুভব হইবে যে, শরীর হইতে জীবাত্মা পৃথক্ তখন যাহা শুনিয়াছ এবং যত শুনিবা সে সকলেতেই অত্যন্ত বৈরাগ্য জন্মিবে অর্থাৎ আত্মাতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতেই তোমার বুদ্ধি আসক্ত ও পরিতৃপ্ত হইবে না। লোক-মুখে এবং বেদাদি শাস্ত্রে নানা প্রকার উপদেশ শুনিয়া তোমার বুদ্ধি নিতান্ত অস্থির হইয়াছে; এই বুদ্ধি যখন অন্য বিষয়ে গমন না করিয়া অভ্যাস যোগ বশতঃ কেবল পরমেশ্বরেতেই নিশ্চল হইয়া থাকিবে তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান বা (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রাপ্ত হইবা। *

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন হে কেশব! ঈশ্বরানুরাগী ঐ জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর কি কি লক্ষণ হয়? তিনি কিরূপ কথা বলেন এবং তাঁহার গতি বিধিই বা কি প্রকার?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন যিনি সর্ব্ব প্রকার কামনা পরিত্যাগ করেন, যিনি আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত তিনিই জীবন্মুক্ত ও তত্ত্বজ্ঞানী। যাঁহার চিত্ত, দুঃখ উপস্থিত হইলেও বিষণ্ণ এবং সুখের জন্য লালায়িত হয় না, যিনি বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বিহীন, সেই মুনিই জীবনমুক্ত। অতি বলবান্ ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানী

---

* গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় সাঙ্খ্য যোগ ৩৮—৪০। ৪৮—৫৩ শ্লোক।
ভগবান এই সকল শ্লোকে স্বধর্ম্ম বিহিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগও সবিকল্প সমাধির অবস্থা বর্ণনা করিলেন।

পুরুষের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে এইজন্য ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি ঐ সকল ইন্দ্রিয়গণকে আপন অধীনে রাখিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর নিষ্ঠ হইয়া থাকিবেন। এইরূপে যেব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনিই জীবন্মুক্ত। যিনি কামনা সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ ও নিরহঙ্কার ও গৃহ পুত্রাদিতে মমতাবিহীন হইয়া ভোগ্য বস্তু সমুদায় উপভোগ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত এবং তিনিই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! ইহাকেই ব্রহ্ম-জ্ঞানের নিষ্ঠা জানিবা। উল্লেখিত গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি সংসারে আর মুগ্ধ হন না। যিনি কেবল মৃত্যু কালেও এই প্রকার ব্রহ্ম-জ্ঞানে অবস্থান করেন তিনিও পরব্রহ্মে লীন হইয়া অতুলানন্দ প্রাপ্ত হন। *

নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন হে কেশব! যদি তোমার মতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হইল তবে আমাকে এইরূপ হিংসাত্মক যুদ্ধকর্ম্মে কি নিমিত্ত নিযুক্ত করিতেছ? হে জনার্দ্দন! তোমার বাক্য বস্তুতঃ ভ্রমজনক নহে; কিন্তু কোন স্থলে কর্ম্মের প্রশংসা এবং কোন স্থানে বা জ্ঞানের প্রশংসা করাতে আমার বুদ্ধি মুগ্ধপ্রায় হইয়াছে। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী আমি আশ্রয় করিব তাহা নিশ্চয় করিয়া বল।

কৃষ্ণ কহিলেন হে পার্থ! আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, এই সংসারে মোক্ষলাভের দুইটী মাত্র পথ আছে। ঐ দুইটী পথও বিবেচনা করিতে গেলে একটী পথই দুই অংশে বিভক্ত মাত্র। একটী কর্ম্ম যোগের পথ, অপরটী জ্ঞান যোগের পথ। অধিকারী প্রভেদেই এক পন্থাকে দুই ভাগে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি শুদ্ধচিত্ত, সংসারের অনিত্য বস্তুতে যাঁহাদের আসক্তি নাই, যাঁহারা ইন্দ্রিয় সকলকে আপনার অধীন করিয়াছেন, ঐরূপ ব্যক্তিগণের "জ্ঞান যোগ" অর্থাৎ যম, নিয়ম ও ধ্যানাদিই অবলম্বনীয়। আর যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাঁহারা ফল-কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম যোগ আশ্রয় করিবেন। স্ব স্ব আশ্রম ও জাতি-বিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না এবং জ্ঞান ব্যতীত, কর্ম্মত্যাগ করিলেও

* গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় সাঙ্খ্যযোগ ৫৩—৫৭। ৬০—৬১।৭১—৭২ শ্লোক।

মুক্তিলাভ হয় না। জ্ঞানবান্ বা অজ্ঞানী কোন দেহধারী ব্যক্তিই ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া নিশ্চল ভাবে থাকিতে পারেন না। যদি তিনি ক্ষণকাল, হস্ত পদাদি দ্বারাও কর্ম্ম না করেন তথাপি তাঁহার মন, নানাবিষয়ক চিন্তা করিবে; অতএব তাঁহার মানসিক কর্ম্ম করা হইল; এজন্য কোন ব্যক্তিই একেবারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না; যেহেতু তিনি স্বভাবের প্রবল শক্তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও অনিচ্ছায় কর্ম্ম করিবেন। অতএব দেখা গেল সম্পূর্ণ প্রকারে কর্ম্ম-ত্যাগ অসম্ভব। যে ব্যক্তি হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে কার্য্য হইতে বিরত রাখিয়া মনে মনে বিষয় চিন্তা করে সেই ব্যক্তিকে প্রতারক বা মিথ্যাচারী জানিবা; যেহেতু ঐরূপ করিয়া ঐ মন্দ-বুদ্ধি কেবল আপনাকেই বঞ্চনা করিতেছে। কিন্তু হে অর্জ্জুন! যিনি চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে রূপও শব্দাদি বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া পরমেশ্বরে নিযুক্ত করতঃ হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু ঐ ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া সত্বরই জ্ঞানবান্ হন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি নিত্য-কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুমোদিত যুদ্ধাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; যেহেতু স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই অধিকতর মঙ্গল-দায়ক। আর যদি তুমি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ কর তবে তোমার দেহ যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না। মনুষ্যগণ ঈশ্বরারাধনা ব্যতীত, বিষয় কামনার বশবর্ত্তী হইয়া যেসকল কর্ম্ম করে তদ্দ্বারাই কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বরোপাসনারূপ স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্ম জীবগণকে বদ্ধ করে না। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি বিষয় কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণু-প্রীতির নিমিত্ত সম্যক্ প্রকারে কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। প্রজাপতির বাক্যেও জানা যায় যে, কর্ম্মত্যাগী অপেক্ষা কর্ম্ম কর্ত্তাই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা, মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের সামর্থ্য প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন হে প্রজাগণ! তোমরা বেদ বিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সুখ-সমৃদ্ধি যুক্ত হইয়া বাস কর। তোমরা ঘৃতাদির আহুতি দ্বারা বিধিমতে দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিবে, দেবগণ ঐ আহুতিতে পরিতৃপ্ত হইয়া যথাকালে বর্ষণাদি দ্বারা তোমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন; ঐরূপ করিলে হে মনুষ্যগণ!

তোমাদেরও দেবগণের পরস্পর সুখ-বৃদ্ধি হইবে। বেদ হইতে ঐ সকল যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ বেদ পরমেশ্বর হইতে সমুৎপন্ন জানিবা; অতএব সর্ব্বগত পরমেশ্বর সকল যজ্ঞেই প্রতিনিয়তঃ উপাসিত হইয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সংস্থাপিত, এই সংসার চক্রের নিয়মানুসারে জগদীশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত, স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করে সেই ব্যক্তির জীবন ধারণ বৃথা মাত্র; যেহেতু ঐ ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় সুখেই নিযুক্ত রহিল পরন্তু ঈশ্বর উপাসনা হইতে, যে নিত্যসুখ লাভ হয় তাহা ঐ ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিল না। ঈশ্বরেই যে ব্যক্তি সর্ব্বদা রমন করেন এবং ঈশ্বরেই যাঁহার পরম তৃপ্তিলাভ হইয়াছে, যিনি আত্মসন্তোষে পরিতুষ্ট এরূপ ব্যক্তির এ সংসারে কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। ঐ জীবন্মুক্ত (যথা শুকদেব নারদাদি) আত্মজ্ঞানী কার্য্য করিলেও তাঁহার কোনরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয় না এবং কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার কোন প্রকার পাপ নাই; কারণ এ সংসারে কোন প্রাণীর নিকটেই তাঁহার কোন প্রাপ্য বস্তু নাই। এজন্য তিনি কাহারও অধীন নহেন। হে অর্জ্জুন! ঐরূপ মুক্ত পুরুষ ভিন্ন কাহারও স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম না করিলে নিস্তার নাই। অতএব তুমি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া সকল মনুষ্যেরই সর্ব্বদা (আপনার ও সমাজের মঙ্গলের জন্য) কর্ম্মকরা উচিত এইরূপ "কর্ত্তব্য বোধে" কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। কারণ ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে, মনুষ্য ঐ কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। আর দেখ! জনকাদি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজর্ষিগণও স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াই মুক্তিলাভ করিয়াছেন; অতএব তুমিও তাঁহাদের ন্যায় কর্ম্ম কর। আর তুমি যদি আপনাকে জ্ঞানীও মনে কর তথাপি তোমার শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দেখিলে অন্যান্য অজ্ঞানী ব্যক্তিরাও ধর্ম্মকার্য্যে নিরত থাকিবে, এই ভাবিয়া কেবল অন্যের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান কর। দেখ! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ পথ দেখান এবং স্বয়ং যেরূপ আচরণ করেন, অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ সেই পথেই গমন করে এবং তাঁহার আচরণই অনুকরণ করিয়া থাকে। এই ত্রিলোক মধ্যে হে পার্থ! আমার অপ্রাপ্য এমন কোন বস্তু নাই যাহা পাইবার নিমিত্ত আমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব কিন্তু এরূপ হইলেও আমি

অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদা স্বধর্ম্মবিহিত "কর্ম্ম" করিয়া থাকি। তাহার কারণ এই যে, আমি যদি অলসের ন্যায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করি তবে এই ত্রিলোকবাসী সমস্ত জীবই নষ্ট হইবে (কারণ পালনকর্ত্তা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ইহাদিগকে কে রক্ষা করিবে?) আমার পথানুসরণ করিয়া জীব সকলও কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। জগতে শৃঙ্খলা থাকিবে না এবং বর্ণসঙ্করাদি উৎপত্তির কারণও আমিই হইব। হে অর্জ্জুন! অজ্ঞানী ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া যেরূপ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত ফল কামনা না করিয়া ঐরূপ ভাবেই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ম্ম করা সম্বন্ধে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর বিভিন্নতা এই যে, জ্ঞানী বিষয় কামনা বিহীন, আর অজ্ঞানী বিষয় কামনা যুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে। *

যদি বল অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াই উচিত—এই সন্দেহ দূর করিতেছেন—অশুদ্ধচিত্ত, কর্ম্মকারীকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া তাহার বুদ্ধিকে কর্ম্ম হইতে বিচলিত করিবে না (কারণ ঐ ব্যক্তি শুদ্ধ-চিত্ত নহে এজন্য জ্ঞানলাভের অধিকারী হয় নাই। অথচ কর্ম্ম করিতে তাহার যে আসক্তি ছিল তাহাও জ্ঞানোপদেশ শুনিয়া সন্দেহ যুক্ত ও আস্থা শূন্য হইল; এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে) বিদ্বান্ ব্যক্তি, কর্ম্মকারিগণের বুদ্ধিকে সন্দেহযুক্ত না করিয়া বরং স্বয়ং সর্ব্বদা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অন্যকেও কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। যদি বল বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়কেই যদি কর্ম্ম করিতে হইল তবে ইহাঁদের মধ্যে বিশেষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের অধীন হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে এই ভাবিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি আপনার কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন কর্ম্মেই সুখী বা দুঃখী হন না, কিন্তু

---

* সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করা যায় না। শাস্ত্রে মুক্তি কামনা বা ঈশ্বর কামনাকেই নিষ্কাম বলা হইয়াছে। কামনা শূন্য যে, কর্ম্ম হয় না তাহা এই গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে।

গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশ।

অজ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা বিবেচনা করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ রূপ কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া থাকে। যাহারা প্রকৃতির শক্তিতে এইরূপে মুগ্ধ রহিয়াছে, জ্ঞানিগণ কদাচও তাহাদের সহিত তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে বিচার করিবেন না। কারণ উহা দ্বারা তাহাদের বিশ্বাস নষ্ট ভিন্ন অন্য কিছুই উপকার হয় না। হে অর্জ্জুন! আমাকে সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা জানিয়া তুমি তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম ও মমতাবিহীন হইয়া যুদ্ধ কর। যে ব্যক্তি আমার উপদেশানুসারে আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া দুঃখ জনক হইলেও স্বধর্ম্ম বিহিত "কর্ত্তব্য কর্ম্ম" পরিত্যাগ না করে ঐ ব্যক্তি অচিরাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। আর যাহারা আমার এই উপদেশ বাক্যে দোষ প্রদর্শন করিয়া ঐ মতানুসারে স্বধর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম না করে তাহাদিগকে তুমি বুদ্ধিবিহীন ও দুর্ম্মতি বলিয়া জানিবা। দেখ জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রাচীন অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। সমস্ত সংসারই ঐ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাসজাত স্বভাবের নিতান্ত অধীন অতএব তুমি আর, কি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবে? "যেহেতু প্রকৃতির বশবর্ত্তী ঐ ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে দমন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে যদি বল, প্রকৃতিই যখন সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী এবং অদৃষ্ট যদি কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবার নহে; তবে শাস্ত্রে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইল কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন সমস্ত সংসার প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইলেও পুরুষ, যত্ন করিলে সেই প্রকৃতিকে ক্রমে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। উহা "দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে"। ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হইয়া থাকে, মুক্তি-কামী জীব ঐ অনুরাগ কিম্বা বিদ্বেশের বশবর্ত্তী হইবেন না। সমস্ত মনুষ্যেরই অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম ও সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত অন্যের ধর্ম্ম হইতে মঙ্গল-দায়ক। স্বধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া নিহত হওয়াও অন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ হইতে উত্তম; কারণ এক ব্যক্তির পক্ষে অন্য ব্যক্তির ধর্ম্ম নিশ্চয়ই ভয়ের কারণ হয়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন হে বৃষ্ণি-বংসাতংস! সময়ে সময়ে ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও পাপ কর্ম্ম করিতে দেখা যায়, অতএব পুরুষের পাপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও এমন কি এক শক্তি আছে যে, ঐ শক্তি তাহাকে অনি-

চ্ছার সহিতও পাপ কার্য্যে নিযুক্ত করে? ভগবান্ উত্তর করিলেন—ক্রোধাদির মূল কারণ যে "বিষয় কামনা" উহা রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ কামনা হইতেই ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় অতএব কামনাকেই তুমি মোক্ষ পথের নিতান্ত শত্রু বলিয়া জানিবা। যেরূপ ধূমের দ্বারা অগ্নি আচ্ছাদিত থাকে এবং মল যেমন দর্পণকে ঢাকিয়া রাখে, গর্ভ-বেষ্টন চর্ম্ম যেরূপ গর্ভকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, মনুষ্যগণের বিবেক জ্ঞানও সেইরূপ এই "বিষয় কামনা" দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। দুঃখেও পূর্ণ করা যায় না এমন যে শত্রুরূপিনী কামনা, উহা জ্ঞানিগণের জ্ঞানকেও আবৃত করিয়া রাখে। সাধারণ জীবের কথা আর কি বলিব। জীবগণের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই কামনার অধিষ্ঠান স্থান অর্থাৎ কার্য্য করিবার যন্ত্র স্বরূপ। কামনা এই সকল যন্ত্র দ্বারা (বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া) পুরুষকে মোহিত করিয়া থাকে। অতএব কামনা তোমাকে মোহিত করিবার পূর্ব্বেই তুমি ইন্দ্রিয় মনাদিকে ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দুষ্টা কামনাকে বিনাশ কর। শরীর হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে আরও অধিক সূক্ষ্ম মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতেও অধিক সূক্ষ্ম বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে অধিক সূক্ষ্ম জীবাত্মা বা পুরুষ শ্রেষ্ঠ। এইরূপে আত্মাকে বুদ্ধি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং বিকার শূন্য জানিয়া এই আত্ম-জ্ঞানের দ্বারা মনকে ঈশ্বরে নিশ্চল করিয়া বিষয়াভিলাষরূপ শত্রুকে বিনাশ কর।

তত্ত্ব-জ্ঞান-যুক্ত ঈশ্বরোপাসনা বা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভক্তি যোগ।

হে পার্থ! এক্ষণে তোমাকে উপাসনা-যুক্ত যে তত্ত্বজ্ঞান তাহারই উপদেশ করিতেছি। এই যোগ সমস্ত গোপনীয় জ্ঞান হইতে অধিক গোপনীয়, এবং সমস্ত বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা অত্যন্ত পবিত্র ও উত্তম। তুমি ইহা অবগত হইয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিলে অশুভ পূর্ণ এই সংসার হইতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিবা। যে সকল ব্যক্তি মৎকথিত শ্রেষ্ঠ ভক্তিযুক্ত এই পরমাত্ম জ্ঞানে শ্রদ্ধা বিহীন হইয়া মুক্তি লাভের জন্য উপায়ান্তর অন্বেষণ করে সেই বুদ্ধিবিহীন জীবগণ, আমাকে না পাইয়া নিরন্তর মৃত্যুযুক্ত সংসার

পথে ভ্রমণ করে। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে মূর্ত্তি দেখিতেছ ইহা ব্যতীত আমার অন্য এক মূর্ত্তি আছে; ঐ মূর্ত্তি অব্যক্ত অর্থাৎ এত সূক্ষ্ম যে, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। আমি সেই কারণ স্বরূপ "সূক্ষ্মরূপে" সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছি। সমস্ত পদার্থ আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে কিন্তু আমি কাহারও আশ্রিত নহি। এবং তুমি আমার অঘটন-ঘটন-নিপুণা-যোগমায়া-শক্তির চমৎকারিত্ব দেখ—এই সমগ্র বিশ্ব আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে উহা আমার সহিত মিশ্রিত নাই। আমি পৃথিবী, জল, তেজ, প্রভৃতি ভূত সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি এবং সর্ব্বদা পালন করিতেছি কিন্তু তথাপি আমি উহাদের সহিত মিশ্রিত বা জড়তা প্রাপ্ত হই না। আমি—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ প্রভৃতির অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান থাকিলেও কোন স্থানেই বিকার প্রাপ্ত হই না অর্থাৎ নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করি না। এইরূপ অসঙ্গত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন দেখ! যেমন বায়ু সর্ব্বদা আকাশে * বিদ্যমান থাকিলেও উহা আকাশের সহিত মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ আমি সমস্ত অচেতন পদার্থে বর্ত্তমান থাকিলেও কোন জড় পদার্থের সহিতই মিশ্রিত হই না। হে কুন্তীনন্দন! আমার সৃষ্টি-বাসনা কিছুকালের নিমিত্ত ক্ষান্ত থাকিলে এই অনন্ত বিশ্ব আমার প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তৎকালে কি জীব, কি পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি কিছুই বর্ত্তমান থাকে না। সকলই সেই আদ্যাশক্তিতে অর্থাৎ "মহাকাশে" মিশিয়া যায়। পুনশ্চ আমার জগৎ-সৃজন বাসনা উপস্থিত হইলে ঐ "মহাকাশ বা প্রকৃতি" হইতেই সমস্ত জগৎ ক্রমে উৎপন্ন হয়।—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আটটীই আমার প্রকৃতি অর্থাৎ জগৎ-সৃজন-শক্তি জানিবা। আমি এই অষ্ট শক্তি দ্বারা অনন্ত

---

* আকাশ বলিতে অনেকেই শূন্য মনে করেন; বস্তুত উহা শূন্য বা "কিছুই না" এরূপ নহে। আকাশ একটী পদার্থ, উহাতে শব্দগুণ বিদ্যমান আছে উহা বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, তরল পদার্থ এবং সর্ব্বব্যাপী। ঐ আকাশই সমস্ত শক্তির আধার। ঐ আকাশে সমস্ত জগতের বীজ নিহিত আছে। ইহা সাংখ্য বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের অভ্রান্ত মত।

জগৎ উৎপন্ন করিয়া থাকি এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই এই অষ্ট প্রকৃতির অধীন। কিন্তু আমি এই অসংখ্য-নক্ষত্রাদি-যুক্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াও জীবের ন্যায় কর্ম্মপাশে বদ্ধ হই না; যেহেতু কর্ম্মফলের বাসনাই জীবগণের জন্ম, মৃত্যু, জরা প্রভৃতি দুঃখের কারণ হয়। আমার ঐরূপ অজ্ঞান-জাত বাসনা বা স্পৃহা না থাকাতে আমি এত কার্য্য করিয়াও বদ্ধ হই না। পরন্তু আমি উদাসীনের ন্যায় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কার্য্য করিয়া থাকি।

আমার অধিষ্ঠান, ঈক্ষণ বা ইঙ্গিৎ অনুসারে যোগমায়া, জড় ও চেতন—জীব-যুক্ত এই সমস্ত জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন। সমস্তের কারণ, আমি বিদ্যমান রহিয়াছি বলিয়াই একবার মহাপ্রলয়ের পরে পুনর্ব্বার সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য্য! আমি ঈদৃশ মহিমা সম্পন্ন, দয়াবান্ ও সমস্তের কারণ হইলেও ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া সময়ে সময়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ হই; এজন্য অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ আমাকে নানা প্রকার নিন্দা করিয়া থাকে। কেবল আমার সৃষ্ট মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা মহাত্মা—তাঁহারাই দেবতাগণের ন্যায় সাত্বিক স্বভাব লাভ করিয়া আমাকে সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ জানিয়া, অনন্য-মনে ভজনা করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা আমার সৃষ্টি প্রভৃতি এবং অবতার সম্বন্ধীয় লীলা সকল পরস্পর কথোপকথন করেন। কখনো বা উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা সংযত হইয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা আমারই উপাসনা করেন। কেহ ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে নমস্কারাদি করিয়া থাকেন। কেহবা নিত্য সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম, নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠান করতঃ আমারই প্রীতি প্রার্থনা করেন। কেহ সমস্ত পদার্থই "বাসুদেবময়" এই জ্ঞানযজ্ঞে আমার আরাধনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহবা "জীবাত্মাকে পরমাত্মার (আমার) অংশ অর্থাৎ শক্তি বিশেষ" জানিয়া আমার সহিত অভেদ ভাবনায় কেহ কেহবা "হে ভগবন্ আমি তোমার দাস" এইরূপ ভেদ জ্ঞানে, অন্য কেহবা ব্রহ্মা, রুদ্রাদিরূপে আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন।

আর বেদত্রয়-বিহিত যজ্ঞাদি পরায়ণ মানবগণ, যজ্ঞাবসানে সোমরস পান করিয়া তদ্দ্বারা পাপ শূন্য হইয়া আমারই নিকটে স্বর্গভোগ প্রার্থনা

গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশ।

করেন। তাঁহারা ঐ কর্ম্মফলে মৃত্যুর পরে ইন্দ্রাদি লোকে গমন করিয়া দেব ভোগ্য উত্তম উত্তম বস্তু উপভোগ করতঃ পুণ্য-ক্ষয়ে পুনর্ব্বার মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনশ্চ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেন। বিষয়কামী ব্যক্তিগণের এইরূপ জন্ম মৃত্যু ও যাতায়াতই হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা একাগ্র-মনে আমাকে চিন্তা ও উপাসনা করেন, সেই সমস্ত নিষ্কাম যোগিগণের ধনাদি, তাঁহারা না চাহিলেও আমি স্বয়ং বহন করিয়া তাঁহাদিগকে সমর্পণ করি।

যাহারা ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করে তাহারাও প্রকারান্তরে আমারই উপাসনা করিয়া থাকে ; কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি ইন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব, ব্রহ্মা, ভগবতী প্রভৃতি দেব দেবিগণকে আমা হইতে পৃথক্ দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে, এজন্য তাহারা সাক্ষাৎরূপে পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে না পাইয়া ঐ ঐ দেবতার সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। আমাকে "সর্ব্বময়" জানিয়া তত্ত্ব-জ্ঞান-সহিত উপাসনা না করিলে কেহই মুক্তিলাভ বা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য দেব, দেবীর উপাসকেরা এই মোক্ষ-বিধি-বিহিত মতে উপাসনা করে না এজন্য মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। পরন্তু তাহারা কিঞ্চিৎকাল স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনশ্চ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা দেবগণের উপাসনা করে তাহারা মৃত্যুর পরে স্বর্গে অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলে ও তদুপরিস্থিত নক্ষত্রলোকে, যাহারা শ্রাদ্ধাদি দ্বারা সর্ব্বদা পিতৃগণের উপাসনা করে, তাহারা পিতৃলোকে অর্থাৎ (চন্দ্রমণ্ডলে), যাহারা ভূত, প্রেতাদির উপাসনা করে, তাহারা প্রেতাদিলোকে গমন করিয়া থাকে। আর আমার উপাসকদিগের মধ্যে, যাহারা আমাকে যেই ভাবে উপাসনা করে, তাহারাও আমাকে সেই ভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে—যাহারা আমাকে দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজাদিরূপে ধ্যান ও উপাসনা করে, তাহারা বৈকুণ্ঠে আমার সালোক্যাদি মুক্তি, যাহারা সমাধি-যোগে আমাকে বিরাটরূপে ধ্যান ও উপাসনা করে, তাহারা বিরাটরূপে লীন, যাহারা সর্ব্বময়, সর্ব্ব নিয়ন্তা, মহত্তত্ত্ব—হিরণ্যগর্ভ, আদি-পুরুষ রূপে, আমাকে ধ্যান ও উপাসনা করিতে সমর্থ তাহারা মহত্তত্ত্বে লীন, সর্ব্বশেষে যাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধি বা প্রেমলক্ষণা ভক্তিবলে বাক্য মনের

অবিষয়, সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম আমাকে পরমাত্মা রূপে অবগত হইতে পারেন সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা ভক্তগণ, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া, অতুলানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। *

পত্র, পুষ্প, ফল কি জল মাত্রও আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিলে শুদ্ধ-চিত্ত ও নিষ্কাম ভক্তের ঐ ভক্তি-মাখা উপহার সকল আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। হে কুন্তী-তনয়! কেবল পত্র, পুষ্প, নহে; অপিচ তুমি যে সকল ধর্ম্মকার্য্য করিবা, যে বস্তু আহার করিবা, যে যে বস্তুর দ্বারা হোম করিবা এবং যে যে তপস্যা করিবা, তৎসমস্তই ঈশ্বরে (আমাতে) সমর্পণ কর অর্থাৎ কেবল আমার প্রীতির নিমিত্ত সম্পাদন কর। এইরূপ করিলে কোন কর্ম্মেই তোমার ভাল কি মন্দ ফল জন্মিবে না। তুমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবা এবং "কর্ম্ম-ফল-ত্যাগ" এই সন্ন্যাস-যোগ বা জ্ঞানযোগ-যুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবা। আমি সকল পদার্থে সমানভাবে বর্ত্তমান আছি, এ সংসারে কেহ আমার প্রিয় কেহ দ্বেষ-ভাজন নাই, তবে যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তি করে সেই ব্যক্তি ঐ ভক্তির ফলেই আমাতে বাস করিয়া থাকে অর্থাৎ সর্ব্বদা আমার অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরে ভক্তির এইরূপ মহিমা যে, যদি কোন সুদুরাচার ব্যক্তিও বিষয় সেবা পরিত্যাগ করিয়া অথবা বিষয়-সুখ আশায় অন্য দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকে (আমাকে) উপাসনা করে; তবে সেই দুরাচার ব্যক্তিকেও সাধু মনে করিতে হইবে; যেহেতু ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরারাধনা দ্বারা ক্রমে সমস্ত পাপাচার পরিত্যাগ করিয়া

---

* গীতা নবম অধ্যায় ১—১৫। ২০—২৫ শ্লোক। পাঠক মহোদয়-গণ! আমরা ভগবৎ-কৃপায় স্বীয় যোগজ-প্রজ্ঞা-বলে সাংখ্য, পাতঞ্জল বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্র, এবং উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ যথোচিতরূপে আলোচনা করিয়া গীতার এই কয়েকটী শ্লোকের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিলাম। উপাসকের উপাসনার তারতম্যানুসারেই উপাসকের গতি ও ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। বিষ্ণু, ব্রহ্মাদি রূপের ধ্যান করা অপেক্ষা বিরাট পুরুষের ধ্যান অত্যন্ত কঠিন, হিরণ্যগর্ভের ধ্যান আরও কঠিন; পরমাত্মার ধ্যান যে, কিরূপ কঠিন তাহা সমাধি-সম্পন্ন যোগীপুরুষ ভিন্ন অন্যের জানিবার শক্তি নাই; এজন্য গতিরও তারতম্য উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশ।

শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হইবে। হে অর্জ্জুন! তুমি কুতার্কিকগণের নিকট হস্তোত্তলন করিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিও যে, কৃষ্ণভক্ত কদাচ বিনাশ বা অধোগতি প্রাপ্ত হয় না। মহাপুণ্যবান্ ব্রাহ্মণগণ, ভক্ত রাজর্ষিগণের কথা আর কি বলিব, যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মদোষে পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রগণও যদি আমাকে (পরমেশ্বরকে) আশ্রয় করে অর্থাৎ আমার শরণাপন্ন হয় তবে তাহারাও নিশ্চয় উত্তমা গতি লাভ করিবে। তুমি অল্পকাল-স্থায়ী, অসুখ-পূর্ণ এই মনুষ্য লোক প্রাপ্ত হইয়াছ অতএব সত্বর আমাকে ভজনা কর। তুমি সর্ব্বদা আমাতে মন স্থির কর, আমাতে ভক্তিমান হও, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদন কর এবং আমাকেই নমস্কার কর। তুমি মৎ-পরায়ণ হইয়া আমাতে এইরূপ যোগ-যুক্ত হইলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবা। *

---

* গীতা নবম অধ্যায় ২৬—৩৪ শ্লোক। আমরা মূল গ্রন্থ, শ্রীধর স্বামী মহাশয়ের টীকা অবলম্বন করিয়া অতি সংক্ষেপে ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম বর্ণনা করিলাম। "জ্ঞানযুক্ত-ভক্তির সহিত, আপন আপন জাতি ও আশ্রম অনুসারে, শাস্ত্রবিহিত কার্য্য সকল "কর্ত্তব্য বোধে" ঈশ্বর উদ্দেশে (নিষ্কাম হইয়া) অনুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা মুক্তি লাভই, গীতোক্ত ধর্ম্মের স্থূল তাৎপর্য্য।" গীতার মর্ম্মানুসারে ভক্তিশূন্য জ্ঞান, নিতান্ত শুষ্ক ও নিষ্ফল। জ্ঞান বিবর্জ্জিত ভক্তিও অসম্পূর্ণ। আর জ্ঞান-ভক্তি-বিহীন কর্ম্ম, কেবল বন্ধন বা দুঃখের কারণ মাত্র। অতএব জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য ও সম্পূর্ণতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহাই গীতার সার, ইহাই বেদান্তের "পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞান"। কাল-প্রভাবে এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায়! যাহা আছে তাহা মৃতপ্রায়। বর্ত্তমান হিন্দুগণের মধ্যে বৈদিকাচারের এত বৈলক্ষণ্য হইয়াছে যে, পূর্ব্ব কালের সহিত তুলনায় উহা হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই বোধ হয় না। পূজা পদ্ধতি সকল প্রকৃত পক্ষে ভক্তিশূন্য, ও বৃথা জীব-হিংসা ও বাহ্য আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। হিন্দুগণ, বেদ-মার্গের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ব্রহ্মচর্য্য, যোগ, তপস্যা হারাইয়া প্রকৃত পক্ষে পাষণ্ডের ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন। সাত্ত্বিক প্রকৃতি, সাত্ত্বিক ভাব, বিজাতীয় আচারের অনুকরণে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। পাঠক মহোদয়গণ! ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম পাঠ করিয়া বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবেন ইহা কিরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অজ্ঞান ও মোহ-বিনাশক উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার সমস্ত মোহ বিদূরিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্ব-স্মৃতি লাভ করিয়াছি এবং প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম।

———*০*———

দশম অধ্যায়।

অনন্তর ঐ ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধ ১৮ দিনে সমাপ্ত হয়। উহার প্রত্যেক দিনেই প্রভাত হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ভয়ানক হত্যাকাণ্ড অবিশ্রাম চলিতে লাগিল। অসংখ্য সৈন্য, হস্তি, অশ্বাদি ঐ যুদ্ধে নিহত হইল। উভয় পক্ষীয় মহতী সেনা মধ্যে, কেবল চব্বিশ হাজার সৈন্য পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। পাণ্ডব-পক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব এবং কৌরব পক্ষে কেবল অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা এই তিন জন যোদ্ধা মাত্র জীবিত রহিলেন। ঐ যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল প্রায় নির্ম্মূল হইল এবং জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু বিহীন হওয়াতে পাণ্ডবগণ, জয়লাভ করিয়াও প্রকৃত পক্ষে পরাজিত হইলেন।

বাসুদেব ও পুত্র-শোক-সন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং দেবী গান্ধারীকে সঙ্গে করিয়া অন্যান্য অনাথা কৌরব মহিলাগণ সঙ্গে, পাণ্ডবগণ, যুদ্ধ-ভূমির নিকটে গমন করিলেন। আর্য্যা গান্ধারী, আপনার শত পুত্রকে নিহত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক নানা প্রকার করুণ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর গান্ধার-রাজতনয়া পুত্রশোকে জ্ঞানশূন্য প্রায় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিছুকাল পরে ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বাসুদেবের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিলেন হে জনার্দ্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ আপনাপন ক্রোধানলে দগ্ধ হয় তৎকালে তুমি সাক্ষাতে থাকিয়াও কিজন্য উপেক্ষা করিলে? তুমি নিবারণ করিতে সক্ষম হইয়াও ইচ্ছা পূর্ব্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা করিয়াছ; অতএব তোমাকে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতি-সেবা-দ্বারা

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির সংবাদ।

যে কিছু তপঃ সঞ্চয় করিয়াছি,সেই নিতান্ত দুর্ল্লভ তপঃ-প্রভাবে তোমাকে অভিসম্পাৎ,করিতেছি যে,তুমি যেরূপ পাণ্ডব ও কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা করিয়াছ, সেইরূপ তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে।”

তখন ভগবান্ বাসুদেব, গান্ধারীর ঐ কথা শুনিয়া হাস্য মুখে কহিলেন দেবি! আমি ভিন্ন যদুবংশীয়গণকে বিনাশ করে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই আমি যে যদুবংশ ধ্বংশ করিব, তাহা বহু দিন পূর্ব্বেই অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেব, দানবগণের বধ্য নহে; সুতরাং তাহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবে। বাসুদেব এই কথা কহিবা মাত্র পাণ্ডবেরা নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণ ধারণ বিষয়ে একেবারে হতাশ হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বহু সংখ্যক চিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত বীরগণের শবদাহ এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্য যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহ করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পুত্রগণের স্বর্গ কামনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, গাভী ও বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে নিহত বীরগণের নিকটে অঋণী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে জনক জননীর ন্যায় এবং অমাত্য, ভৃত্য এবং পতি-পুত্র-বিহীনা কৌরব স্ত্রীগণকে অত্যন্ত স্নেহের সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। দীন, হীন ও অন্ধ জনকে অন্ন বস্ত্র প্রদান এবং প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় শাসন করাতে তিনি সকলের নিকটেই প্রিয়-ভাজন হইলেন।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ নগরবাসী সমস্ত ব্যক্তিকে সুখী করিয়া প্রভাত সময়ে বাসুদেবের নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন নব-নীরদবরণ দিব্যাভরণ-ভূষিত, তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর, মহাত্মা মধুসূদন পীতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্বর্ণ খট্টায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ মহাত্মার বক্ষঃস্থলে জ্যোতির্ম্ময় কৌস্তুভমণি লম্বিত থাকায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মরাজ, বাসুদেবের নিকটে গমন করিয়া হাস্য মুখে মধুর বাক্যে কহিলেন হে ত্রিলোক-পতে! তুমিত সুখে নিশা অতিবাহিত করিয়াছ? তোমারই দয়ায় আমাদের জয় এবং যশোলাভ

হইয়াছে। তোমারই কৃপাতে আমরা ধর্ম্মপথ হইতে চ্যুত হই নাই। মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না; পরন্তু পূর্ব্বমতই মৌন হইয়া রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ কেশবকে নিতান্ত-মৌন ও মহাধ্যানে নিমগ্ন দেখিয়া শঙ্কিতান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করি-লেন হে ত্রিলোকেশ্বর! তুমি কি নিমিত্ত এতাদৃশ বিস্ময়কর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছ? এক্ষণে ত্রি-জগতের মঙ্গল ত? তুমি পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হইয়াছ, তোমাকে এইরূপ ধ্যান নিষ্ঠ দেখিয়া আমি ভয় পাইতেছি। তোমার এইরূপ ধ্যানের কারণ কি? যদি শুনিতে কোনরূপ বাধা না থাকে তবে প্রকাশ করিয়া বল। " হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ত্তা, তুমিই সংহর্ত্তা, তুমিই ক্ষয়, তুমিই অক্ষয়, তোমার আদি বা অন্ত নাই অতএব তুমিই আদি পুরুষ। আমি তোমাকে নমস্কার করিয়া ভক্তি ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি তোমার ধ্যানের কারণ প্রকাশ করিয়া বল।

তখন হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শুনিয়া সমাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন " হে রাজন্! কুরু-পিতামহ ভীষ্ম, শর-শয্যায় শয়ান থাকিয়া আমাকে চিন্তা করিতেছেন; এ জন্য আমি তাঁহাতেই মনঃ সংযোগ করিয়া রহিয়াছিলাম। হে রাজন্ মহামতি ভীষ্ম কলেবর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আপনি তাঁহার নিকটে গমন করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করুন।"

অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব পরম ভক্ত ভীষ্মের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম শর-শয্যায় শয়ান থাকিয়াই বিবিধ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগি-লেন। "ভীষ্ম কহিলেন হে পুরুষোত্তম! তুমি অনাদি, অনন্ত ও পরব্রহ্ম স্বরূপ, দেবতা ও ঋষিগণ তোমারে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন; এক মাত্র ভগবান্ ব্রহ্মাই তোমার তত্ত্ব অবগত আছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কোন কোন কোন মহর্ষি, সিদ্ধ এবং দেবতা তোমার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ জানিয়াছেন। পুষ্পমালার সূত্রে যেমন পুষ্প সকল গ্রথিত থাকে, এই অনন্ত বিশ্বও তোমাতে সেইরূপে যুক্ত আছে। সমস্ত উপনিষৎ ও সামবেদ সর্ব্বদা তোমারই মহিমা গান করিতেছেন। তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ

শর-শয্যায় ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণ স্তব।

এই চারি দেহ ধারণ করিতেছ। তুমি ভক্ত বৎসল এজন্য লোকে সর্ব্বদা তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে।"

"অতি বৃহৎ সামবেদ যাঁহারে সর্ব্বদা স্তব করেন, যাঁহারে অবগত হইলে মৃত্যুভয় থাকে না" ব্রাহ্মণগণ সতত যাঁহারে ধ্যান করিয়া থাকেন তুমি সেই পরমপদ অতএব আমি ভক্তি পূর্ব্বক তোমাকে নমস্কার করি। শ্রীকৃষ্ণকে একটীবার মাত্র প্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক ফল হয়। যাঁহারা কৃষ্ণব্রত পরায়ণ এবং যাঁহারা রাত্রিকালেও উত্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন তাঁহারা অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। হে কৃষ্ণ! তুমি নরকভয় নিবারক এবং সংসার সাগর পার হইবার নৌকা স্বরূপ। তুমি ব্রহ্মণ্যদেব এবং গো ব্রাহ্মণও জগতের হিতকারী আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি"।

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব সপ্ত চত্বারিংশত্তম অধ্যায়)

যোগিগণ পরম ভক্তির সহিত যাঁহাতে মনস্থির করিয়া এবং বাক্যে সর্ব্বদা যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন, দেবগণেরও দেবতাস্বরূপ, ধারণা ধ্যানের আশ্রয় সেই ভগবান্ চতুর্ভুজ প্রফুল্ল ও সহাস্য-মুখে আমার প্রাণত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার নিকটে অবস্থান করুন। যাঁহার অঙ্গ, ত্রিভুবনের সমস্ত সুন্দর পদার্থ হইতে অধিক সুন্দর, যাঁহার অঙ্গে উজ্জ্বল পীত বসন শোভা পাইতেছে, সেই পার্থের সারথী কৃষ্ণে আমার নিষ্কাম রতি হউক। এই ভীষণ যুদ্ধের সময়ে গজও অশ্বের পদধূলিতে যাঁহার শ্যামল শরীর ধূসরবর্ণ হইয়াছিল এবং যাঁহার কমনীয় মুখ-পদ্মের চতুর্দ্দিকে লম্বিত কুন্তল-দল বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছিল। যাঁহার মুখার বৃন্দে পরিশ্রমজাত ঘর্ম্ম-বিন্দু সকল শোভা পাইতেছিল, যাঁহার সুকোমল চর্ম্ম এবং শরীরের কবচ আমার তীক্ষ্ণ শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল সেই সারথী মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণে, আমার মন সর্ব্বদা রমন করুক। যিনি কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের মধ্যস্থলে রথ রাখিয়া স্বীয় কাল দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৌরব সেনাগণের পরমায়ু হরণ করিয়াছিলেন, সেই পার্থ-সখা কৃষ্ণে আমার চিত্ত সর্ব্বদা মগ্ন হউক। যুদ্ধের সময় অর্জ্জুন মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দয়াবশতঃ স্বমুখ-

স্থিত গুরু ও স্ব-জন বন্ধুগণকে নিহত করিতে বিমুখ হইলে, যিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া অর্জ্জুনের মায়া মোহ দূর করিয়াছিলেন, যিনি ভক্তবৎসল-বিধায় স্বীয় প্রতীজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও আমার প্রতীজ্ঞা রক্ষার্থ রথচক্র হস্তে লইয়া প্রতিপদ-ক্ষেপে পৃথিবীকে কম্পিতা করতঃ আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই ভক্তবৎসল মুকুন্দই যেন আমার অন্তিম-গতি হন।

অনন্তর মহাত্মা ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে তদীয় কৃপায় সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করতঃ ধর্ম্মরাজকে বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া উত্তরায়ণ উপস্থিত হইবা মাত্র যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যধাম প্রাপ্ত হইলেন।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, পিতামহ ভীষ্মের পরলোক গমনান্তর শোকে এরূপ অভিভূত হইলেন যে, সহসা মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া ভাগিরথী তীরে নিপতিত হইলেন। ধর্ম্মপুত্রকে শোকে ঐরূপ কাতর দেখিয়া, মহর্ষি ব্যাসদেব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্ধরাজ, তাঁহাকে বিবিধ জ্ঞানোপদেশ যুক্ত বাক্যে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস কহিলেন হে রাজন! এ সংসারে কোন জীবই স্বাধীন নহে। কেহই আপন ইচ্ছায়—শুভাশুভ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় না। ঈশ্বর সর্ব্ব-প্রাণীগণের নিয়ন্তা, তাঁহার ইচ্ছা মতেই স্বভাব জীবগণকে নিয়তঃ সাধু ও অসাধু কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছে। তথাপি যদি আপনাকে পাপকর্ম্মকারী বলিয়া মনে কর তবে পাপ বিনাশ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। যে সকল পুরুষ পাপানুষ্ঠান করে তাহারা তপস্যা যজ্ঞ ও দানাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অনায়াসে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। রাবণকে বিনাশ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন হে রাজন্! তুমিও সেইরূপ বহু দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

অনন্তর জ্ঞাতি বান্ধবগণের শোকে নিতান্ত কাতর মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে শান্ত্বনা পূর্ব্বক বাসুদেব কহিলেন হে রাজন্! জীব মাত্রেরই দুই প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়, এক শারীরিক দ্বিতীয় মানসিক। শরীরে যে পীড়া জন্মে তাহাকে শারীর ব্যাধি কহে আর শোক, মোহ, কাম ক্রোধাদি দ্বারা মনে যে দুঃখ ও দারুণ তাপ উপস্থিত হয় তাহাকে মানস ব্যাধি বলে।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য।

শরীরে কফ, পিত্ত ও বায়ু এই ত্রিবিধ গুণ আছে উহাদের সমতা থাকিলে শরীর নিরোগ থাকে। আর চিত্তে সত্ব রজ ও তম এই তিনটী গুণ আছে ঐ গুণ তিনটী সাম্য ভাবে থাকিলে চিত্ত নিরোগ অর্থাৎ শান্তিময় থাকে। কিন্তু সাধারণ জীবে এই সাম্যভাব থাকে না। কখন বা দুঃখ, হর্ষকে দূর করিয়া প্রবল হয়, কখন বা সুখ দুঃখকে দূর করিয়া চিত্তকে সুখময় করে অর্থাৎ যখন সত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন জীব সুখময় হয়, যখন রজোগুণ বৃদ্ধি হয় তখন দুঃখময় এবং তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব জীব মাত্রেরই সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। আর কেহ বা সুখের সময় উপস্থিত হইলেও গত দুঃখকে স্মরণ করিয়া দুঃখিত হয়, কেহ কেহ বা দুঃখ উপস্থিত হইলেও পূর্ব্ব সুখ স্মরণ করত কথঞ্চিৎ সুখী হন। হে রাজন! ইতিপূর্ব্বে আপনার দ্রোণ ও ভীষ্মের সহিত যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, অদ্য স্বীয় চিত্তের সহিত সেইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। হে ভরত কুল প্রদীপ! আপনি চিত্ত জয় করিবার নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। আপনাকে স্বধর্ম্ম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও জ্ঞান, যুক্তি দ্বারা অত্যন্ত প্রবল প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যে যুদ্ধে তীক্ষবাণ কোনরূপ কার্য্যকারী হয় না। যে যুদ্ধে সৈন্য বা বন্ধুগণ হইতেও কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, যাহাতে আপনাকে একাকী মাত্র যুদ্ধ করিতে হইবে অধুনা আপনার (চিত্ত-দমনরূপ) সেই ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে পরম শান্তি লাভ করতঃ কৃতার্থ হইবেন কিন্তু চিত্তরূপী প্রবল শত্রুকে দমন করিতে না পারিলেও দুঃখের সীমা থাকিবে না। ইহা নিশ্চয় জানিয়া আপনি পিতৃ, পিতামহাদির পথ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত জয় করিয়া সুখে রাজ্য শাসন করুন।

হে ভারত! কেবল বাহ্য বা শারীরিক বস্তুর প্রতি অনাদর করিলে জীব সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। "মম" (অর্থাৎ আমার)' এই দুইটি অক্ষর হইতেই জীব, জন্ম মৃত্যু ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন আর "ন মম" (অর্থাৎ আমার নয়) এই তিনটী বর্ণার্থ অবলম্বন করিলে জীব, মোক্ষলাভ করিতে পারেন। জীবের, দেহ পুত্র ধনাদিতে যতকাল আমার বুদ্ধি

থাকে ততকাল তাঁহাকে জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। আর যখন ঐ জীব "ব্রহ্ম" ভিন্ন আর কোন বস্তুকেই আমার বলিয়া বোধ না করেন তখনই তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করতঃ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। আর দেখুন এই জীবাত্মা যখন অবিনাশী তদবস্থায় জীবগণের শরীর ভেদ করিলেও প্রকৃত পক্ষে "জীব-হিংসা" হইতে পারে না। স্থাবর জঙ্গম যুক্ত সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়াও যাঁহার উহাতে আসক্তি নাই, ঐ বিষয় তাঁহাকে কিরূপে বদ্ধ করিবে? আর যিনি বন্য ফল-মূল আহার করিয়াও ঐ ফল মূলে আসক্তি যুক্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই মৃত্যুর মুখে বাস করিতেছেন। হে রাজন্! কামনার বশবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু এই সংসারে কামনাবিহীন প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ কামনাকে মনের কার্য্য জানিয়া উহা পরিত্যাগ করেন। এই কামনার সম্বন্ধে পুরাবিদ্‌গণ যে ইতিহাস বলিয়াছেন উহা শ্রবণ করুন। কামনা বলেন কোন জীবই আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি যে উপায় অবলম্বন করিয়া আমাকে বিনাশ করিতে চাহে আমি সেই ব্যক্তিতে সেই উপায়রূপী হইয়াই বিদ্যমান থাকি। যিনি আমাকে বহুবিধ যজ্ঞ দ্বারা বিনাশ করিতে চাহেন; তাঁহাতে আমি "যজ্ঞ-কামনা" (অর্থাৎ যজ্ঞ করিবার ইচ্ছারূপে) বর্ত্তমান থাকি। যেই সত্য-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে "ধারণা" দ্বারা বধ করিতে চাহেন, তাঁহাতে আমি ঐ "ধারণা করিবার কামনা"রূপে বাস করি। যিনি তপস্যা দ্বারা আমাকে নষ্ট করিতে চাহেন তাঁহার তপঃ-প্রবৃত্তিরূপে বিদ্যমান থাকি। অতএব হে রাজন্! সর্ব্বতোভাবে কামনা পরিত্যাগ করা অসম্ভব। আপনি ঐ কামনাকে ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বহুবিধ যজ্ঞ ও দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। মহর্ষি ব্যাসদেব বলিলেন এবং আমিও বলিতেছি আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। হে নৃপতে! আপনার বন্ধু-বিনাশ-জনিত শোক দূর হউক। আপনি ঐ মৃত ব্যক্তিগণকে ইহলোকে আর দেখিতে পাইবেন না। অতএব শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে বিপুল যশঃ এবং পরলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গতি প্রাপ্ত হউন"।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাবতী গমন।

অনন্তর মহা মহিমাময় শ্রীকৃষ্ণ, মহর্ষি ব্যাসদেব, ব্রহ্মাত্মজ নারদ এবং দেবস্থানও অপরাপর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মনের সন্তাপ ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া রাজধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বাসুদেব মাতা পিতা ও বন্ধুগণকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় যুধিষ্ঠিরকে জানাইলেন। ধর্ম্মরাজ কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ অত্যন্ত দুঃসহ জানিয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। হৃষীকেশ, ধর্ম্মরাজকে ও পিতৃ-স্বসা কুন্তী এবং বিদুরাদিকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দৈবকীনন্দন হস্তিনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন, দেখিয়া কোমল হৃদয় রমণিগণ, ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহারা উচ্চ প্রাসাদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া প্রেম-ময় কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণ এবং তাঁহার রথোপরি অবিশ্রাম পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ পুষ্প-স্তবকে পরিশোভিত হইলে কোন কোন রমণী শ্রীকৃষ্ণের অনুপম রূপের, কেহবা তাঁহার অপার মহিমার, কোন কোন মহিলা তাঁহার প্রেম-ময় চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কোন কোন প্রজ্ঞাবতী নারী কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের যে, এইরূপ অনুপমরূপ ও অসামান্য ক্ষমতা থাকিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? যেহেতু এই শ্রীকৃষ্ণই চরাচর বিশ্বের ঈশ্বর।

ঐ সময়ে মহাত্মা ধনঞ্জয় মুক্তা-মণ্ডিত বিচিত্র ছত্র শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি ধারণ করিলেন*। উদ্ধবও সাত্যকি দ্বারকাপতীর উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাসুদেব বিদুরাদি মহাত্মাগণকে বিদায় করিয়া স্বীয় রাজধানী দ্বারাবতী গমন করিলেন।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া ছাব্বিশ বৎসর সুখে রাজত্ব করিলে পুনশ্চ কালচক্র তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখে নিমগ্ন করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়ী যোগমায়া সমাশ্রয় করতঃ দুষ্ট দমন ও সাধু প্রতিপালন পূর্ব্বক এক শত পঁচিশ বৎসর

---

* যথা শ্রীব্রহ্মোবাচ।
যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।

বহুবিধ লীলা করিয়া গান্ধারীর অভিসম্পাৎ স্মরণ করতঃ স্বীয় বংশ নিধনের জন্য ঐ চক্র এইরূপ ভাবে সঞ্চালিত করিলেন। এক দিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপন আপন আশ্রমে যাইতেছেন, এমত সময়ে যাদবগণ সর্ব্ব-সংহর্ত্তা কালবশে বুদ্ধি হারাইয়া ঋষিগণের সহিত কৌতুক আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পরম রূপবান্ কৃষ্ণ তনয় শাম্বকে স্ত্রীর বেশ পড়াইয়া ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহর্ষিগণ! এই স্ত্রী, গর্ভবতী এবং পুত্রকামা হইয়াছেন; আপনারা ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জানেন অতএব দয়া করিয়া বলুন এই স্ত্রীর গর্ভে কি সন্তান হইবে?

যাদবগণের এইরূপ অযোগ্য ব্যবহারে কথঞ্চিৎ বিস্মিত ও রাগান্বিত হইয়া ঐ মহাতেজা ঋষিগণ, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে যাদবগণ! কৃষ্ণ-তনয় এই শাম্বের উদরের উপরে যেলৌহ বাঁধিয়া ইহাঁকে গর্ভবতীর ন্যায় দেখাইতেছ ঐ মুষল হইতে বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজ কুল বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। রে দুর্ব্বৃত্তগণ! তোমরা ঐ মুষল কর্ত্তৃক নিহত হইলে তোমাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিবেন।

মুনিগণ এই বলিয়া প্রস্থান করিলে যাদবগণ ভয়-ব্যাকুলিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের অপরাধ এবং ঋষিগণের ঐ অভিসম্পাতের কথা তাঁহাকে জানাইলেন। ভগবান্ অগ্রেই সমস্ত জানিয়াছিলেন; এজন্য যাদবগণের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে যাদবগণ! দৈব নিবন্ধনই তোমাদের ঈদৃশ বুদ্ধি বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছিল মহর্ষিগণের বাক্যে অবশ্যই তোমাদিগকে নিহত হইতে হইবে। ঐ ব্রহ্মশাপ লঙ্ঘন করিবার কোনও উপায় নাই। এই বলিয়া হৃষীকেশ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং যাদবগণকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার শক্তি থাকিলেও স্বীয় ভক্ত ঋষিগণের বাক্য অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অনন্তর যাদবগণ রাজাজ্ঞানুসারে ঐ মুষলকে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা মৃত্যুভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া নানারূপ অমঙ্গল

অনুবাদ—হে পুরুষোত্তম! হে বিভো! যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া আপনার পঞ্চবিংশাধিক, শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

ভাগবত। ১১ স্ক। ৬ অ।

দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আমোদ প্রমোদ ক্রীড়া কলাপ ঐ দুর্নিমিত্ত দর্শনে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঐ উৎপাৎ-দর্শন পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা তীর্থ-যাত্রা করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া বিবিধ আহারীয় বস্তু এবং মাংস ভোজন যোগ্য অনেক পশু সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে অগ্রে করতঃ সমুদ্র কুলে গমন করিলেন। ইত্যবসরে মহামতী উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তীর্থ পর্য্যটনের আজ্ঞা চাহিলে অন্তর্য্যামী বাসুদেব, যদুকুলের বিনাশ নিকটবর্ত্তী জানিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না।

যাদবগণ এইরূপে সমুদ্র-কুলে গমন করিয়া আমোদ প্রমোদে দিন যাপন করিতেছেন ইতি মধ্যে এক দিন তাঁহারা অত্যন্ত সুরাপান করিয়া সকলেই এক স্থানে আসীন হইলে পরস্পর কথোপকথন হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহাদের মধ্যে মদোন্মত্ত সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে অত্যন্ত অপমান সূচক বাক্যে কহিলেন হে কৃতবর্ম্মা! তোমা ব্যতীত আর কোন্ ক্ষত্রীয়, নিদ্রিত ব্যক্তিকে নিহত করে? তুমি অশ্বথামার সাহায্যে নিদ্রিত পাণ্ডবগণকে নিহত করিয়াছ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যাদবগণ তথাপি তোমার সহিত পান ভোজনাদি করিতেছেন! তৎশ্রবণে কৃতবর্ম্মা অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়া উত্তর করিলেন হে সাত্যকি! তুমি ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবাকে নিহত প্রায় দেখিয়াও বিনাশ করিয়াছ; ইহা কোন্ বীরের কর্ম্ম? ঐ বাক্য শুনিয়া কেশব সাত্যকিকে কহিলেন হে সাত্যকি! সৈমন্তক মণিও সত্রাজিত বধের কথা মনে করিয়া লজ্জিত হইতেছ না কেন? শ্রীকৃষ্ণের ঐ বাক্য শুনিয়া সাত্যকি ক্রোধান্ধ হইয়া কেশবের সম্মুখেই কৃতবর্ম্মার মস্তক চ্ছেদন করিলেন। এবং সমীপস্থ অন্যান্য যাদবগণকে নিহত করিতে উদ্যত হইলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও স্বীয় কুল ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করিয়া উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। অনন্তর যাদবগণ ভীষণ হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে অস্ত্র সকল নিঃশেষ হওয়াতে মুষলজাত নিকটস্থ এরকা বৃক্ষ সকল উৎপাটিত করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

সমগ্র যাদবগণ এইরূপে বিনষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সারথী দারুককে পাণ্ডবগণের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এবং স্বয়ং দ্বারাবতী গমন করিয়া পিতা বসুদেবকে কহিলেন হে মহাত্মন্! যাদবগণ কাল-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি আর যাদব বিহীন এই শূন্য পুরীতে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। আর্য্য বলদেব, বন-মধ্যে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি অদ্যই তাঁহার নিকটে গমন করিয়া যোগাবলম্বন করিব। যে পর্য্যন্ত প্রিয় সখা অর্জ্জুন এস্থানে আগমন না করেন তৎকাল পর্য্যন্ত আপনি স্ত্রিগণের রক্ষণা বেক্ষণ করুন। আপনার পক্ষে অর্জ্জুন এবং আমাতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। অতএব অর্জ্জুন যেরূপ বলিবেন আপনি সেই রূপই অনুষ্ঠান করিবেন। অর্জ্জুন, স্ত্রী রত্নাদি এবং প্রজাগণসহ এই নগরী হইতে বহির্গত হইলে এই নগরীকে জলধি গ্রাস করিবে। এই বলিয়া জগদর্চ্চিত বাসুদেব স্বীয় পিতৃদেবের পাদদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া পুরী হইতে গমনের উদ্যোগ করিলেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম এবং আশ্রয় স্বরূপ ভগবানকে পুরী পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণ-মহিষিগণ, এবং দৈবকী রোহিণী প্রভৃতি কৃষ্ণ-মাতাগণ হা! কৃষ্ণ, হা! হরে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। অবলা ও স্নেহময়ী নারিগণ অকস্মাৎ ঐরূপ দুর্ঘটনা সমুপস্থিত হইল দেখিয়া শোকে এরূপ হতজ্ঞান হইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আপনাপন মনোবেদনা জানাইবারও সময় পাইলেন না। যেমন ভীষণ বজ্রাঘাতে কদলীবন সহসা কম্পিত ও জীবন শূন্য হয় কৃষ্ণ-প্রিয়াগণও কৃষ্ণের বিচ্ছেদে সেইরূপ কম্পিতা ও শক্তি-শূন্যা হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। জগন্নাথ যে তাঁহাদিগকে এইরূপ অবস্থায় পরিত্যাগ করিবেন ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই; অধুনা ঐ বিপদ উপস্থিত প্রায় দেখিয়া, জগৎ অন্ধকারময় দেখিলেন এবং মূর্চ্ছিতাবস্থায়ই হা কৃষ্ণ! হা হরে! কোথা গমন করিলে? কথা কহিতেছ না কেন? হে নাথ! আমাদের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখ উপস্থিত হইলেও পূর্ব্বে তুমি কত প্রেম-পূর্ণ বাক্যে আমাদের ঐ দুঃখ নিবারণ করিতে, আজ আমাদের এ দুঃখ কেন নিবারণ করিতেছ না? হে দয়াময়! তোমার একান্ত অনুগত দাসিগণকে কি দোষে পরিত্যাগ করিলে?

শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব।

"অতুল্য বৈরাগ্য-পুর্ণ বাসুদেব স্ত্রিগণের ঐরূপ হাহাকার" ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অবিচলিত চিত্তে কহিলেন হে স্ত্রিগণ! তোমরা শোক পরিত্যাগ কর। অর্জ্জুন সত্বর এ স্থানে আসিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। অতন্তর ভগবান্ মায়িক স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন এবং মহাত্মা বলদেবের নিকটে গমনে করিয়া দেখিলেন সঙ্কর্ষণ যোগাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। কিছুকাল পরে ঐ অনন্তদেবের মুখ হইতে এক তেজোরাশি উত্থিত হইয়া স্ব-স্বরূপে লীন হইল (অর্থাৎ সঙ্কর্ষণাগ্নিতে প্রবেশ করিল)। মহাত্মা বলদেব ঐরূপে কলেবর পরিত্যাগ করিলে ভগবান্ বাসুদেব শূন্যবনে একাকী আসীন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন গান্ধারীর সেই অভিসম্পাৎ, বৃন্দাবনে বাল্য-লীলার সময়ে মহামুনি দুর্ব্বাসার পায়সান্ন উচ্ছিষ্ট করিলে ঐ মহর্ষি যশোদাকে যাহা বলিয়াছিলেন ঐ বাক্য—তাঁহার স্মরণ হইল। এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসান, ব্রহ্মশাপে যাদবগণের বিনাশ—আলোচনা করিয়া ভগবান্ লীলা সম্বরণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে ইহা স্থির করিলেন। অনন্তর বাক্য, ইন্দ্রিয় ও মনকে নিরুদ্ধ করিয়া একটী বৃক্ষের নিম্নে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ "মহাযোগ" অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জরা (অঙ্গদ, তারার শাপে এইরূপ ধারণ করিয়াছিলেন) নামে একজন ব্যাধ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যোগযুক্ত এবং শয়ান ভগবানের রক্ত পাদতলকে রক্তবর্ণ মৃগ (পক্ষী) মনে করিয়া উহা বিদ্ধ করিল। অনন্তর ঐ ব্যাধ নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইলযে, পরিধানে পীত-বসন, নীরদবরণ চতুর্ভুজ এক মহাপুরুষ মহাযোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন। ঐ ব্যাধ আপনাকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করিয়া ভগবানের পাদপদ্ম গ্রহণ করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। ভগবান্ ঐ ব্যাধকে আশ্বস্ত করতঃ স্বীয় তেজ-প্রভায় সমস্ত ভুবন প্রদীপ্ত করিয়া উর্দ্ধে গমন করিলেন। তৎকালে ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, প্রজাপতি, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপসরাগণ স্বর্গে থাকিয়া ঐ ঘটনা দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উগ্রতেজা, জগতের উৎপত্তির কারণ, যোগেশ্বর ভগবান্ আপনার নিত্যধামে গমন করিলে সমাগত দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে

বারম্বার নমস্কার এবং বিবিধ ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন।

এদিকে দারুক হস্তিনায় গমন করিয়া পাণ্ডবগণকে, যাদবগণের নিধন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন, অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন দারুকের রথে আরোহণ করিয়া দ্বারাবতী আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন ঐ নগরী বিধবা স্ত্রীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে নগরীতে আগমন করিবা মাত্র আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইত, অদ্য আনন্দময়ের অন্তর্ধানে সেই দ্বারকাপুরী শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। কেবল স্থানে স্থানে স্ত্রীগণ হা নাথ! হা ভ্রাতঃ! হে পিতঃ! এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। স্ত্রিগণের ঐরূপ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাবীর পার্থের কোমল হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। মহাত্মা অর্জ্জুন পুরী প্রবেশ করিলে কেশবের অনাথ স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা পার্থকে দেখিবা মাত্র বাসুদেবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলা সকল স্মরণ করিয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন এতাবৎকাল স্থির ছিলেন কিন্তু লক্ষ্মীরূপা কৃষ্ণপ্রিয়াগণের ঐ অবস্থা দেখিয়া হা কৃষ্ণ! হা সখে! বলিয়া সহসা মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সত্যভামা প্রভৃতি প্রধান মহিষিগণ অর্জ্জুনকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া সুবর্ণের আসনে বসাইলেন। । অনন্তর শোকার্ত্ত অর্জ্জুন গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া স্ত্রীগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মহাত্মা বসুদেবের নিকটে গমন করিলেন।

---

* স সংনিরুদ্ধেন্দ্রিয় বাঙ্মনাস্তু শিষ্যে মহাযোগ মুপেত্য কৃষ্ণঃ।
জরাথতং দেশ মুপাজগাম লুব্ধ স্তদানীং মৃগসংলিপ্সু রুগ্রঃ॥ ২১॥
স কেশবং যোগযুক্তং শয়ানং মৃগাশঙ্কী লুব্ধকঃ সায়কেন।
জরাবিধ্যৎ পাদতলে ত্বরাবাং স্তক্ষাভিতস্তু জিঘৃক্ষুর্জ্জগাম॥ ২২॥
তথাপশ্যৎ পুরুষং যোগযুক্তং পীতাম্বরং লুব্ধকোহ নেকবাহুং। ইত্যাদি
ততো রাজন্ ভগবানুগ্রতেজা নারায়ণঃ প্রভবশ্চাব্যয়শ্চ।
যোগাচার্য্যো রোদসী বাপ্যলক্ষ্যা স্থানং প্রাপ মহাত্মা প্রমেয়ং॥ ২৬॥
মৌষল পর্ব্ব। অ ৪।

অর্জ্জুনের প্রতি বসুদেবের বাক্য।

পার্থ দেখিলেন মহামতি বসুদেব শোকে অভিভূত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। অর্জ্জুন স্বীয় পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তদীয় পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে বসুদেব স্নেহাস্পদ পার্থকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের লীলা সকল স্মরণ করিয়া এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন হে অর্জ্জুন! যিনি স্বীয় পরাক্রমের দ্বারা কেশী, কংস, শিশুপাল, শাল্ব প্রভৃতিকে অনায়াসে নিহত করিয়াছেন সেই মধুসূদন সাক্ষাতে থাকিয়াও যাদবগণকে নিহত হইতে দেখিলেন। ইহাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, সেই জগদীশ্বর সক্ষম হইলেও গান্ধারীর, বিশ্বামিত্র এবং নারদাদি ভক্ত ঋষিগণের বাক্য অন্যথা করিতে ইচ্ছা করেন নাই। যাদবগণ নিহত হইলে তোমার সখা আমার নিকটে আসিয়া এই কথা বলিলেন—হে পিতঃ! দৈববশতঃ অদ্য যাদবকুল নির্ম্মূল প্রায় হইল। প্রিয় সখা অর্জ্জুন এখানে আসিলে তাঁহাকে এই কথা জানাইবেন। অর্জ্জুন স্ত্রী ও বালকগণ লইয়া এই পুরী হইতে নির্গত হইলে, সমুদ্র এই নগরীকে প্লাবিত করিবে। অচিন্ত্য পরাক্রম হৃষীকেশ আমাকে এই কথা কহিয়া যোগাবলম্বন করিতে বনে প্রস্থান করিয়াছেন। হে অর্জ্জুন! তোমার সখার আদেশ তোমাকে জানাইলাম, আমি আর জীবন রাখিতে বাসনা করিনা। অতএব এই রাজ্য ও স্ত্রী, রত্নাদি সম্বন্ধে যাহা বিহিত হয় কর।

অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিয়া মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করতঃ কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হইলেন। দৈবকী, রোহিনী প্রভৃতি কৃষ্ণ-মাতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত স্বীয় পতির চিতারোহণ করিলেন। অনন্তর পার্থ শোকাকুল হৃদয়ে মৃত যাদবগণের দাহ কার্য্য ও ঊর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করিয়া বালক ও স্ত্রী, রত্নাদি এবং প্রজাগণ সহ দ্বারাবতী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে জলধি ঐ বৈষ্ণব ধামকে গ্রাস করিল।

রুক্মিণী, হৈমবতী, জাম্ববতী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রিগণ শ্রীকৃষ্ণের সালোক্য লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অপরাপর মহিষিগণ বনে প্রবেশ পূর্ব্বক যোগাবলম্বনে বাসুদেবে মন স্থির করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর পার্থ

ধীমান বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে যাদবগণের রাজা করিয়া শোকাকুল চিত্তে হস্তিনায় গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যাদবগণের বিনাশ এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বরণের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ শোকে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। পরে সংসারের সমস্ত বস্তুই ক্ষণ স্থায়ী, ইহা নিশ্চয় বোধ করিয়া পরম বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক মহাত্মা পরীক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে অভিষিক্ত করতঃ ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এবং পত্নী দ্রৌপদীর সহিত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, এবং দ্রৌপদী মানব শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং যুধিষ্ঠির মানব দেহেই বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। *

---

* বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মাহাতাপচাঁদ বাহাদুরের মূল সংস্কৃত মহাভারত দৃষ্টে আশ্রমিক, অশ্বমেধিক, ও মৌষল পর্ব্বান্তর্গত স্থান সমূহ লিখিত হইল।

নীরদ-বরণ-শ্যাম-তনুম্।
বন-ফুল-বিভাষিত-বপুম্।
প্রেমময়ং প্রেম-ময়রূপম্।
ভজ গোবিন্দং পরমানন্দম্।

সমাপ্তোঽয়ম্ গ্রন্থঃ।